নতুন ওয়েব ফিল্ম
‘স্বয়ংবর’
পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
6 June 2024, Thursday, 8th Year, Issue 377, 40 Pages

কালজয়ী
গানে দর্শক
মাতাল সোলস
পৃষ্ঠা ২৮

৬ জুন ২০২৪, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৯ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৭৭, পৃষ্ঠা: ৪০

আবারো ক্ষমতায় মোদি, বাংলাদেশের কি হবে!

ভারত

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবে না।

তানভীর সিদ্দিকী

এবারের ভারতের নির্বাচনের ফলাফলে অনেকটা চমক। হতবাক করেছে অনেককে। মোদির রাজনৈতিক দুর্গে অনেক বছর পর হাসা দিতে পেরেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইনডিয়া জোট। বিজিপির জোটকে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে নরেন্দ্র মোদি শনিবার শপথ নিবে। মোদি এবার এককভাবে ক্ষমতায় না গেলে জোট নিয়ে ক্ষমতায় যাবেন। তবে কি নতুন সরকারের সাথে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবে । নাকি

■ বর্তমান সরকারের আমলে ভারত সবচেয়ে বেশি লাভবান।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

মোদির সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নরেন্দ্র মোদির সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু আগের দু’বারের মতো মসৃণ হবে না তার সরকার পরিচালনা। কারণ এবার দল হিসেবে তার দল বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। এ অবস্থায় সরকার গঠন করলে তা হবে মিত্রদের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কারণে মিত্ররা অখুশি হলে ভেঙে যেতে পারে সরকার। এ জন্য নিজের মতো করে সরকার চালাতে পারবেন না তিনি। এর ওপর আছে এবার শক্তিধর ইন্ডিয়া জোট। তারাও সরকারকে এবার ছেড়ে কথা বলবে না। ফলে নতুন সরকারকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মধ্যদিয়ে যেতে হবে।

দল হিসেবে বিজেপি একক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আট লাখ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব

২০২৪-২৫ অর্থবছর

ঢাকা অফিস

অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রায় আট লাখ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন। এবারের বাজেট বক্তব্যের শিরোনাম করা হয়েছে ‘সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকার’।

সাধারণত প্রস্তাবিত বাজেটের উপর

সংসদে আবুল হাসান মাহমুদ আলী

সংসদে আলোচনা শেষে কিছু ক্ষেত্রে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বেজবল মাঠ যখন ক্রিকেট স্টেডিয়াম

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ জুন ডালাসের যে মাঠে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ দিয়ে টি-২০

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ওয়াশিংটন দূতাবাস
মিলিয়ন ডলার চুরি, তদন্ত ফাইল গায়েব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছে একটি চক্র। সেই সঙ্গে আত্মসাৎ করেছে দূতাবাসের ১ লাখ ৭৬ হাজার ডলারের ইমার্জেন্সি ফান্ড। এছাড়া দূতাবাসের অ্যাকাউন্ট থেকে কৌশলে সরানো হয়েছে আরও প্রায় সোয়া ৩ লাখ ডলার। সেই চুরির প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দায়িত্বশীলরা জানিয়েছেন, শুধু সিডর ইমার্জেন্সি ফান্ড বা দূতাবাসের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

টিম ডায়মন্ডস নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২-এ বাংলাদেশের ‘টিম ডায়মন্ডস’ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান করছে। ৪২০টি দলের মধ্যে গ্লোবাল ফাইনালিস্টে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশের এ দলটি। ছবি: এম জামান অপু

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
F1
স্ট্যাটাস হারিয়ে ফেলেছেন?
অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির পরামর্শ নিয়ে
REINSTATEMENT
আবেদন করে আবার স্ট্যাটাস ফিরে পেতে পারেন।
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Rachael Eva Warner Gilburd, Esq.
Ericline M. Williams, Esq
Stephanie Mazzotta, Esq.
John P. Yun, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
Head Office (Washington DC)
301-919-3610
BRANCH OFFICES
Atlanta : 770-655-9166
458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815
213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365
01760-697648
01728-383454
NEW YORK BRANCH
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
•ইমিগ্রেশন •ব্যাংক্রাপসি •ক্রেডিট কার্ড মেটার •ডিভোর্স •সিটিজেনশিপ •চাইল্ড কাস্টডি
•চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন •সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
•তুলনামূলকভাবে কম ফি •সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!
+1 347 279 8366, +1 347 476 7522,
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
UCB
bKash

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

সম্পাদকীয়

ভারতের নির্বাচন ও বাংলাদেশের ভাবনা

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সাড়ে তিন মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতের লোকসভা নির্বাচন। ভোট পূর্ববর্তী ভারতের সব জনমত জরিপই বলছে, বাংলাদেশের মতো ভারতের নির্বাচনেও ক্ষমতায় পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই সম্ভবত এই নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ কিছুটা স্তিমিত। তবুও ঐতিহাসিকভাবে দিল্লিতে কী হচ্ছে তা সব সময়ই বাংলাদেশকে প্রভাবিত করে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে ১৯ এপ্রিল, ৭ দফায় ভোট চলে ১ জুন পর্যন্ত। ইভিএম বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোট গ্রহণ চলছে। ফল মিলছে ৪ জুন । এবারে মোট ভোটার ৯৬ কোটির বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, ৬০ থেকে ৭০ কোটি মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তীব্র গরমের মধ্যেও লাইনে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশে দাবদাহ চলছে, জনজীবন অতিষ্ঠ। ভারতের অনেক স্থানেও এমন গরম, অনেক স্থানে এর চেয়েও বেশি তাপ ও উত্তাপ। এর মধ্যেও চলছে নির্বাচনের প্রচার। ক্ষমতাসীন বিজেপি ২০১৯ সালের ভোটে ৫৪৩ আসনের লোকসভায় ৩০৩টি আসন পেয়েছিল। কিন্তু তারা পেয়েছিল মোট ভোটের মাত্র ৩৭.৭ শতাংশ। অন্যদিকে, কংগ্রেস বিজেপির অর্ধেকের কিছু বেশি ১৯.৯ শতাংশ ভোট পেলেও আসন পেয়েছিল মাত্র ৫২টি। অন্যরা প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েও আসন পেয়েছিল ১৮৮টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের নির্বাচন বাংলাদেশের উপর কী প্রভাব ফেলবে? প্রথম যে প্রভাবটির কথা বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে তা হলো, এই নির্বাচনের সময়ে ভারত অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাবে। বিশেষ করে, রাষ্ট্র এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন। ফলে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারী যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র চায় না বা অন্যরকম কিছু হোক চায় তারা একটা সুযোগ পাবে। ভারতের কম নজরদারির সুযোগে বাংলাদেশে কোনো অস্থিরতা বা অস্থিতিশীলতা তৈরি করা যায় কি না সে নিয়ে অনেকে চেষ্টা করবে। বিশেষ করে, ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বে সুশীল সমাজ এবং পশ্চিমারা ভারতের এই ব্যস্ততার সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে বলে কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করে।

দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হোক না হোক যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ ভারত কতগুলো মৌল নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, এই মৌলিক নীতির কোনও পরিবর্তন হয় না। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কটি ভারতের মৌলিক নীতিরই একটি অংশ এবং ভারতের উভয় দলই মনে করে যে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখাটা বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা অত্যন্ত জরুরী। বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয় দলই মনে করে যে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আছেন জন্যই বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে না। ভারতের রাজ্য গুলো বিশেষ করে সেভেন সিস্টার একটা শান্তির মধ্যে রয়েছে। আর বিচ্ছিন্নতা বাদীদেরকে মদদ দেয়া হচ্ছে না বলেই ভারত এখন বিচ্ছিন্নতা বাদী মুক্ত হতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। আর এ কারনেই ভারতে বিজেপি বা কংগ্রেস যারাই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসুক না কেন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ভারতের বাংলাদেশ নীতিরও কোনো পরিবর্তন হবে না।

ভারত বাংলাদেশে সব সময় চায় যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকুক এবং এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন বিকল্প ভারতের কাছে নেই। আর তাই ভারতের নির্বাচনের সময়টি বাংলাদেশের জন্য স্পর্শকাতর। তবে নির্বাচনের পরবর্তীতে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক একই ধারায় অব্যহত থাকবে বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনে ভারতীয় প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে বলা যায় ভারতের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় এবং বিএনপিসহ তার মিত্রদের আন্দোলনকে উড়িয়ে নিজ দল ও নিজের পছন্দমতো অন্য দলের মধ্যে আয়োজন করে নির্বাচন সম্পন্ন করে আবার ক্ষমতায় শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশ শুধু ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশ নয় কৌশলগত মিত্রও বটে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকবে অতীতের সব সমস্যার (আন্তঃসীমান্ত অসম বাণিজ্য, নাগরিকত্ব আইন, তিস্তা চুক্তি ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহার এবং নিরাপত্তা) দ্রুত সমাধান হোক এবং বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বের সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে অন্য উচ্চতায় এগিয়ে যাক।

বিরোধী দল মনেই করে যে, আন্তর্জাতিক মহলের সব চাপ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় বসাতে বড় ভূমিকা রেখেছে ভারতের নরেন্দ্র মোদির সরকার। বিরোধী দলের এমন ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় সরকারি দলের কোনো কোনো নেতার কথায়ও। গত ১৬ মার্চ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভারত পাশে ছিল বলেই বাংলাদেশের নির্বাচনে বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র অশুভ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

ভারতে সংখ্যালঘু নিপীড়নের খবরে বাংলাদেশে উদ্বেগ বাড়ে এবং তার কিছু প্রতিফলনও দেখা যায় এ দেশে। ভারতের নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদি সরকার বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করার জন্য সক্রিয় হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সেখানকার মুসলমানরা যে অবস্থায় নিপতিত হবেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা কীরকম পরিস্থিতিতে পড়বেন সেটাও বিবেচনার মধ্যে আসছে। উভয় দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজে বিষয়টি আলোচনায় থাকছে। সিএএ বাস্তবায়নের পর 'এনআরসি' বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাস্তবায়নেরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এই এনআরসি কার্যকর হলে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বহু মুসলিম ভারতের নাগরিকত্ব হারাতে পারেন, যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ সীমান্তে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে, তখন ভারতের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ঐতিহ্যগতভাবে মূলত কংগ্রেসের সঙ্গেই আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসার পর সেই সরকারেরও জোরালো সমর্থন পেয়েছে আওয়ামী লীগ। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় তখন বিএনপি ও জামায়াত সেই বিজয়কে উদযাপন করেছিল এটা ভেবে যে, আওয়ামী লীগের প্রতি বিজেপির সমর্থন এতটা নিরঙ্কুশ হবে না। কিন্তু গত দশ বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অনেক অমীমাংসিত ইস্যু রয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন। দুই দেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তিস্তাসহ আলোচনায় থাকা আটটি নদীর পানি ভাগাভাগির ব্যাপারে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি।

একটি বড় ইস্যু সীমান্ত হত্যা। বারবার আশ্বাস দিয়েও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা বন্ধ করছে না। এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসেও দুজনকে হত্যা করেছে বিএসএফ। বিএসএফ বাহিনী কেন এত হত্যা প্রিয় সেটা ভারত সরকারেরই বলা দরকার। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শান্তিতে রেখেও বাংলাদেশের নাগরিকরা ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারছে না।

বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক সুবিধা নিচ্ছে ভারত। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে আমাদের সরকার। ভারতকে সেই সুযোগ দেওয়া হলেও স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে নেপাল কিংবা ভুটানে পণ্য রপ্তানি করার জন্য এখনো অনুমতি পায়নি বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ মনেই করে যে, 'একতরফাভাবে' অনেক কিছু দেওয়া হলেও তার বিনিময়ে বাংলাদেশ 'তেমন কিছু' পায়নি ভারত থেকে।

বাংলাদেশ শুধু ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশ নয় কৌশলগত মিত্রও বটে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকবে অতীতের সব সমস্যার (আন্তঃসীমান্ত অসম বাণিজ্য, নাগরিকত্ব আইন, তিস্তা চুক্তি ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহার এবং নিরাপত্তা) দ্রুত সমাধান হোক এবং বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বের সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে অন্য উচ্চতায় এগিয়ে যাক।

দিল্লি সব সময় চায় বাংলাদেশে তাদের সাথে যে দল সম্পর্ক ভালো রাখবে ও তাদের প্রয়োজন মেটাবে, তারাই ক্ষমতায় থাকুক। কিন্তু দিল্লির মসনদে বাংলাদেশের পছন্দের কেউ বসুক, বাংলাদেশের এই চাওয়া ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না বলেই বিশ্লেষকদের অনেকের অভিমত।

মোদি না রাহুল—কী যায় আসে

সেলিম খান

সাত পর্বে ৮১ দিন ধরে চলা ভোটযুদ্ধের আজ অন্তিম পর্ব। কিছু সময়ের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ভারতের শাসনভার আগামী পাঁচ বছরের জন্য কার হাতে থাকবে। মোদ্দা কথা নরেন্দ্র মোদি হ্যাটট্রিক করবেন, না আউট হবেন, তা নিশ্চিত হবে। এই একটি মাত্র জাতীয় বিষয়। গত ৭২ বছরে এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে তেমন কোনো জাতীয় ইস্যু নেই। ভোটের হাওয়া না থাকায় ভোটারের মতিগতি বোঝা ভার। আর ভারতের মূলধারার সংবাদমাধ্যমও এতটাই একপেশে যে, সেখান থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন বলাটা ঠিক হবে না, উচিতই নয়।

সাধারণ ভারতীয়দের মনে যে বিপুল আশা জাগিয়ে মোদি ২০১৪ সালে ভারতের ক্ষমতায় বসেছিলেন, তার অনেক কিছুই গত ১০ বছরে বকেয়া থেকে গেছে। দুর্নীতি দমনে তাঁর যে অঙ্গীকার ছিল, তা বিরোধী দল দলনে পর্যবসিত হয়েছে। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত এনে ভারতীয়দের ব্যাংক হিসাবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখন কেবলই গল্প। বরং তাঁর আমলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ চলে গেছে দেশের বাইরে। জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া। কৃষক উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। অথচ ২০১৬ সালে নরেন্দ্র মোদি ঘোষণাই দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে; অর্থাৎ, ২০২২ সালে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করে দেবেন। কিন্তু তা তো হয়নি। বরং বিতর্কিত কৃষি বিল নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে বহু কৃষকের প্রাণ গেছে। শেষ পর্যন্ত সেই কৃষিবিল প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিল মোদি সরকার। গত ১০ বছরে বলতে গেলে নরেন্দ্র মোদির এই একটিই পরাজয়, আর তা কৃষকদের কাছে।

তারপরও ঘোষণামতো অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধা ৩৭০ ধারা বিলোপ, বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন পাস–হিন্দুত্বের চড়া ভিয়েনে অনেক উপাদেয় উপহার দিয়েছে মোদিকে। তাই হাজারো না পারার মধ্যে ভারতের বৃহত্তর হিন্দু জনমানসে নরেন্দ্র মোদি এখনো প্রবাদপ্রতিম জায়গা করে আছেন। যে কারণে নিজের 'জৈবিক জন্ম হয়নি' বা নিজেকে 'ঈশ্বরের অবতার' দাবি করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা নিয়ে সন্দেহ বা বিস্ময়ের উদ্রেক কমই হয়। কারণ, তারা কম-বেশি এই ভাবমূর্তিতেই মোদিকে দেখতে আগ্রহী।

লাভ-ক্ষতির এই খতিয়ানে নরেন্দ্র মোদির অবস্থান যাই থাকুক না কেন, তা তাঁকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দেবে, এটা বলা ক্রমেই শক্ত হয়ে যাচ্ছে। যদিও মোদি-সমর্থক গোদি মিডিয়া এবং এক শ্রেণির বিশ্লেষক ইতিমধ্যে মোদির দল বিজেপিকে তিন শ পার করে দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এবার যেভাবে সমানে টক্কর দিচ্ছে, তাতে ওই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সন্দেহ গভীর হয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শেষ মুহূর্তের লক্ষ্য ভোটগণনার সময় যেন কোনো অনিয়ম নির্বাচন কমিশন না করতে পারে। এর জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত বলে তারা ঘোষণা দিয়েছে। রাহুল গান্ধী ও অখিলেশ যাদবের মতো ইন্ডিয়া জোটের নেতারা বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলকে পাত্তা না দেওয়ার জন্য নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

দুই পক্ষের যত প্রস্তুতিই থাকুক না কেন, একপক্ষ যে হারবে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। ধরেই নেওয়া যাক নরেন্দ্র মোদি ২৭২টির বেশি আসন পেয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসলেন। তাহলে কী হতে পারে? তাঁর সরকার গত ১০ বছর ধরে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছিল, সেটাই করবে। অভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্র বিষয়ে নীতির বড় কোনো পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে কি নতুন কিছু পাবে না ভারতবাসী মোদির তৃতীয় দফায়। অবশ্যই পাবে। যেমন বিহারে মোদি গ্যারান্টি দিয়ে এসেছেন, তিনি জিতলে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে জেলে ঢোকাবেন। কেজরিওয়ালের দাবি, মোদি তৃতীয়বার এলে শুধু তিনি বা হেমন্ত সোরেন নন অখিলেশ, তেজস্বী, উদ্ধব, স্ট্যালিন, মমতা, এমনকি রাহুলকেও জেলে যেতে হবে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বিদায় নিতে হবে যোগী আদিত্যনাথকে।

নতুন মোদি সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হবে ডিলিমিটেশন বা লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানো। এখন যে ৫৪৩ আসনের লোকসভা আছে, তাকে বাড়িয়ে ৭৫৩ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ জন্য সংসদের নতুন ভবনেরও উদ্বোধন করেছেন মোদি। সেখানে আট শর বেশি এমপি একসাথে বসতে পারেন। আর এই আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে; যেখানে বিজেপির একাধিপত্য, সেখানে বাড়বে অনেক বেশি। এনডিটিভির ২০২৩ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, লোকসভার আসন বাড়ানোর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে উত্তর প্রদেশে ৮০টি আসন বেড়ে হবে ১২৮; অর্থাৎ, ৪৮টি আসন বাড়বে। বিহারে ৪০ থেকে হবে ৭০; মধ্যপ্রদেশ ২৯ থেকে ৪৭, মহারাষ্ট্র ৪৮ থেকে ৬৮, রাজস্থান ২৫ থেকে এক ধাক্কায় ৪৬, গুজরাট ২৬ থেকে ৩৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ ৪২ থেকে ৫৩। অর্থাৎ, বর্ধিত ২১০টি আসনের মধ্য ১৫৭টি আসন বাড়বে মাত্র সাতটি রাজ্যে। আর এই রাজ্যগুলোতে বিজেপির একাধিপত্য লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের দিকে দেখুন। সেখানে বাড়বে তামিলনাড়ুতে দুটি, অন্ধ্রপ্রদেশে তিনটি, তেলেঙ্গানায় তিনটি ও কর্ণাটকে আটটি। আর কেরালায় একটি আসন কমে ২০ থেকে ১৯ হবে।

এই চিত্র থেকে পরিষ্কার বিজেপি নেতৃত্ব ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যেতে দক্ষিণ ভারতের ওপর কোনো ধরনের নির্ভরশীলতা রাখতে রাজি নয়। প্রথম সাতটি রাজ্যের পাশাপাশি আসাম, হরিয়াণা, ছত্তিশগড়, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড—এমন কিছু রাজ্য থাকলেই তারা সহজে ৩৭৭-এ ক্ষমতার যাওয়ার ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছে যাবে। এতে ক্ষমতা আরও বহুকাল স্থায়ী করা সম্ভব হবে বলে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা মনে করছেন।

কিন্তু উল্টোটা হলে কী হবে? ইন্ডিয়া জোট যদি সত্যিই গরিষ্ঠতা পায়, তাহলে তাদের ঘাড়ে বিপুল দায়িত্বের বোঝা এক ধাক্কায় এসে পড়বে। প্রথম দায়িত্ব একজন উপযুক্ত নেতা ঠিক করা, যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবাইকে নিয়ে, সবাইকে সন্তুষ্ট করে চলতে পারবেন। তাঁর সামনে বিজেপির বড় বাঘ সব সময় ক্ষমতার ক্ষুধা নিয়ে বসে থাকবে। জোটে ২৫-২৬টি দল থাকলে তাদের নেতাদের প্রাপ্ত মর্যাদা দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুই, জোটের সবই আঞ্চলিক দল। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব এজেন্ডা আছে। সে দিকে জোট নেতাকে সব সময় খেয়াল রাখা বাধ্যতামূলক। তিন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। বিজেপি বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালদের দিয়ে ভিন্নমতের সরকারের ওপর যে অসাংবিধানিক চাপ গত ১০ বছর ধরে তৈরি করে আসছে, তার অবসান চাইবে সব দল। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অক্ষুণ্ন ও মজবুত রাখার জন্য রাজ্য সরকারগুলোর কথা শোনার কোনো বিকল্প নেই। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রথম আঘাত এসেছিল ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। বিজেপি একে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। একে ঠিক করতে হলে অবশ্যই ইতিহাসকে স্বীকার করতে হবে কংগ্রেসকে।

ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসবে কর্মসংস্থান। লোকসভা নির্বাচনে মোদির ব্যর্থতা হিসেবে এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি হিসেবে যে কর্মসংস্থান প্রশ্নকে পাখির চোখ করেছে ইন্ডিয়া জোট, দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পেলে তাই করে দেখাতে হবে তাকে। পাশাপাশি আদান–আম্বানির মতো বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর সঙ্গে মিলে মোদি সরকারের দুর্নীতির যে ফিরিস্তি কংগ্রেসের রাহুলসহ জোটসঙ্গী অন্য দলের নেতারা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময়ে, তা নিয়ে তারা কী করে, সেদিকেও চোখ থাকবে সবার। এর সঙ্গে আছে কৃষকদের সংকট সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতে সব রাজনৈতিক দলের মধ্য মোটামুটি মতৈক্য আছে। ইন্ডিয়া জোট সরকার ক্ষমতায় এলেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তন আসবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে পাকিস্তান ও চীনের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাহুল গান্ধীসহ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা ভারতের ভূমি চীন দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ করে আসছেন। হারানো সেই জমি কীভাবে উদ্ধার হবে, সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমেরিকা ও রাশিয়ার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করেই চলবে ইন্ডিয়া সরকার। কিন্তু কানাডায় এক শিখ নেতাকে হত্যা এবং আমেরিকায় আরেক শিখ নেতাকে হত্যার সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মাকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি কীভাবে সামলাবে–সেটা নতুন সরকারের জন্য বড় পরীক্ষা।

আসলে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ বা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া–যে জোটই আজ জিতুক না কেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য তার প্রভাব কমই পড়বে। এর মূল প্রভাবই ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায়, যা দেশটির ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করবে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

সত্যিই কি কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়

রাল্‌ফ নাদের

নিউইয়র্কের একটি আদালতের বিচারকমণ্ডলী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০১৬ সালের নির্বাচন অবৈধভাবে প্রভাবিত করার জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ এবং একটি অপকর্ম ধামাচাপা দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিচারকমণ্ডলীরা এই সিদ্ধান্তে আসার পরপরই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রচারাভিযান দলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই রায় প্রমাণ করেছে যে 'কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়', এমনকি একজন সাবেক প্রেসিডেন্টও নন।

বহুল প্রচারিত সত্য হলো, বেশির ভাগ ফৌজদারি আইন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্টদের দ্বারা সংঘটিত আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকই নয়। এর মধ্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, বিশেষ করে তাঁর বৈদেশিক এবং সামরিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত পাঁচটি ফেডারেল আইন স্পষ্টভাবে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে অস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে শর্ত দিয়ে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা আক্রমণাত্মকভাবে এসব অস্ত্র ব্যবহার করে—এমন দেশগুলোয় অস্ত্র সরবরাহ করা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে আইনত অবৈধ। কিন্তু দিনের পর দিন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধাপরাধ এবং নিরপরাধ শিশু, নারী ও পুরুষদের গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার পরও জো বাইডেন ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়ে চলেছেন। তিনি এই পাঁচটি ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করেছেন।

ইসরায়েলি সরকারের সামরিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবরোধের সমর্থক হিসেবে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নিঃশর্ত চালান, বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ এবং গাজায় আত্মরক্ষাহীন অসহায় ফিলিস্তিনিদের অনাহারে রাখাসহ একাধিক ব্যাপারে বাইডেন জাতিসংঘের সনদ এবং অন্যান্য চুক্তি লঙ্ঘন করছেন। অথচ এসব সনদ বা চুক্তি অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসন স্বাক্ষর করেছে। এগুলো মার্কিন সিনেট দ্বারা অনুমোদিত। বাইডেন এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্ট এমন আচরণ করেন যে তাঁরা এসব তো বটেই, অন্যান্য আইনেরও ঊর্ধ্বে।

একের পর এক প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের দ্বারা বরাদ্দ না করা অর্থ ব্যয় করেছেন। কংগ্রেসের জারি করা সমন অমান্য করেছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ করেছেন। মার্কিন মানবিক সহায়তা প্রদানে বাধা দেয়—এমন দেশগুলোয় তাঁরা মারাত্মক অস্ত্র পাঠিয়েছেন। এর ফলে ওই সব বিদেশি রাষ্ট্র সামরিক শাসনের অধীনে বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করে না। এতে করে ফেডারেল আইনের ব্যাপক লঙ্ঘন হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৯ সালে নির্লজ্জভাবে একবাক্যে অনাচারের কথা এভাবে বলেছিলেন: 'আমার কাছে অনুচ্ছেদ দুই আছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার যা ইচ্ছা চাই তা করার অধিকার আছে।' ট্রাম্প কংগ্রেসের দেওয়া ১২৫টির বেশি সমন অমান্য করেছেন। তাঁর পুনর্নির্বাচন প্রচারের জন্য হোয়াইট হাউস এবং অন্যান্য ফেডারেল রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে হ্যাচ অ্যাক্ট নামে পরিচিত আইন লঙ্ঘন করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর অবশ্যই ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহ ছিল বড় ঘটনা এবং নির্বাচনের পর এখন পর্যন্ত তাঁর বিচারের বিলম্ব হয়েই চলেছে।

জো বাইডেন চারপাশে অনৈতিক অর্থের হাতবদল করে, ১৯৯২ সালের ফেডারেল আইন লঙ্ঘনের অনুমতি দিয়ে চলেছেন। এই আইনে পেন্টাগনকে কংগ্রেসকে একটি নিরীক্ষিত সামরিক বাজেট দিতে বলা হয়েছে। অথচ এসব ঘটনার দায়মুক্তি দিয়ে অন্যান্য দুর্বল দেশে ক্রমাগত বেআইনি অস্ত্র পাঠিয়ে চলেছেন।

প্রেসিডেন্টদের জন্য বিষয়গুলোকে আরও সহজ করার জন্য, বিচার বিভাগের অফিসে লিগ্যাল কাউন্সেল মেমো রয়েছে। কয়েক দশক আগে তৈরি এই মেমোতে দাবি করা হয়, এসবের জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি বিচার শুরু করা যাবে না।

অ্যাটর্নি ব্রুস ফেইন আইনি পরামর্শকের অফিসে কাজ করেছেন। ব্রুস ফেইন বারবার বলেছেন, এই ভিত্তিহীন মতামতের কোনো আইনি শক্তি নেই এবং এটি প্রত্যাহার করা উচিত। অর্থাৎ আইন ভাঙলে প্রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

আদালতগুলোও হোয়াইট হাউস বা প্রেসিডেন্টের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত স্থায়ী অপরাধের জন্য সব ধরনের দায়বদ্ধতা থেকে প্রেসিডেন্টদের রক্ষা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুপ্রিম কোর্ট তাঁর রায়ে বলেই দিয়েছেন, নির্বাহী শাখার কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সাধারণ নাগরিকদের এর বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো অধিকার নেই। এমনকি কংগ্রেসের সদস্যরাও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন না। বিদেশে অবৈধ যুদ্ধ বা সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে নানা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সংবিধান ও ফেডারেল আইনের লঙ্ঘনের অপরাধ আদালত আমলে নেননি; বরং এ ধরনের মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। আদালতের বক্তব্য, তাঁরা আদালতের এখতিয়ারের বাইরে 'রাজনৈতিক প্রশ্ন' উত্থাপন করেন।

এভাবে প্রেসিডেন্টদের অপরাধ থেকে দূরে থাকার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিকে সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ ব্রুস ফেইন 'হোয়াইট হাউসে জীবনযাপনের একটি উপায়' বলে অভিহিত করেছেন। ন্যায়বিচারের বাধা বা গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত আইন বা আইনের ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগ প্রত্যেক প্রেসিডেন্টই করেছেন। ট্রাম্প শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে এটা পেয়েছেন এবং তা নিয়ে গর্ব করেছেন এবং তাঁকে আরও তীব্র করেছেন।

আবার, প্রেসিডেন্টরা আসলে এমনভাবে কাজ করেন, যা তাঁদের সার্বভৌম দায়মুক্তি হিসেবে কাজ করে। আর আইন কখনোই এই সুরক্ষার দায়মুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে না বা করেনি। তাঁরা সত্যিই ফৌজদারি আইনের ঊর্ধ্বে। প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস দ্বারা অভিশংসনের অত্যন্ত কঠিন রাজনৈতিক শাস্তি এবং সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করাই কেবল তাঁদের পদ থেকে উৎখাত করতে পারে। তবে এরপরও তাঁরা জীবনভর বিলাসব্যসনে কাটাতে পারেন এবং বিপুল অঙ্কের বক্তৃতা ফি এবং বড় বড় বইয়ের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করতে পারেন।

(লেখাটি অনলাইন ম্যাগাজিন কাউন্টার পাঞ্চে প্রকাশিত)

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

জীবন, স্বপ্ন ও ভাবনা

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। জীবন আমি যেরকম ভাবি সেরকম না। জীবন প্রতিটি ব্যক্তির সাথে জড়িত এবং প্রত্যেকের জীবনে একটি নিজস্ব রূপ ও স্বর রয়েছে।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও অনুভূতি মিশে থাকে, যা আমাদের জীবনের অঙ্গ।আমরা অনেক সময় জীবনের বিষয়ে যেভাবে ভাবনা-চিন্তা করি, বাস্তবতা তা থেকে অনেক ভিন্ন হয়। আমাদের কল্পনা ও প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার মেলবন্ধন সব সময় সঠিক হয় না। এই অসামঞ্জস্যতা আমাদের কল্পনা ও

বাস্তবতার মধ্যে একটি ফারাক সৃষ্টি করে। আমরা স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে সংঘর্ষ করে থাকি। আমরা স্বপ্ন দেখি একটি নির্দিষ্ট পথের, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের। কিন্তু যখন বাস্তবতার মাটিতে পা রাখি, তখন সেই স্বপ্নের রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরটি অনেক সময় কষ্টদায়ক হলেও, জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবন তার নিজস্ব নিয়মে চলে, যা আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা ও স্বপ্ন থেকে স্বাধীন।

জীবন বোঝায় যে, জীবনের সমস্ত পরিবর্তন, চ্যালেঞ্জ এবং বৈচিত্র্যের পরেও, জীবন আমাদের নিজের। আমাদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও অনুভূতির সাথে জীবন একাত্ম হয় এবং আমাদের জীবনকে আমাদের মত করে গড়ে তোলে। জীবন যেমন আমাদের মতই, তেমনি তা আমাদের চিন্তা ও স্বপ্নের থেকে আলাদা। জীবন এক রহস্যময় যাত্রা,

যেখানে প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমরা নতুন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা লাভ করি। কিন্তু জীবনের এই যাত্রায় আমাদের স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে প্রায়ই এক ধরণের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কেন এই দ্বন্দ্ব ঘটে? মানুষ কেন জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং বিষণ্ন হয়ে পড়ে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

স্বপ্ন আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছার প্রতিফলন। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের মনের সমস্ত সীমাবদ্ধতা ভেঙে যায় এবং আমরা একটি মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করি। সেখানে আমরা আমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করি। সেখানে আমাদের সমস্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখি।

অন্যদিকে, বাস্তবতা হলো কঠোর এবং অনেক সময় নিষ্ঠুর। বাস্তব জীবনে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন সময়, অর্থ, সুযোগ এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতাগুলি আমাদের স্বপ্ন পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। এই পার্থক্য থেকেই

জন্ম নেয় হতাশা এবং অসন্তুষ্টি। আমরা যেভাবে জীবনকে কল্পনা করি, বাস্তবতা তার থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই পার্থক্য মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়, এবং আমরা বিষণ্নতায় ভুগি।জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখি। এই শিক্ষাগুলি আমাদের সঠিক পথে চলতে এবং সততার সহিত জীবন যাপন করতে সহায়তা করে। জীবনে ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

ধৈর্য আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার শক্তি দেয়, আর আত্মবিশ্বাস আমাদেরকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে শেখায়।আমাদের অতীতের ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরও প্রস্তুত হতে পারি। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। নিজেকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে

সাহায্য করে। আত্ম-প্রেম আমাদেরকে জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।আমাদের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার ফলে আমরা হতাশায় ভুগি। আমরা চাই যে, আমাদের জীবনে সবকিছু আমাদের ইচ্ছামত ঘটুক। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এই অপূর্ণতা আমাদের জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট করে তোলে।অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সামাজিক চাপ আমাদের জীবনে অনেক চাপ সৃষ্টি করে।

আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক প্রত্যাশার বোঝা আমাদের মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব, অপ্রাপ্তি এবং বিচ্ছেদ জীবনের প্রতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের সমস্যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং আমাদের বিষণ্ন করে তোলে।

শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা জীবনের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং হতাশার সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে আমরা জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারি না এবং ক্রমাগত কষ্টে ভুগি। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখি। এই শিক্ষাগুলি আমাদের সঠিক পথে চলতে এবং সততার সহিত জীবন যাপন করতে সহায়তা করে। জীবনে ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ধৈর্য আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার শক্তি দেয়, আর আত্মবিশ্বাস আমাদেরকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে শেখায়।আমাদের অতীতের ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরও প্রস্তুত হতে পারি। অতীতের অভিজ্ঞতা

আমাদেরকে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।নিজেকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। আত্ম-প্রেম আমাদেরকে জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নিয়মিতভাবে নিজেকে উন্নত করা এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করা জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। আত্ম-উন্নয়ন আমাদেরকে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে শক্তি এবং সাহস প্রদান করে।আমাদের জীবনের সকল সুখ এবং দুঃখকে স্বীকার করে নেওয়া। এতে আমরা জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব রাখতে পারি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গ্রহণ করা এবং তাকে মূল্যায়ন করা আমাদের মানসিক শান্তি প্রদান করে।জীবনের পরিবর্তনগুলিকে গ্রহণ করে নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। পরিবর্তন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তা গ্রহণ করাই আমাদের মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের সময় এবং কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা, যাতে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভারসাম্য রাখতে পারি। সময় ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে জীবনের প্রতি আরও সংগঠিত এবং দায়িত্বশীল করে তোলে।জীবনের বাস্তবতা এবং স্বপ্নের মধ্যে ফারাক থাকা স্বাভাবিক। এই ফারাকের কারণেই জীবনের রঙিন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। আমরা যদি জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করি এবং ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও সততার সহিত চলি, তবে আমরা অবশ্যই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে শান্তি এবং সুখ খুঁজে পাব। জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং সমতা বজায় রেখে আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে শান্তিতে এবং সুখে থাকতে পারি।

সুখে ও শান্তিতে থাকার জন্য জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক মেনে চলা প্রয়োজন। এগুলি আমাদের মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। জীবনে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের মনকে শান্ত এবং সুখী রাখে।আত্মবিশ্বাস গড়েতোলে। এবং নেতিবাচক চিন্তা এবং মানুষের থেকে দূরে থাকা। সুস্থ জীবন যাপন করা। সুস্থ শরীর মানেই সুখী মন। শারীরিক সুস্থতা আমাদের মানসিক শান্তির জন্য অপরিহার্য।

পুষ্টিকর এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। পর্যাপ্ত ঘুম এবং বিশ্রাম নেওয়া। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি বজায় রাখতে সাহায্য

করে।সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা। পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানো।সম্পর্কের মধ্যে স্বচ্ছতা ও সৎ থাকা। আত্ম-উন্নয়ন ও শিক্ষাগ্রহণ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।বই পড়া এবং নতুন তথ্য জেনে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। নিজেকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা আমাদের মানসিক শান্তি ও সুখের জন্য অপরিহার্য। নিজের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নেওয়া। আত্মসম্মান বজায় রাখা ও নিজের মূল্যবোধ এবং আদর্শকে সম্মান করা ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া ।

জীবনে সুখ এবং শান্তি পেতে হলে আমাদের ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা, সুস্থ জীবনযাপন, ধ্যান ও যোগব্যায়াম, সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা, সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক, আত্ম-উন্নয়ন এবং আত্মপ্রেম ও আত্মসম্মান বজায় রাখতে হবে। এই উপায়গুলি আমাদের জীবনে সুখ এবং শান্তি নিয়ে আসবে এবং আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

ঐক্য গঠনে সত্যের বিকল্প নাই

কাজী হারুন

যেকোনো সমাজ ব্যবস্থার জন্য অনৈক্য সবচাইতে বড় সমস্যা বলে সৃষ্টির পর থেকেই মানবকুলে চিহ্নিত হয়ে আসছে। সেজন্যই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করার চেষ্টা করে আসছে সৃষ্টির আদিযুগ থেকে। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করার নামই আসলে সমাজ। আমাদের বাঙালি বা বাংলাদেশী সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ এবং হঠাৎ অন্যকে ছাড়িয়ে নেতৃত্ব বা ক্ষমতা অর্জনের মোহ বা দুরিভিসন্ধি বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক বন্ধন তৈরীর ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা। তাইতো প্রতিষ্ঠানের চাইতে নেতা বেশি। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তাই বলেছিলেন 'সর্ষের চেয়ে টুপি বেশি'। ত্রুটিযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা শুধুমাত্র বৃহত্তর ঐক্য তৈরিতে বাধা তা নয় বরং স্বার্থসিদ্ধির ভয়ংকর যে প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে সেটা যেকোন বড় সমাজকে শত টুকরো করার জন্য যথেষ্ট। সাধারণত শিক্ষা, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ঋদ্ধতার অভাবের সাথে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকলেই মানুষ অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো ভয়ংকর নেশায় মত্ত হতে পারে। যেটাকে সাহিত্যের পরিভাষায় 'হিংসাত্মক অগ্রযাত্রা' বলা হয়।

প্রতিটি মানুষের রয়েছে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে নিজের এবং সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করার স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা পরম করুনাময় রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে দিয়েছেন। সেজন্য অপরের অনুকরণ বা অনুস্বরণ করা যেমন ভালো তেমনি ঈর্ষান্বিত হয়ে অপরের সমকক্ষ বা তাকে কপি করার মরণপণ চেষ্টা কখনো ভালো কাজ নয়। আমি বড়জোর চাইলে যিনি সমাজে ভালো কাজ করছেন তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ গুলোকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারি বা সেরকম কোন ভালো কাজ নিজেরা শুরু করতে পারি। তা না করে যিনি ভালো কাজ করছেন তাকে টেনে নিচে নামানোর যে প্রতিযোগিতা সেটাই একটি সমাজের জন্য অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে উদাহরণ।

মাত্র কিছুদিন আগে দুর্বৃত্তের গুলিতে আমার প্রিয় দু'জন স্বপ্ন বিলাসী বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে I তাদের পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য অনেক মানুষই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন I ঘটনার বিচারের দাবিতে হয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন সহ অনেক কর্মকৌশল যা এখনো চলমান I যারা এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ পোষণ করছি I আবার যারা এ ব্যাপারটিকে নিয়েও ঘোলা জলে মাছ শিকার করার চেষ্টা করেছেন তাদের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম I ভুক্তভোগী পরিবারের মানুষগুলো হারিয়েছে তাদের পরিবারের দু'জন কর্মক্ষম মানুষ I তারাও বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল এই প্রবাসে I তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হওয়ার সাথে সাথে পরিবারের স্বপ্নও ভেঙে খান খান হয়ে গেল I আজ তাদের কেউ সন্তান হারা, কেউ স্ত্রী স্বজন হারা, কেউ বাবা হারা এতিম। দু'জন মানুষের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি তাদেরকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করার জন্য I

> মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় শুধুমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক মানবিক মানুষের পক্ষে। কিন্তু চরম সত্য হলো, সত্যের পথিকরাই আজ মিথ্যের সাম্রাজ্য দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত।

প্রাণঘাতী হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাফেলোর নিরীহ জনগণ সংক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হলেও একটা শ্রেণি তাদের বিভাজন এবং নেতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত I এই হত্যাকাণ্ডের পরপর আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটির ঐক্যে প্রচন্ড রকমের বিচ্ছিন্নতা রয়েছে বলে বারবার প্রমাণিত হয়েছে I আমাদের ইতিমধ্যেই কয়েকটি গোত্র তৈরি হয়েছে যাদের সরাসরি কানেকশন রয়েছে সিটি হলের সাথে I যতদূর অনুমান করতে পারি এ সকল গোত্র এক একজন একেক জনকে সিটি হলের কাছে নিজেদেরকে বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপাত্র হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত I দীর্ঘদিন ধরে চলমান এমন সমস্যার কারণে সিটি হলের কর্ণধাররা এখন আর বাংলাদেশী কমিউনিটির এক এক গোত্রের এক এক রকমের বক্তব্য খুব একটা গ্রহণ করতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না I অর্থাৎ সিটির হাই অফিসিয়ালদের কাছে আমাদের গুরুত্ব দিনে দিনে কমে যাচ্ছে I দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সিটি কতৃপক্ষের কাছে আমাদের কমিউনিটির মর্যাদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা থাকলেও কমছে প্রতিদিন। কমছে আমাদের স্বঘোষিত নেতৃত্ব এবং অনৈক্যের কারণে। যদিও প্রতিদিন এখানে বাড়ছে বাংলাদেশি আমেরিকানদের নতুন করে আগমনের হিসেব। এক্ষেত্রে আমি বাফেলো বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দের কিছু চমৎকার পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি সকল গোত্রের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করব নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ ছেড়ে বাংলাদেশি আমেরিকানদের একই ছাতার নিচে নিয়ে আসার জন্য আপনাদের সচেষ্ট হওয়া এখন সময়ের দাবি I তাহলে ঐক্যবদ্ধ্য কণ্ঠে আমরা আমাদের নৈতিক দাবিগুলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে অনেক বেশি সহজ হবে I ঐক্যের বর্তমান মহামারী চলমান থাকলে আগামীতে আমরা এভাবেই বিনা বিচারে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখতে হবে ঐক্যের জন্য প্রথম দরকার সততা, নিষ্ঠা, অপরের প্রতি সম্মান, ভাতৃত্ব এবং অহংবোধকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলা।

নিজের স্বার্থে অন্যের মতামতকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার নৈতিক শক্তি কোন ভাল মানুষের হতে পারে না। নিজের স্বার্থে মানুষের নিজস্ব চিন্তা চেতনাকে কোন নেতা অথবা সুবিধাবাদী টুটি চেপে ধরতে পারার কোন সুযোগ থাকতে পারার কথা নয়। বরং সর্বাবস্থায় অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজ এবং মানবিকতার প্রতি নিজের সম্মান এবং মর্যাদার জানান দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখতে হবে, শান্তি এবং সমৃদ্ধির সহাবস্থান সামাজিক ও মানবিক অগ্রগতির সাথে সাথে নিজেদের গোত্রীয় শক্তিকেও শক্তিশালী করে। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার (সূরা আলে-ইমরান: ১০৩)"। অন্যের উপর খড়গ হস্ত না হয়ে আদবের সাথে সম্মানের সাথে মিলেমিশে চলার নামই ভ্রাতৃত্ব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম ঐক্যকে আল্লাহকে খুশি করার মাধ্যমে হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর অনৈক্যকে বলেছেন শয়তানকে খুশি করার মাধ্যম। আমাদের মুসলমানদের সমস্যা হল আমরা মুখে একরকম বলি আর পেছনে ছোট ছোট গোত্রে একত্রিত হয়ে আরেক রকম বলি। পেছনের কথাগুলো ছোট ছোট গোত্রের নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য বড় নেতৃত্বের সাথে কাজ করার গোপন মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীতে ৫৭ টি মুসলিম দেশ রয়েছে। সর্বত্রই একই অবস্থা, একই বেইমানি। আমাদের সামাজিক পরিসর হতে থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমনকি বিশ্ব রাজনৈতিক পর্যায়েও একই সমস্যা। আর সে কারণেই নিরীহ ফিলিস্তিনিরা একাই যুদ্ধ করে যাচ্ছে আর মুসলিম জাতির মুনাফেকির কারণে নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলার মূলেও রয়েছে একই সমস্যা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগোত্রীয় এবং সম চিন্তার মানুষগুলোকে ঐক্যের ছাতার নিচে একত্রিত থাকার জন্য নির্দেশনা দান করেছেন কিন্তু মুসলমানের অনৈক্যের প্রধান কারণই হলো মিথ্যার আশ্রয়ে থেকে নিজেকে সত্যবাদী প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা। সারা রাত তাস আর মদ নিয়ে ব্যস্ত থেকে শুক্রবারের জুম্মার নামাজে লম্বা জুব্বা গায়ে দিয়ে মুত্তাকী সাজার নাম মুসলমান নয়, মুসলমান বা মুসলিম আরবি শব্দ। অর্থ: স্ব ইচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। মুসলমান হলো সেই লোক যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে আল্লাহর নির্দেশিত আদেশ নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণ করে।

সামাজিক জীবনে এক একজন এক এক দলের হতে পারে। খেলায় এক একজন একেক দলের সাপোর্টার হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় একেক জন এক এক গ্রুপের সমর্থক হতে পারে। কিন্তু নিজের স্বার্থে যে আমাকে সাপোর্ট করলো না অথবা সমর্থন দিলো না তাকে হেনস্তা করার অধিকার বিধাতাও দেয়নি কাউকে। বন্ধুত্বের ভালোবাসায় অনেক সময় মজা করেও বন্ধুকে কটু বাক্য বলা যায়, তেমনি ভিন্ন মেরুতে অবস্থান কারীকে ভালো কথা বললেও সেটি গায়ে কাঁটা হিসেবে মনে হতে পারে। বৃহৎ সামাজিক স্বার্থে সকল ছোট স্বার্থকে পেছনে ফেলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাই প্রকৃত মানব প্রেম। মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় শুধুমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক মানবিক মানুষের পক্ষে। কিন্তু চরম সত্য হলো, সত্যের পথিকরাই আজ মিথ্যের সাম্রাজ্য দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত। মানুষ হিসাবে আমাদের পছন্দ এবং রুচিতে দ্বৈরথ থাকতে পারে কিন্তু মানবিকতায় ভিন্নরূপ থাকার কোন সুযোগ নেই।

বিবেক আপনারও আছে। আপনি নিশ্চই জেনেশুনে অন্যায়কে সাপোর্ট করবেন না। আপনার আল্লাহর নির্দেশিত সত্যের দাপট দিয়ে চেষ্টা করুন মিথ্যাকে প্রতিহত করার। যদি মিথ্যার সাম্রাজ্যের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পারেন তবে একা থাকুন, তবু মিথ্যার সাথে নিজেকে একীভূত করে আপনার অন্তরাত্নাকে কলুষিত করবেন না। আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে এবং সত্যমিথ্যার হিসেব অবশ্যই দিতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সত্যের চাইতে সুন্দর মহান রবের পৃথিবীতে আর কিছু নাই। আল্লাহ সকলকে সত্যের সাথে সুন্দর জীবন দান করুক।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপুর্ণ শিশুর জন্য
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

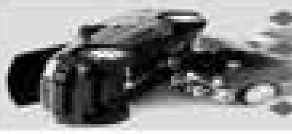

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

আট লাখ কোটি টাকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবর্ধন, পরিমার্জন এলেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। এক নজরে দেখে নেয়া যাক নতুন বাজেটের আটটি দিক।

বাজেটে সবার দৃষ্টি থাকে আয়করের দিকে। বিশেষ করে যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত বাজেটে দেখা যাচ্ছে, করমুক্ত আয়ের সীমায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। করধাপের ক্ষেত্রে এবার কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাদের আয় বেশি তাদের আয়কর বেশি দিতে হবে।

এবারের বাজেটে করধাপে সর্বোচ্চ স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। যাদের মোট বাৎসরিক আয় ৩৮ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি তাদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ আয়কর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ৩৮ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি আয় হলে সেই আয়ের ওপর ৩০ শতাংশ কর দিতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রায় আট লাখ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে রাজস্ব বাজেট হচ্ছে ৫ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এই টাকা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করা হবে। যার মধ্যে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতাসহ নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

উন্নয়ন বাজেট হচ্ছে দুই লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, যেটি প্রায় ৭১ হাজার কোটি টাকা।

সরকার যে বাজেট উত্থাপন করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি খরচ হবে ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে। প্রায় ৮ লাখ কোটি টাকা বাজেটের ১৪.২ শতাংশ খরচ হবে ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে, যার পরিমাণ ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বাজেটের ১৪ শতাংশ খরচ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মোট পরিমাণ ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। বাকি দুই লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা সরকার ঋণ নেবে। যার মধ্যে রয়েছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি, বিভিন্ন ধরনের বন্ড বিক্রি এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া।

বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ ও অনুদান নেবে ৯৫ হাজার কোটি টাকা। এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা কর আদায় করবে। আদায়ের উপায়ের মধ্যে রয়েছে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, আয়কর, সম্পূরক শুল্ক।

১০ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যাংকে থাকলে আবগারি শুল্ক দিতে হবে তিন হাজার টাকা। ৫০ লাখ ১ টাকা থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যাংকে থাকলে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। এক কোটি ১ টাকা থেকে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যাংকে থাকলে আবগারি শুল্ক দিতে হবে ১০ হাজার টাকা। এছাড়া দুই কোটি এক টাকা থেকে পাঁচ কোটি পর্যন্ত টাকা থাকলে আবগারি শুল্ক দিতে হবে ২০ হাজার টাকা।

বিদেশ থেকে আসার সময় একজন ব্যক্তি তার ব্যবহৃত সর্বোচ্চ দুটি ফোন সেট শুল্ক ছাড়া আনতে পারবেন। এর পাশপাশি তিনি একটি নতুন ফোনসেট শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারবেন।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সংসদ সদস্যদের গাড়ি আমদানির ওপর শুল্ক বসানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং আমদানি পর্যায়ে ২৫ শতাংশ ভ্যাট বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করা এবং অপ্রদর্শিত সম্পদ নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে বৈধ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি তার প্লট বা ফ্ল্যাট গোপন করে থাকেন তাহলে তিনি নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে সেটি বৈধ করতে পারবেন। অন্যদিকে, অপ্রদর্শিত টাকার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে সেটি বৈধ করা যাবে। আয়কর ফাইলে দেখানো হয়নি এমন সম্পদকে কালো টাকা বা সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেন অর্থনীতিবিদরা

মোদির সামনে কঠিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তার নেতৃত্বে এনডিএ জোট ২৯৩ আসনে জয় পেয়েছে। জোটগতভাবে প্রাপ্ত আসনের ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। এ জন্য বুধবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের ও মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। নতুন সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মুর্মু। ওই বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা পরে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভা ভেঙে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মুর্মু। তিনি এক্সে এক বার্তায় ১৭তম লোকসভা বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। তিনি লিখেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে ১৭তম লোকসভা ভেঙে দেয়ার জন্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্ট মুর্মু।

প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৮৫ অনুচ্ছেদের ধারা (২)-এর (বি) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ১৭তম লোকসভা ভেঙে দেয়ার আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। মঙ্গলবার ভারতের লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পরদিন পরবর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরবর্তী সরকার গঠনের আগে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে লোকসভা ভেঙে দিয়েছেন তিনি। ফলে শনিবার তৃতীয়বারের মতো শপথ নেয়ার কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এটা সম্পন্ন হলে তিনি হবেন হ্যাটট্রিক প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস নেতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পর তিনি হতে যাচ্ছেন টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি ও ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া। মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আসন পায় ২৮২টি। ২০১৯ সালে পায় ৩০৩ আসন। কিন্তু এবার তা বহুলাংশে কমে ২৪০-এ নেমে আসে। ফলে দল হিসেবে বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হলে একটি দলকে কমপক্ষে ২৭২ আসন পেতে হয়।

সে হিসেবে বিজেপি'র আসন আছে ৩২টি কম। এখন তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করতে হলে তাকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সের (এনডিএ) সদস্যদের জয় করা ৫৩টি আসনের ওপর ভর করতে হবে। এ জন্য মোদির সরকার এককভাবে স্বনির্ভর থাকবে না। তাদেরকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু মোদির নতুন সরকার গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। তারাও সরকার গঠনের চেষ্টায় তৎপর। মোদি শপথ নেয়ার ঘোষণা দিলেও তাদের প্রতিক্রিয়া কি তা জানা যায়নি। তবে এনডিএ বা ইন্ডিয়া- উভয় জোটের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিএস) এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)। এবারের নির্বাচনে তারা পেয়েছেন যথাক্রমে ১৬ ও ১২ আসন। এই দুই দলের মিলে মোট আসন দাঁড়ায় ২৮। এ জন্য তাদেরকে বাগিয়ে নিজেদের জোটে ভেড়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে এ জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বর্ষীয়ান নেতা শারদ পাওয়ারকে। তাছাড়া তো যোগাযোগ অব্যাহত আছেই। যদি ইন্ডিয়া জোট এ দুটি দলকে তাদের দিকে ভেড়াতে পারে তাহলে মোদির এনডিএ জোটের মোট আসন ২৯৩ থেকে কমে দাঁড়াবে ২৬৫। তখন এনডিএ সরকার গঠন করতে পারবে না। তখন ইন্ডিয়া জোটের আসন দাঁড়াবে ২৬৮টি। ফলে তাদের ২৭২ পূরণ করতে বাকি থাকবে ৪টি আসন। তারা অন্য ছোট দলগুলোর কাছ থেকে সেই ৪টি আসন নিয়ে সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখতেই পারে। ভারতে নির্বাচনের পর চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতিশ কুমারকে নিয়ে তাই এত আলোচনা। এ জন্য তাদের দু'জনকে বলা হচ্ছে কিংমেকার। তারা যেদিকে ঝুঁকবেন, সরকার গঠনের সুযোগ তাদের সামনে উন্মুক্ত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপি দাবি করেছে, এই দুই নেতা তাদেরকে লিখিত দিয়েছেন যে, তারা এনডিএ'র সঙ্গেই থাকবেন।

বিজেপি এবার লোকসভা নির্বাচনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী টার্গেট স্থাপন করেছিল। তারা ধরে নিয়েছিল কমপক্ষে ৩৭০ আসনে তারা জিতবে। ফলে তাদের আসন হবে ৪০০+এনডিএ অংশীদাররা। কিন্তু তাদের পেছন থেকে পেরেক মেরে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। এই জোট আগের চেয়ে অনেক ভালো ফল করেছে। তারা মোট ২৩২ আসনে জয় পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতে বিজেপি'র অগ্রযাত্রাকে তারা থামিয়ে দিয়েছে। আমেথিতে বিজেপি'র গুরুত্বপূর্ণ এমপি ও সাবেক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসের কিশোরী লাল শর্মা। অথচ আগের নির্বাচনে এই আসনে স্মৃতি ইরানির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সৌজন্যে: মানবজমিন

মিলিয়ন ডলার চুরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লোপাট নয়, রাষ্ট্রদূতের বাসভবন মেরামতেও ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে চক্রটি। রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট, পররাষ্ট্র দপ্তরে জমা পড়া অভিযোগ, মানবজমিনের সরজমিন ওয়াশিংটনে অনুসন্ধানে অভিযোগগুলোর সত্যতা মিলেছে।

সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি লাগয়ো মেরিল্যান্ডে বেথেসডা হাইবরো এলাকায় থাকা বাংলাদেশ হাউস নির্মাণে। বাড়ির জমিসহ বাজারমূল্য (রিয়েলটর প্রতিষ্ঠান রেডফিন ও জিলোর তথ্য) ৪.২৩ মিলিয়ন থেকে সর্বোচ্চ ৫.১ মিলিয়ন ডলার। বাড়িটি মেরামতেই (কাঠামোগত সংস্কার এবং সৌন্দর্য্য বর্ধনে) বিল দেখানো হয়েছে ৬ মিলিয়ন ডলার। ৬০ কোটি টাকায় সংস্কার করা বাড়িতে এতটাই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে যে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে বাড়িটি উদ্বোধনের কয়েক মাস পর ছাদে ফাটল ধরেছে।

সামান্য বরফ জমলে বা ঝড়বৃষ্টিতে ঘরের বিভিন্ন অংশে পানি প্রবেশ করে। ওই বাড়িতে রাষ্ট্রদূত, তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীরা বসবাস করলেও মান-সম্মান হারানোর ভয়ে কূটনৈতিক পার্টির আয়োজন বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টি সরজমিন দেখে দ্রুত পুনঃসংস্কারের ব্যবস্থা নিতে ঢাকায় দফায় দফায় আর্জি জানাচ্ছেন বর্তমান রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমেদ। ওয়াশিংটনে সিস্টেমেটিক দুর্নীতি নিয়ে রহস্যজনক কারণে শুরু থেকেই লুকোচুরি চলছে। ওয়াশিংটন মিশনের ১ লাখ ৪৬ হাজার ডলার গেল কই? এই শিরোনামে ঘটনার অংশবিশেষ তুলে ধরে গত বছরের মার্চে মানবজমিন একটি রিপোর্ট করেছিল। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্তে তখন ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নাম প্রস্তাব করে একটি ফাইল উঠেছিল। কিন্তু আজ অবধি তদন্তটি হয়নি।

ওয়াকিবহাল সূত্রের দাবি, ওয়াশিংটনের পুকুর চুরির বিস্তৃত তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন অবধি ফাইলটি উঠেছিল। মন্ত্রী বদল হয়েছে, কিন্তু আজও নামেনি ফাইলটি। এটি রহস্যজনক মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকের তথ্য, দূতাবাসের অর্থ গেছে ক্যাসিনোতে: ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ডরমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে বেহাত হওয়া কয়েক লাখ ডলারের (ইমার্জেন্সি তহবিল) একটি বড় অংশ ক্যাসিনোতে গেছে বলে দূতাবাসকে জানিয়েছে আমেরিকান সিটি ব্যাংক। তারা এর প্রমাণ হিসাবে দূতাবাসের একজন কর্মকর্তার এটিএম কার্ডের বিস্তারিত শেয়ার করেছে। আচমকা দূতাবাসের ডরমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন এবং কয়েক মাসের ব্যবধানে অ্যাকাউন্টটি খালি করার বিষয়টি সন্দেহজনক ঠেকে আমেরিকান সিটি ব্যাংকের ম্যানেজার (ভাইস প্রেসিডেন্ট) সাচা খানের কাছে। তিনি চিঠি দিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলামকে বিষয়টি অবহিত করেন। মানবজমিনের হাতে আসা ডকুমেন্ট বলছে, ওয়াশিংটনে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনকারী রাষ্ট্রদূত এম জিয়াউদ্দিনের বিদায় এবং পরবর্তী রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণের মুহূর্তে (ট্রানজিশন পিরিয়ডে) অ্যাকাউটটি খালি করার ঘটনা ঘটে। তখন দূতাবাসের তৎকালীন হেড অব চ্যান্সারি (ডিডিও'র বাড়তি দায়িত্ব) ছিলেন ৩০ ব্যাচের কর্মকর্তা মাহমুদুল ইসলাম। তার স্বাক্ষরে ব্যাংকের হিসাবটি ক্লোজ করা হয়। ২০২১ সালের মার্চে অ্যাকাউন্টটি ক্লোজ হলেও তা নিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দূর না হওয়ায় পরবর্তীতেও দূতাবাসের সঙ্গে চিঠি চালাচালি চলতে থাকে। ওয়াশিংটন দূতাবাস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানাজানির পর রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়। কিন্তু বিষয়টি যাতে কোনো অবস্থাতেই গণমাধ্যমে প্রকাশ না পায় এজন্য অফিসারদের নিয়মিত বিরতিতে ডেকে ব্রিফ করে সম্ভাব্য সব ছিদ্র বন্ধ করা হয়। অনেকটা নীরবেই তথ্যানুসন্ধান শুরু হয় এবং ঘটনার সত্যতা পায় সরকার। দায়িত্বশীলরা জানান, কী অজুহাত দেখিয়ে মোটা অঙ্কের ওই অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে, এর ব্যয় কীভাবে দেখানো হয়েছে? অর্থ উত্তোলনের প্রক্রিয়া এবং কার কার মধ্যে এটি ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছে তা-ও তখন খোঁজা হয়। কিন্তু ততক্ষণে একটি পক্ষ তৎপর হয়ে উঠে সেই অনুসন্ধান বন্ধ করতে।

র‌্যাবের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারির প্রেক্ষিতে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হলে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়। সঙ্গত কারণেই অর্থ লুটের বিষয়টি তখন ছাইছাপা পড়ে যায়। স্মরণ করা যায়, যেকোনো দূতাবাসের আয়-ব্যয়ে একটি অ্যাকাউন্ট থাকে। যাকে মাদার বা মূল অ্যাকাউন্ট বলা হয়। সরকারের অনুমতি নিয়ে বাড়তি অ্যাকাউন্ট খোলা বা বন্ধ করতে হয়। 'সেভিংস ফর ইমার্জেন্সি' ছিল ওয়াশিংটন মিশনের স্বতন্ত্র অ্যাকাউন্ট। যার নাম্বার ছিল সিটি বিজনেস আইএমএমএ-১৫২৮৩৩২১। সূত্রমতে, ২০০৭ সালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর ইমার্জেন্সি ওই হিসাব খোলা হয়েছিল। শুরুতেই এতে জমা হয়েছিল বেশ অর্থ। কিন্তু অনেক দিন এতে লেনদেন না হওয়ায় অ্যাকাউন্টটি 'ডরমেন্ট' অবস্থায় চলে যায়।

নির্মাণ ব্যয় থার্ড পার্টি দিয়ে নিরীক্ষার চেষ্টা সফল হয়নি: রাষ্ট্রদূতের বাড়িটির নির্মাণকাজে কতোটা অনিয়ম হয়েছে তা বুঝতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিরীক্ষার চেষ্টা করেছিলেন একজন রাষ্ট্রদূত। কিন্তু অদৃশ্য শক্তির চাপে এনিয়ে তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। স্থানীয় রিয়েলটরদের বিবেচনায় বাংলাদেশ হাউসে যে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে তার ব্যয় কোনো অবস্থাতেই ৩ মিলিয়নের বেশি হওয়ার কথা নয়। স্মরণ করা যায়, জমির পরিমাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং ইন্টেরিয়র বিচেনায় বিভিন্ন রিয়েলটর প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বাড়িগুলোর ইভালুয়েশন করে দাম নির্ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রিয়েলটর প্রতিষ্ঠান জিলো তাদের ওয়েবসাইটে 4 Highboro Ct, Bethesda, MD 20817, USA (বাংলাদেশ হাউস) বাড়িটির জমিসহ মূল্য দেখিয়েছে ৫.১ মিলিয়ন ডলার। অন্য প্রতিষ্ঠান রেডফিন পুনর্নির্মাণকৃত ওই বাড়িটির জমিসহ মূল্য দেখিয়েছে ৪.২৩ মিলিয়ন ডলার।

তদন্ত ফাইল গায়েব এবং...: ওয়াশিংটনে চুরির তদন্তের ফাইল গায়েবের বিষয়টি অস্বীকার করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রশাসন অনুবিভাগ। দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন, ফাইলটি গায়েব নয় বরং এটি প্রক্রিয়াধীন আছে। গত বছরে নেয়া তদন্তের নীতিগত সিদ্ধান্ত এখনো বহাল রয়েছে জানিয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, নির্বাচনের আগে ফাইলটি উঠেছিলো বলে তা এখন অনেকটাই অকার্যকর। মন্ত্রী পদে পরিবর্তনসহ নানা কারণে পূর্বের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে জানিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি নতুনভাবে উপস্থাপন করে তার মতামত নিয়েই স্পর্শকাতর ওই ঘটনার তদন্ত করতে হবে, এটাই সঙ্গত।

বেজবল মাঠ যখন ক্রিকেট স্টেডিয়াম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু হলো, সেটি ছিল একটি বেজবল মাঠ, এই মাঠ ছিল টেক্সাসের বেজবল দল টেক্সাস এয়ার হগসের হোম ভেন্যু। এটাকে এখন সুদৃশ্য ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ২০২০ সালে আমেরিকান ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ লম্বা সময়ের জন্য এই মাঠ লিজ নিয়ে নেয়।

ইউএসএ ক্রিকেট ২০২১ সালে ঘোষণা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "উচ্চ মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অভাব" এর কারণে মেজর লীগ ক্রিকেটকে ২০২২ থেকে ২০২৩-এ পিছিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই মাঠটিকে দারুণ এক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পরিণত করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচও আয়োজিত হচ্ছে।

৬ তারিখ পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে এবং ৭ তারিখ বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই মাঠে খেলবে।

একই ভাবে গড়ে উঠেছে নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়াম যেখানে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ ও ভারত। এইসব মাঠের বিশেষ ফিচার হচ্ছে ড্রপ ইন পিচ। ড্রপ ইন পিচ মানে যা মাঠ থেকে দূরে প্রস্তুত করা হয় পরে মাঠে কেবল বসিয়ে দেয়া হয়।

অভিবাসী ক্রিকেটারের মেলা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা দুই দলেই কিছু অভিবাসী ক্রিকেটার আছেন, যারা ভারত-পাকিস্তানের মতো দেশ থেকে উত্তর আমেরিকা পাড়ি জমিয়ে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

আলি খান তাদেরই একজন, পাকিস্তানে জন্ম নেয়া এই ফাস্ট বোলার বিশ্বকাপের আগেই বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে বোল্ড আউট করে জানান দিয়েছেন যে এখানে শুধু অংশগ্রহণ করতে আসেননি তারা, জিততে এসেছেন।

আলি খান যখন আমেরিকায় পা রাখেন ক্রিকেট খেলা তার লক্ষ্য ছিল না, এখানে এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে, অন্য সাধারণ প্রবাসীদের মতোই ছিল তার জীবন, মোবাইল মেরামতের দোকানে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

সেখান থেকে আলি খান মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সাথে শিকাগোতে যেতেন ওহাইও থেকে ক্রিকেট খেলতে, সেখান থেকে একবার নজরে আসেন কোর্টনি ওয়ালশের, সেই শুরু। এখন সেই আলি খান বিশ্বকাপ খেলছেন, সাকিব আল হাসানকে বোল্ড করেছেন, সামনে রোহিত শর্মা, ভিরাট কোহলিকে বল করবেন, নিজের সাবেক দেশ পাকিস্তানের বিপক্ষেও খেলা আছে।

এবারের বিশ্বকাপে এমন অনেকেই আছেন যারা নিজের সাবেক দেশের বিপক্ষে খেলবেন যেমন যুক্তরাষ্ট্র দলেই দুজন আছেন যারা ভারতের হয়ে অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ খেলেছেন- হারমিত সিং ও সৌরভ নেত্রাভাল্কার।

কানাডা দলেও আছেন এমন ভারতে জন্ম নিয়েছেন পরে কানাডা এসে ক্রিকেট খেলেছেন। শ্রেয়াস মোভা, দিলপ্রিত বাজওয়া, নাভনিত ঢালিওয়ালদের জন্ম ভারতে। পারগত সিং-তো রঞ্জি ট্রফিও খেলেছেন ২০১৫-২০১৬ সালের দিকে, ২০২৩ সালে এসে কানাডার জাতীয় দলে নাম লিখিয়েছেন।

কানাডার জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাদ বিন জাফরের জন্ম পাকিস্তানে, ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো থেকে পড়ালেখা করা সাদ এখন অলরাউন্ডার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে গোটা চার ওভার বল করে কোনও রান না দেয়ার রেকর্ড সাদের নামে। এছাড়াও অন্য দেশের সাবেক ক্রিকেটাররাও অনেক দেশের হয়ে যোগ দিয়েছেন। যেমন আমেরিকার হয়ে খেলছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার কোরি অ্যান্ডারসন, নামিবিয়ার হয়ে খেলছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার ডেভিড ভিজা।

সহযোগী দেশের বিশ্বকাপ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সহযোগী দেশগুলোর জন্য বিশ্বকাপ বিশেষ কিছু, তাই এবারের এই চার গ্রুপে ১৬ দলের বিশ্বকাপে আছে ৯টি সহযোগী দল।

কানাডা, আমেরিকা, উগান্ডা, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, ওমান, স্কটল্যান্ড, নেপাল, পাপুয়া নিউ গিনি- এই নয়টি দেশের ক্রিকেটারদের জন্যই এটা বড় সুযোগ। বিশ্বকাপের মঞ্চে এই সহযোগী দেশগুলো প্রায়ই চমক দেখায়, যেমন ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি এবং ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিল নেদারল্যান্ডস।

২০২২ এ অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল নামিবিয়া। ওদিকে জিম্বাবুয়ের মতো পূর্ণ সদস্য এবারের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

অস্ট্রেলিয়ার সামনে বিশেষ রেকর্ডের হাতছানি

অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপার মালিক, ২০২৩ সালে জিতেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, এখন লক্ষ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া জিতে গেলে এই দলটি হবে প্রথম ক্রিকেট দল যারা একই সময়ে তিন ফরম্যাটেই বিশ্বের সেরা দলের খেতাব পাবে। অস্ট্রেলিয়া এর আগে ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল কিন্তু একই সাথে তিন ফরম্যাটের ট্রফি ছিল না তখন।

সব টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা মাত্র দুজন

২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল। ২০০৭ থেকে ২০২৪- সব মিলিয়ে নয়টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাত্র দুজন ক্রিকেটার সবগুলো আসরে খেলেছেন। রোহিত শর্মা ও সাকিব আল হাসান, গত রাতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার গা গরমের ম্যাচের মধ্যে দুই দেশের দুই বড় নাম একসাথে দাঁড়িয়ে ছবিও তুলেছেন। রোহিত শর্মা ও সাকিব আল হাসান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসের বেশ কটি রেকর্ডেরও মালিক।

রোহিত শর্মা আছেন শীর্ষ রান সংগ্রাহকের তালিকায়, সাকিব এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক।

আবারো ক্ষমতায় মোদি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগের মতই থাকবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবে না। কেন না বর্তমান সরকারের আমলে ভারত সবচেয়ে বেশি লাভবান। বাংলাদেশে ভারতের এত আধিপত্য আগে কখনো ছিলনা।

ভারতের লোকসাভার ফল প্রকাশ হয় গত মঙ্গলবার । চুড়ান্ত ফলাফেল বিজিবির নেতৃত্বাধীন এনডিআই জোট ২৯৩ আসন পেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ নিশ্চিত করল। তবে সব কটি বুথফেরত জরিপে আভাস দেওয়া হয়েছিল যে এনডিএ জোটের সবচেয়ে বড় দল বিজেপি এককভাবে ৩০০টির বেশি আসন পাবে। সেই ফাফল হয়নি।

হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, মোদি এবার হ্যাটট্রিক করেছেন ঠিকই। কিন্তু পরিসংখ্যান অনুযায়ী তার ভোট কমেছে প্রায় ৯ শতাংশ। ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা শুরুর পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিংয়ে উঠে আসে একটি নাম ‘ধ্রুব রাঠী’। ফেসবুক, এক্সে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিবৃতি ‘নেভার আন্ডারএস্টিমেট দ্য পাওয়ার অব অ্য কমন ম্যান।’ বলা হচ্ছে, ‘বিজেপি সাম্রাজ্যের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছেন’ এই ওয়ান-ম্যান আর্মি।

বাংলাদেশের কি হবে

ভারতের ফলাফলের পর এক বিশ্লেষনে বিবিসি বলেছে, ভারতে গত সপ্তাহে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ), রাজনৈতিক এবং কূটনীতিক সম্পর্ক, তিস্তা ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার একটি দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল ইস্যু , সীমান্ত হত্যা এবং বন্দর এবং ট্রানজিট ইস্যু বাংলাদেশের জন্য বড় ইস্যু। বিশেষ করে ছিটমহল বিনিময়-সহ স্থল সীমান্ত চুক্তি, সড়ক পথে ট্রানজিট, চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়াসহ নানা চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে নানা তর্ক বিতর্ক ছিল বহুদিন থেকে। সীমান্ত হত্যার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই এই সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে মারা গেছেন ৩০জন বাংলাদেশি নাগরিক। ২০২২ সালে সীমান্তে নিহতের সংখ্যা ছিল ২৩ জন। এর মধ্যে ১৬ জনই মারা গিয়েছিলেন বিএসএফের গুলিতে। ২০২১ সালে এই সংখ্যাটা ছিলো ১৭। এছাড়াও সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের অপহরণের খবরও মেলে প্রায়ই।

কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং কূনীতিবিদ হুমায়ুন কবীর ও আমেনা মহসিন সাংবাদিকদের জানান, সবচেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে বাংলাদেশকে সম্মান দেয়া এবং প্রতিবেশী দেশ হিসেবে দেখা।

বাংলাদেশে ভারতে কম করে হলেও ৫০ হাজার নাগরিক কাজ করেন এবং ভারত বাংলাদেশ থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পায়। ভারত থেকে আমদানি করা হয় ১৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কিন্তু ভারত বাংলাদেশ থেকে এক বিলিয়ন ডলারও আমদানি করে না। বরং নতুন নতুন শর্ত বাংলাদেশের অথৃনীতিকে আঘাত করছে। এ ছাড়া কয়েক লাখ বাংলাদেশি ভারতে প্রতি বছর ভ্রমণ করেন। এতেও ভারত উপকৃত হয়। এরপরও সীমান্ত হত্যাসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের সাথে খারাপ আচরণ করে বলে অভিযোগ আছে।

এবারও কট্টরপন্থী দল বিজেপি ক্ষমতায় আসলে কোন পরিবর্তন হবেনা। বিশেষ করে বাংলাদেশে মোদির সমর্থক আদনি গ্রুপকে নতুন নতুন ব্যবসার করার জন্য তদবির করতে পারেন। আদানি গ্রুপ ঝাড়খন্ডে ১৬০০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। বিদ্যুৎ বিক্রি খাতে আদানি বাংলাদেশের সাথে ৭ হাজার কোটি টাকার পাওনা আছে। আদানি বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দরের ব্যবসা করে। বাংলাদেশ থেকে গত ৬ মাসে ৭ হাজার টন পণ্য ভারতের ইন্দারাগান্ধী বিমান বন্দরে গেছে। প্রায় দিই হাজার কিলোমিটার পথ ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশি পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিমানে পাঠানো হচ্ছে। এর এক মাত্র কারন হচ্ছে বাংলাদেশে কাগোর্ সার্ভিস বা বিদেশে ফ্লাইটে পণ্য পাঠানোর খরচ অনেক বেড়েছে। কেন বেড়েছে তা কেউ জানে না। এভাবে সব ব্যবসা একে এক ভারতের হাতে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

বাংলাদেশকে খারাপভাবে উপস্থাপন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। যাকে বারবার গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে তিনি প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আনছেন। বলছেন, মোদি সরকার শেখ হাসিনার মত ভারতের বিরোধী দলকে নির্মুর্ল করতে চাইছে। হাসিনার মত এই অবস।তা হচ্ছে পাকিস্তান এবং রাশিয়ায়। ভারতে কোন গণতন্ত্র থাকবে না। যেমন নেই বাংলাদেশে।

ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী

ধ্রুব রাঠী কোনো রাজনীতিবিদ কিংবা সাংবাদিক নন; একজন ইউটিউবার। গত কয়েক মাসে নরেন্দ্র মোদি ও তার দল বিজেপির কঠোর সমালোচনা করে একের পর এক ভিডিও তৈরি করেছেন তিনি। তার ভিডিও এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে আলজাজিরা, ফ্রান্স ২৪, দ্য ইকনোমিস্ট, টাইম ম্যাগাজিন, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য প্রিন্ট, দ্য ইকনোমিক টাইমসের মতো আন্তর্জাতিক পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছেন তিনি। ধ্রুব রাঠী কোনো রাজনীতিবিদ কিংবা সাংবাদিক নন; একজন ইউটিউবার। গত কয়েক মাসে নরেন্দ্র মোদি ও তার দল বিজেপির কঠোর সমালোচনা করে একের পর এক ভিডিও তৈরি করেছেন তিনি। তার ভিডিও এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে আলজাজিরা, ফ্রান্স ২৪, দ্য ইকনোমিস্ট, টাইম ম্যাগাজিন, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য প্রিন্ট, দ্য ইকনোমিক টাইমসের মতো আন্তর্জাতিক পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছেন তিনি।

একটি গবেষণার বরাতে আলজাজিরা জানিয়েছে, ভারতীয়রা মূলধারার নিউজ চ্যানেলের চাইতেও ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া খবরে বিশ্বাস করে বেশি।

এই পটভূমিতে ইউটিউবে শক্তিশালী উপস্থিতি নিয়ে আসেন ধ্রুব রাঠী। ইউটিউবে তার ২১.৫ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার রয়েছে, যা বিজেপির ইউটিউব চ্যানেলের প্রায় ৪ গুণ। নরেন্দ্র মোদির ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার রয়েছে ২৩ মিলিয়ন ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাবস্ক্রাইবার রয়েছে ৬ মিলিয়ন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জুলাইয়ে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার। সে কারণে প্রধানমন্ত্রীর জন্য চীন সফরও গুরুত্বপূর্ণ। এ সফরকে সামনে রেখে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এখন চীন সফরে রয়েছেন। তার উপস্থিতিতে ৩ জুন বেইজিংয়ে বাংলাদেশ-চীনের রাজনৈতিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর চূড়ান্ত করা হয়েছে।

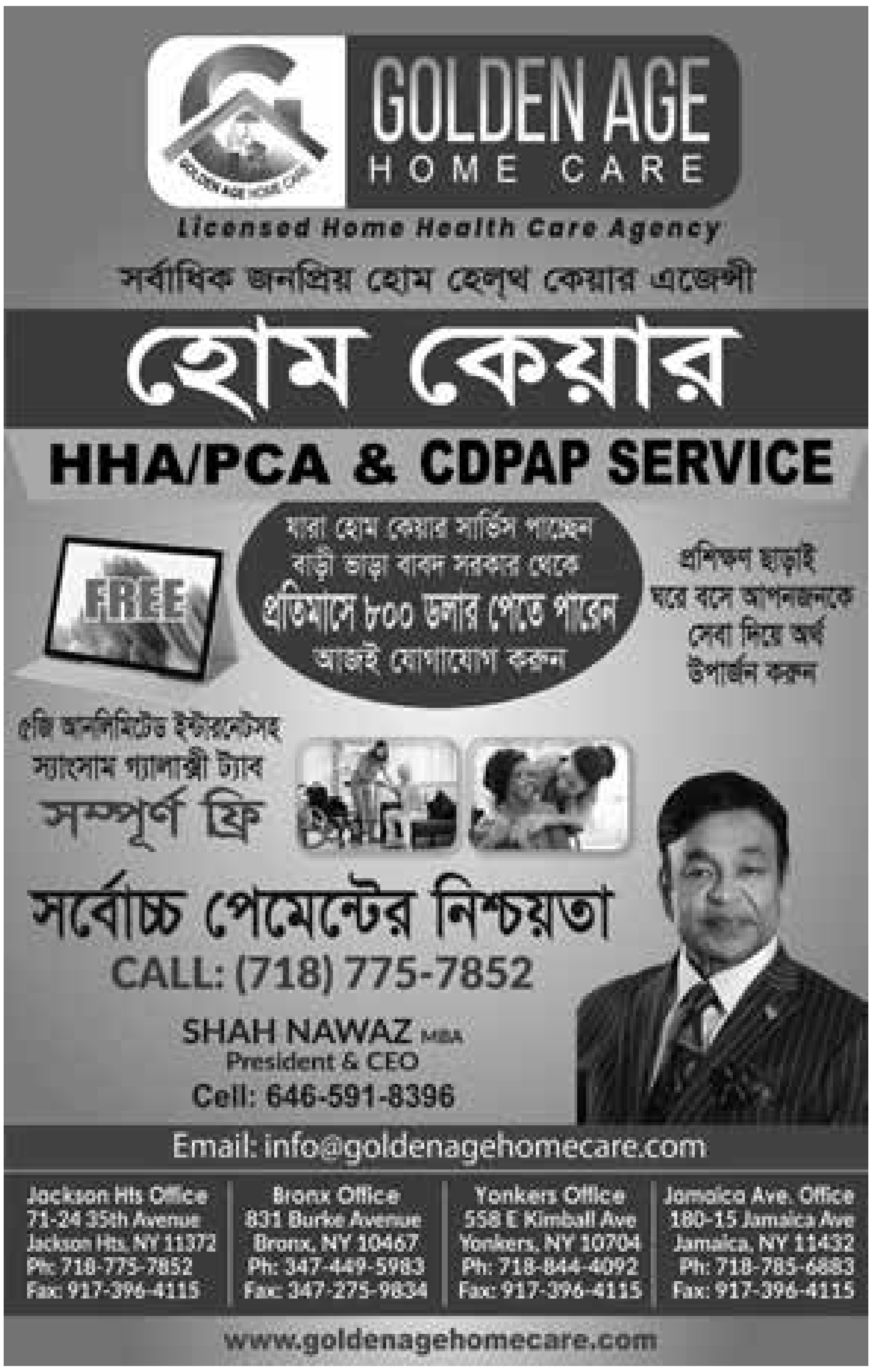

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম উৎস্য বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করুন এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

আ.লীগকে ক্ষমতায় রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বেনজীর: ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের জবাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'আওয়ামী লীগে ওনার নাম ছিল কি না জানি না, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।'

বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী ওলামা দল এই সভার আয়োজন করে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, 'আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি, বেনজীর আমাদের দলের লোক নয়। সিনিয়রিটি মেধা নিয়ে সে আইজিপি হয়েছে। আজিজও আমাদের দলের লোক নয়। সেনাপ্রধান হয়েছে তাঁর যোগ্যতায়, তাঁর সিনিয়রিটি নিয়ে। আমরা তাদের বানাইনি।'

ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্যের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আওয়ামী লীগে ওনার নাম ছিল কি না জানি না। আওয়ামী লীগকে ডিফেন্ড করার জন্য, ক্ষমতায় রাখার জন্য তিনি (বেনজীর) সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। নির্বাচনের সময় তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন যে, সেই সরকারকে ভোট দেবেন, যারা উন্নয়ন করছে, উন্নয়ন করতে যাচ্ছে। আমরা উন্নয়নের পক্ষে আছি।'

বিএনপি মহাসচিব বলেন, তাঁর এই কথাগুলো বলার কথা না, কিন্তু কথাগুলো বলেছে। যত রকম করে পারে বিরোধী দলকে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। বেআইনিভাবে হত্যা করেছে, জুডিশিয়াল কাস্টডিতে হত্যা করেছে, গুম-খুন করেছে এবং মিথ্যা মামলা—গায়েবি মামলা সেই সময় তৈরি সব। বেনজীর সাহেব ছিলেন পুলিশ বাহিনী, র‍্যাবের প্রধান। সব পত্রিকায় যখন তাঁর অপকীর্তি, চুরি-দুর্নীতি বেরিয়ে আসছে, তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব বলছেন, সে কি আওয়ামী লীগ করে?'

খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানানো প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে যা বলল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে আবারও উঠে এল বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। বাংলাদেশকে একটি খ্রিষ্টান দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র এবং দেশে একটি বিদেশি রাষ্ট্রের বিমানঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সেখানে। জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, তিনি জানেন না ঠিক কাদের ইঙ্গিত করে এই মন্তব্য করা হয়েছে। তবে তা যদি যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে করা হয়ে থাকে, তা সত্য নয়।

স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিংয়ে ম্যাথিউ মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি কোনো চাপ ছাড়াই ক্ষমতায় থাকতে পারবেন, যদি তিনি একটি বিদেশি রাষ্ট্রকে (বাংলাদেশে) বিমানঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেন।

প্রশ্নে আরও জানতে চাওয়া হয়, তিনি (শেখ হাসিনা) আরও বলেছেন যে, বাংলাদেশকে আরেকটি পূর্ব তিমুরে পরিণত করার এবং বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি তৈরি করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অংশ নিয়ে একটি খ্রিষ্টান দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারা যেহেতু অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন, আইনের শাসন ও দুর্নীতি দমনের দাবি করছেন, সে ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অনেকগুলো বাণ ছুড়ছেন?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'আমি ঠিক জানি না এই মন্তব্যগুলোতে কাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে যদি যুক্তরাষ্ট্রকে করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব যে, সেগুলো সত্য নয়।' এর আগে, গত ২৩ মে গণভবনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের অংশ ভাড়া দিয়ে বা কারও হাতে তুলে দিয়ে আমি ক্ষমতায় যেতে চাই না, ক্ষমতার দরকার নেই। যদি জনগণ চায় ক্ষমতায় আসব, না হলে আসব না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার ক্ষমতায় আসতে অসুবিধা হবে না, যদি আমি বাংলাদেশে কারও এয়ার বেজ করতে দেই, ঘাঁটি করতে দেই। কোনো এক সাদা চামড়ারই প্রস্তাব। আমি একই জবাব দিয়েছি। আমি স্পষ্ট বলেছি, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে, আমরা যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি, দেশের অংশ ভাড়া দিয়ে বা কারও হাতে তুলে দিয়ে আমি ক্ষমতায় যেতে চাই না, ক্ষমতার দরকার নেই। যদি জনগণ চায় ক্ষমতায় আসব, না হলে আসব না। এই কথাগুলো বললাম, কারণ সকলের জানা উচিত।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই জায়গাটার ওপর অনেকেরই নজর। এ জায়গায় কোনো বিতর্ক নেই, এ নিয়ে কারও কোনো দ্বন্দ্ব নাই। সেটা আমি হতে দিচ্ছি না। এটাও আমার একটা অপরাধ। এখানে এয়ার বেজ করে কার ওপর হামলা করবে? আমাদের সব সময় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, আরও হবে। কিন্তু এটা পাত্তা দেই না, সোজা কথা। দেশের মানুষ আমাদের শক্তি, মানুষ যদি ঠিক থাকে আমরা আছি।'

'দেশটা যে উন্নতি হচ্ছে, এটাও কারও পছন্দ না' উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমরা যে খাদ্য উৎপাদন করি, খোদ এক বড় দেশ বলে ফেলল, এত খাদ্য উৎপাদনের দরকার কী? আমাদের তো যথেষ্ট আছে, আমরা তো দিতে পারি। আমি বললাম, হ্যাঁ ওই আশায় আমি বসে থাকব? আমরা বলেছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলে গিয়েছে, নিজের মাটি মানুষ দিয়ে দেশ গড়ব। আমরা সেটাই করব। নিজেদের মানুষের খাবার এখানেই যতটুকু পারি উৎপাদন করে খাদ্য নিরাপত্তা দেব। আমরা দিয়েছিও সেটা।'

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ.এস.এ জব
৫.এম.টি.এ জব
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)—(শনিবার—বৃহস্পতিবার)—— (স:১০টা - বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট —— রবিবার —— (বি: ২টা - বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট —— মঙ্গলবার —— (দু:১২টা - বি: ২টা)
৪।বেসিক কম্পিউটার —— শনিবার —— (বি:৩ টা - বি: ৫টা)
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স) —— (স: ১০টা - বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

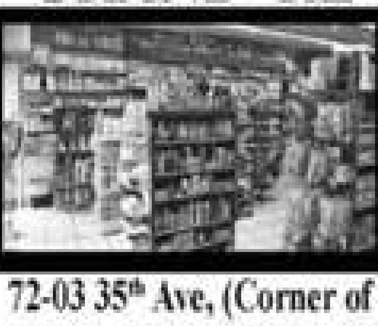

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কে জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যথাযোগ্য মর্যাদায় সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। ৩০ মে বৃহস্পতিবার আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের স্মরণে মিলাদ মাহফিল, দোয়া-মোনাজাত, আলোচনা সভা ও তবারক বিতরণ করা হয়।

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় স্টেট বিএনপির সভাপতি মওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রয়াত এ রাষ্ট্রপতির জীবন-কর্ম নিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ।

তিনি বলেন, বহুজাতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের বিস্ময়কর নেতৃত্বে পঁচাত্তর পরবর্তীতে একদলীয় স্বৈরশাসনের কবল থেকে জাতি মুক্তিলাভ করেছিল। বর্তমানে পুনরায় নব্য স্বৈরাচারের কবলে নিপতিত হয়েছে বাংলাদেশ ও গণতন্ত্র। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আবারো বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার পুনপ্রতিষ্ঠার করতে হবে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ সম্রাট এবং জিল্লুর রহমান জিল্লু। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জসিম উদ্দিন ভিপি।

বিশেষ অতিথির মধ্যে আলোচনায় আরো অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতিন, বিএনপি নেতা কাজী আসাদুল্লাহ, স্টেট বিএনপির সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি মো আরিফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রইচ উদ্দিন, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন এবং সাধারন সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, শাহাদৎ বার্ষিকী-সমাবেশের আহবায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সদস্য সচিব দেওয়ান কাউসার, যুগ্ম আহবায়ক মো আশরাফ হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবীর, সমন্বয়কারী মাইনুল করিম টিপু, যুগ্ম সদস্য সচিব এম এ কাইয়ুম প্রমুখ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো ছিলেন ওয়াহেদ আলী মন্ডল, আনিসুর রহমান, মনির হোসেন, আনোয়ার হোসেন, মীর মশিউর রহমান, এ আর মাহবুব চেয়ারম্যান, জাফর তালুকদার, জিয়াউল হক মিশন প্রমুখ।

স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে আলোচনা সমাবেশের পরই জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তবারক বিতরণ করা হয় হাজারো প্রবাসী ও বিএনপির নেতা-কর্মীগণের মধ্যে।

একইদিন দুপুরে বাংলাদেশ স্ট্রিটে একটি পার্টি হলের সামনে 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র ব্যানারে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া-মোনাজাত ও তবারক বিতরণের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারি টুটুল, মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সদ্যাবিদায়ী সভাপতি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরী, যুবদল নেতা আমানুল্লাহ আমান প্রমুখ।

এছাড়াও প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিএনপি এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে আলাদা কর্মসূচি পালন করেন।

পরিবারকে 'অবৈধভাবে' লাভবান করেছেন ড. ইউনূস

বললেন গ্রামীণ ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্বে থাকা অবস্থায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নিজের পরিবারের লোকজনকে অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ব্যাংকটির প্রধান আইন উপদেষ্টা মাসুদ আখতার।

এছাড়াও সম্প্রতি বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য দিয়ে গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'প্যাথলজিক্যাল লায়ার' বলে আখ্যায়িত করেছেন গ্রামীণ ব্যাংকের এই আইন উপদেষ্টা।

তবে ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন বলছেন, 'গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য ড. ইউনূসের সেক্রিফাইস অনস্বীকার্য। একটি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাকে হেয় করার জন্য এসব অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।'

সম্প্রতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) লিখিত অভিযোগ দিয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ।

অভিযোগে বলা হয়, ড. ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকে থাকাকালীন তিনি তার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান প্যাকেজেস করপোরেশন লিমিটেডকে ব্যাংক থেকে বেআইনিভাবে সাড়ে ৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন। ২ জুন রোববার গ্রামীণ ব্যাংকের এই অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন ড. ইউনূস ও তার আইনজীবী।

সন্ত্রাসী হামলার হুমকি, রেড এলার্ট জারি নিউইয়র্কে

টি-২০ বিশ্বকাপ

উত্তর আমেরিকা অফিস

টি ২০ বিশ্বকাপে সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল চলতি মাসের শুরুতেই। সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার কারণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছিল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। এবার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও।

আগামী ৯ জুন আইজেনহাওয়ার পার্ক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার হাইভোল্টেজ ম্যাচটি। এই ম্যাচকে সামনে রেখে ম্যানহাটনের প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত শহরটিতে ৩ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছেন, ম্যাচগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে কয়েক মাস ধরে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে তার প্রশাসন।

আর এই মুহূর্তে কোনো সন্ত্রাসী হুমকি নেই বলেও জানান তিনি, 'এই সময়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য জননিরাপত্তা হুমকি নেই। আমি নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশকে উপস্থিতি বাড়াতে, উন্নত নজরদারি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া সহ উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত করার নির্দেশ দিয়েছি। জননিরাপত্তা আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং আমরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিরাপদ ও উপভোগ্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

নিউইয়র্কে ঘোষণা করা হয়েছে রেড এলার্ট। নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা হচ্ছে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম।হাজারো নিরপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হচ্ছে। নাসাউ কাউন্টির আইসেনহাওয়ার পার্কে অবস্থিত এই স্টেডিয়াম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চিরুনী বাছাই চলছে। এফবিআই সহ বিভিন্ন আইনশৃংখলা বাহিনীকে রেড এলার্টে রাখা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, ভারত-পকিস্তান ম্যাচ চলাকালে সন্ত্রাসীরা হামলার সুযোগ না পেলে অন্য কোন ম্যাচেও হামলা চালাতে পারে। তাই প্রশাসন সবগুলো ম্যাচেই নিরাপত্তা জোড়দার করছে।

আগামী ৯ জুন ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলাকে টার্গেট করে আইএসআইএস-কে হামলার হুমকি দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার দর্শক এই ম্যাচ দেখার জন্য স্টেডিয়ামে উপস্থিত হবেন। ম্যাচের অধিকাংশ টিকেট ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। এই ম্যাচটির বেশির ভাগ দর্শক থাকবেন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ এশিয়ান প্রবাসীরা।

লং আইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টির পুলিশ কমিশনার প্যাট্রিক জে রাইডার ২৯ মে বুধবার বলেছেন, এটিকে আমরা গ্লোবাল থ্রেট হিসেবে নিয়েছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এই ক্রিকেট উৎসব দেখতে আসবেন। তাদের নিরাপত্তায় ফেডারেল সহায়তাও চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গত এপ্রিল মাসেই এ থ্রেট আমরা পেয়েছি। তা তদন্ত করে দেখছিলাম। আমরা নিশ্চিত হয়েছি, এটি একটি সুনির্দিষ্ট হুমকি। সন্ত্রাসীরা ইতোমধ্যেই হামলার হুমকি দিয়ে অনলাইনে ভিডিও ছেড়েছে। যার নাম দিয়েছে 'দ্যাট লোন উলফ টু অ্যাক্ট'। নাসাউ কাউন্টির চীফ এক্সিকিউটিভ বলেছেন, আমরা গুরুত্বের সাথে বিষয়টি নিয়েছি। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, এফবিআই, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

১ জুন থেকে টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হবে। হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে থাকছে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এশিয়ান-আমেরিকান কৃতি ব্যক্তিত্বদের মিলন মেলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'এসেন্ট: আওয়ার হেরিটেজ আওয়ার পাওয়ার' শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে এস্টোরিয়ার দ্য মিউজিয়াম অফ দ্য মুভিং ইমেজে। আর এতে বসেছিলো এশিয়ান আমেরিকান কৃতি ব্যক্তিত্বদের মিলন মেলা।

এশিয়ান আমেরিকানদের সম্মানে এমন আয়োজনের জন্য স্থানীয় কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান ও কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লী'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

এই আয়োজনে আগামী প্রজন্মের আমেরিকানদের জন্য ছিল শিক্ষনীয় অনেক তথ্য ও উপদেশ। আয়োজন উজ্জল করেছেন গোল্ডম্যান স্যাক্স বিডিসি'র কো সিইও এলেক্স চি, ইউবিএস আমেরিকান এর সিইও নওরীন হাসান, ইউআরএল মিডিয়ার প্রধান মিত্র কালিতাসহ বিখ্যাত সব এশিয়ান আমেরিকান।

এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান বাংলাদেশি হিসেবে একমাত্র আমন্ত্রিত ছিলেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তার সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিলন রহমান ও জেবিটিভি'র সাংবাদিক কলাকুশলিরা।

নিউইয়র্কের স্কুলে স্মার্টফোন নিষিদ্ধের পরিকল্পনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে স্মার্টফোন নিষিদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খুব শিঘ্রই এই সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি হতে পারে। এর আগে গত বছর ফ্লোরিডায় পাবলিক বিদ্যালয়গুলোতে স্মার্টফোন নিষিদ্ধে ঘোষণা করা হয়।

এসব বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অত্যাধিক মাত্রায় স্মার্টফোনের প্রতি আশক্ত হয়ে আছে। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গেইমস নিয়ে সার্বক্ষণিক পড়ে থাকে। এমনটা হলে কি তাদের পক্ষে মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা সম্ভব? নিশ্চই না! তিনি বলেন, এভাবে স্মার্টফোন আশক্তি যেমন শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে তেমনি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই আমরা পরিকল্পনা করছি রাজ্যের স্কুলগুলোতে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করার।

তিনি আরও বলেন, আমরা কেবল ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে তেমন ফোন নিষিদ্ধের কথা ভাবছি। অভিভাবকরা চাইলে বাচ্চাদের নরমাল ফোন দিতে পারবেন। যার মাধ্যমে তারা পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্কুলে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করার বিলটি এই বছরের শেষের দিকে জমা দেওয়া যেতে পারে। আর আগামী বছরের আইনসভা অধিবেশনে ভোটাভুটিতে যেতে পারে এই বিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার শিশু এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে। যার মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা এবং আত্ম-ক্ষতির ঘটনা বেশি। শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং 'ভাইরাল চ্যালেঞ্জে' আসক্ত হয়ে বিপথে যাচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতিতে যদি বিদ্যালয়ে স্মার্টফোন বন্ধ করা যায় এবং বাচ্চাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার থেকে দূরে রাখা যায় তাহলে ঝুঁকি কিছুটা কমবে।

জ্যাকসন হাইটস কিংস ইলেভেন ক্রিকেট ক্লাব গঠন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জ্যাকসন হাইটস কিংস ইলেভেন ক্রিকেট ক্লাব যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বিভিন্ন টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে জ্যাকসন হাইটস কিংস ইলেভেন ক্রিকেট ক্লাব। ইতোমধ্যে ক্লাবটি তাদের দল গঠন করেছে। বুধবার (৫ জুন) রাত আটটার দিকে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় ক্লাবের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়। মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, জ্যাকসন হাইটস কিংস ইলেভেন ক্রিকেট ক্লাব ২০20 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাবের খেলোয়াড়েরা সবাই প্রবাসী বাংলাদেশি। এই ক্লাবের হয়ে খেলতে সম্প্রতি দুইজন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা গিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে ক্লাবের বিস্তারিত তুলে ধরার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের জন্য দোয়া ও সমর্থন কামনা করা হয়। খেলোয়াড় তালিকা রশিদ নেয়াজী (অধিনায়ক), আসিফ ফয়সাল (সহ-অধিনায়ক), হাফিজ মুনম, মো. কবির, জে. এ সনেট, শাহরিয়ার ইমন, মো. সরফরাজ, মশিউর রহমান, আফতাবুজ্জামান শিমুল, শিমুল পাল, আলী ইমরান, ইমন উদ্দিন, মো. আলামীন হোসাইন, মুকতাল আলী, রেফাতুল রাসেল, আলাউদ্দীন রিমু, মো. জিদান তৌহিদ, মো. জিহান তৌহিদ, রেজাউল রাজেল, সিফাত ইসলাম, মো. তারেক ভূঁইয়া ও হুমায়ুন কবির।

সানম্যান মানি ট্রান্সফারে চলছে ‘হ্যাপি ঈদ ক্যাম্পেইন’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে জনপ্রিয় মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস সম্প্রতি ‘হ্যাপি ঈদ ক্যাম্পেইন’ নামে গ্রাহকদের জন্য এক বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গ্রাহকদের সৌজন্যে দেয়া এই অফারে থাকছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কার। সানম্যান গ্লোবাল এ·প্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন এই অফারের বিস্তারিত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানিট্রান্সফার-এর যে কোন ব্রাঞ্চ অথবা এজেন্ট লোকেশনে পত্রিকার কুপন জমা দিলেই ১ হাজার ডলারের উপর ব্যাংক ডিপোজিট, ক্যাশ পিকআপ অথবা মোবাইল ওয়ালেটে (বিকাশ, নগদ) টাকা পাঠালেই গ্রাহকরা পাবেন নিশ্চিত ৫ ডলার ছাড়! ১ থেকে ১২ জুনের ভিতর টাকা র্পের ণকারী ও অনলাইনে ১ হাজার ডলারের উপরে ট্রনজেকশন সম্পন্নকারীদের সকলের মধ্যে লাকি ড্র’এ সৌভাগ্যবান গ্রাহকরা পাবেন সোনার নেকলেস, আইফোন, আইপ্যাড, লেপটপ, গিফ্‌ট কার্ডসহ আকর্ষণী সব পুরস্কার।

উল্লেখ্য, সানম্যান এক্সপ্রেস বর্তমানে ১ ডলার সমান ১২১ (প্রণোদাসহ) গ্রাহকদেরকে দিচ্ছে।

নিউজার্সির প্রাইমারি নির্বাচনে সুব্রত ও লাকীর জয়লাভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ জার্সি রাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন সুব্রত ও লাকী। ৪জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাঁরা আটলান্টিক কাউন্টির ‘ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পার্সন’ পদে জয়ী হয়েছেন।

সুব্রত চৌধুরী বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়ার কচুয়াই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০১২ সালে অভিবাসী হয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য কমিউনিটির সর্বমহলে তিনি বেশ প্রশংসিত ও পুরস্কৃতও হয়েছেন।

লাকী চৌধুরী চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর বাসিন্দা। তিনি ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

মামুনস টিউটোরিয়েলের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি

মা বাবার চাপে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নয় নিজে যা হতে চাও তাই হও। সাফল্যের কোন শেষ নেই। যে জীবন সাফল্য দিয়ে শুরু হয়, তাও থমকে যাতে পারে। আবার থমকে যাওয়া জীবন সাফল্যের মোড় নেবে যদি প্রচেষ্টা চলমান থাকে।

চোখে মুখে স্বপ্ন দেখা একদল মেধাবী কিশোরদের নিয়ে মামুন'স টিউটোরিয়েলের ২০২৪ সালের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথাই বলেছেন। মামুন'স ইউটোরিয়েল থেকে প্রাইভেট শিক্ষা নিয়ে যারা বিশেষায়িত স্কুল ও কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তাদের পদক ও সনদ দিয়ে ভালোবাসা জানিয়েছে মামুন'স টিউটোরয়েল।

২জুন রোববার ব্রংকসের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানান মামুন'স টিউটোরিয়েলের কর্ণধার শেখ আল মামুন এবং ডাঃ নাহিদ খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিপিএ জাকির চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য, নাগরিক সংগঠক মোহাম্মদ এন মজুমদার, ডিটেকটিভ মাসুদুর রহমান, শাহ খালেদ আলী প্রমুখ।

দিমা নেফারতিতি'র পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরান ও গীতা থেকে পাঠ করা হয়। বাজানো হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত।

শেখ আল মামুন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, দেশ থেকে প্রথম আসা অভিবাসীরা সন্তানদের সাফল্যের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেন এ জন্যই সন্তানদের সাফল্য অর্জন সহজ হয়। পাশাপাশি মেধাবী এসব শিশু কিশোরদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এসে ইংরেজি ভালো করে না জানা সত্ত্বেও দ্রুতই তারা নিজ মেধায় এগিয়ে গিয়েছে। এসব সাফল্যের পেছনে সফল শিক্ষার্থীদের বাবা মা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, বাংলা পত্রিকা সপাদক এবং টাইম টিভি সিইও আবু তাহের, বিশেষ অতিথি মিঃ অগাস্টিন মিকা, সুবর্না কামাল, অনিকা তাকমি, মিঃ স্কট, শুভ জ্যোতি রয়, অভীক বড়ুয়া, মুশফিকা মিশি, নাজমুল ইসলাম, ইহান বিন মামুন, লাবিবা চৌধুরী, ফারিয়া আলম, মাসুদ রহমান, জামাল মাহমুদ, মুহাম্মদ এন মজুমদার, জাকির চৌধুরী সিপিএ, শাখাওয়াত আলী, মীর বাশার, ড অগাস্টিন ওগারেলো, মিঃ জি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থিরা মামুন'স টিউটোরিয়েলে তাদের শিক্ষা অর্জনের ব্যক্তগত অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার নয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জনসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তদের মধ্যে 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, ইউএসএ নিউজ অনলাইনের সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম, আবু সাইদসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ডাঃ নাহিদ খানের কণ্ঠে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ডালাসে বান্টের জমকালো বৈশাখের উৎসব সম্পন্ন

জুয়েল সাদত

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ টেক্সাস (বান্ট) আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪৩১ এ ছিল প্রবাসীদের উপচে পড়া ভীড়।

ডালাসের প্লানো অ্যাম্ফিথিয়েটারে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৬ মে শেষ হল ডালাসে বৈশাখের উৎসব। এ মেলায় ৬৫ টিরও বেশি স্থানীয় শিল্পী অংশগ্রহণ করে গান, নাচ, কবিতা ও ফ্যাশন শো দিয়ে দর্শকদের বিনোদিত করেন। ইভেন্টটি ২৬ মে বিকেলে শুরু হয়েছিল এবং রাত ১১ টা পর্যন্ত চলেছিল। প্রথম দিকে ডালাসের শিল্পীরা পরিবেশন করেন মুল অনুষ্ঠান এবং রাত ৯.৩০ এর পর সোলস এর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছিল মুল আকর্ষন। এবার সোলস ব্যান্ডের ৭ সদস্যের নেতৃত্বে ছিলেন পার্থ বড়ুয়া। মেলায় তাদের প্রিয় গান, মানুষ, শুধু মন চাইছে, পরিচয়, দেখা তোমায় বন্ধুর কারনে এবং কোন কারনে নয় - গানটি পরিবেশেন কালে দর্শকরা নেচে আনন্দ প্রকাশ করেন। সোলস একাধারে তাদের সব জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। সোলস ২০০০ এর অধিক দর্শকদের তাদের সাবলীল পরিবেশনায় আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। সোলস এর গান শুনার জন্য সারাদিন বিকেল থেকে রাত অবধি হাজার হাজার দর্শক ছিলেন উপস্থিত।

বৈশাখ উৎসবের আগে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্পনসর এবং বান্ট নির্বাহী কমিটি ২৩শে মার্চ স্থানীয় স্পাইস অফ রিচার্ডসন রেস্তোরাঁয় একটি বিশেষ মিটিং আয়োজন করেছিলেন।

বান্টের এর সদস্যরা অসাধারন করে বাংলাদেশের আদলে বৈশাখের উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরী করেন। বাঙ্গালী কালচার, কৃষ্টি ও নতুন বছরের গ্রামীন পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেন।

২৬ মে মূল অনুষ্ঠান তাসকির আলী খানের নেতৃত্বে বৈশাখী আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভিন্নমাত্রা যোগ করে। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা সবাই উপভোগ করেন। এবারের মেলায় রেকর্ড সংখ্যক ৩০ টিরও বেশি স্টল, ৬ টি রেস্তোরাঁ এবং নানা স্পন্সর কোম্পানী পুরো অনুষ্ঠানটিকে একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যেতে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ।

প্ল্যানো এমপি থিয়েটারে বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে, ২২০০ এরও বেশি স্থানীয় বাসিন্দারা মেলা উপভোগ করেন, স্থানীয় শিল্পী এবং সোলস এর ব্যান্ড সঙ্গীত ছিল বাড়তি আকর্ষন। ডালাস, অস্টিন, হিউস্টন, প্লানো সব সিটির বাংলাদেশীদের উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে । বান্ট বাংলাদেশী ঐতিহ্য কৃষ্টি ধরে রাখা ও বিভিন্ন সেবা মূল কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

বর্তমান কমিটি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আগামীতে 'বান্ট বাংলাদেশ সেন্টার' ও 'বান্ট বাংলা স্কুল' তৈরীর ঘোষনা করে। ২ দিনের বৈশাখের উৎসবের দ্বিতীয় রাত্রে ছিল লেজার শো, এলইডি স্ক্রিন ডিসপ্লে ও রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু সব খাবার উপভোগ করেন দর্শকরা। একই জায়গায় বসে খাওয়া আর একই খোলা জায়গায় দর্শকদের অনুষ্ঠান দেখার মজাই আলাদা ছিল।

ডালাসের স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারহানা নাজ রেজা এবং পুরো বৈশাখী মেলা পরিচালনা করেন সভাপতি সাগর শামসুদ্দোহা, সহ-সভাপতি ফাহিম খান এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ রশিদ লিমন।

বাংলাদেশীদের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী লাইবর

বিশেষ প্রতিনিধি

নানামুখী নির্মাণখাতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে বাণিজ্য ও পার্টনারশীপ সম্প্রসারণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৩৩,০০০ রেজিস্টার্ড সদস্য সম্বলিত আমেরিকার ৪র্থ বৃহত্তম বাণিজ্য সংগঠন লংআইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটর, লাইবর।

সেন্টার ফর এনআরবি'র সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই আগ্রহের কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ ডোরিন স্প্যাগনুওলো ও লাইবর নেতৃবৃন্দ। নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডে সংগঠনের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে সেন্টার ফর এনআরবি'র প্রতিনিধি দলে ছিলেন চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরী, অপ্টিমিষ্ট এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রিয়েলটর মোঃ সামীম আহমদ, কমিউনিটি নেতা লুৎফুর রহমান চৌধুরী, ব্যাংকার ওয়াসেফ চৌধুরী প্রমুখ এবং লাইবরের প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডোরিন স্প্যাগনুওলো, লোবাল বিজনেস কমিটির ভাইস-চেয়ার ড্যানিয়েলা ডিয়াজ, ইভান স্মিথ, লোবাল বিজনেস লিয়াজন, জন এস মোলনার,গ্লোবাল বিজনেস কমিটির সদস্য, সাবেক প্রেসিডেন্ট সুসান হেলসিঞ্জার, সেক্রেটারি-কোষাধ্যক্ষ শান খান, জিনা মারি বেটেনহাউসার, সাবেক প্রেসিডেন্ট, জিসেলা ক্রেজ গ্লোবাল বিজনেস কমিটির সদস্য, ও মালগোরজাটা পারলেউইচ, বাল বিজনেস কমিটির সদস্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

বৈঠকে বাংলাদেশী আমেরিকান ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বর্ধনশীল বাণিজ্য ও সামাজিক অবদানের কথা উল্লেখ করেন লাইবর নেতৃবৃন্দ।

জালালাবাদ ল' সোসাইটির প্রীতি সম্মিলন ৮ জুন

ডেস্ক রিপোর্ট

আসছে ৮ জুন শনিবার বিকেল ৬ টায় জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ -এর আয়োজনে প্রীতি সম্মিলন ২০২৪ নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এর বাংলাদেশ প্লাজার মামা'স পার্টি সেন্টারে (৩৭-১৫-৭৩ স্ট্রীট) অনুষ্ঠিত হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ -এর সভাপতি এডভোকেট এমাদ উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত থাকবেন ডেমোক্রেটিক পার্টির মাননীয় ডিস্ট্রিক লিডার এট লার্জ এর্টর্ণি মঙ্গন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত থাকবেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট -এর এডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ - এর সাবেক সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন।

আলবেনিতে আইন-ট্যাক্স-ফিনান্সের ওপর সেমিনার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের রাজধানী আলবানীতে ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে বাংলাদেশি কমিউনিটি। গোটা নিউইয়র্ক স্টেটের মধ্যে মানুষের বসবাসের জন্য সেরা স্থানের তালিকায় অন্তর্ভূক্তি করায় আলবেনীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশিরাও। ক্রমবর্ধমান এই কমিউনিটির জন্য সেবামূলক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এক ছাতার তলায় আনার উদ্যোগ হিসেবে 'আইন ট্যাক্স এবং ফিন্যান্সের' ওপর আলবেনীতে অনুষ্ঠিত হলো সেমিনার।

১ জুন শনিবার ২৯৫ সেন্ট্রাল এভিনিউর তাজমহল রেস্টুরেন্টে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলে সেমিনারটি। যেখানে অনেক সেবাগ্রহীতা অংশ নেন।

সেমিনারে নিজেদের বক্তব্য অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন—এ্যাটর্নি ব্রুস ফিশার, মাস্টার অব ল মোহম্মদ এন মজুমদার, সিপিএ জাকির চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ইমাম হাসান, মর্টগেজ ব্যাংকার আজাদুল ইসলাম এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্রফেশনাল সুলতানা রহমান।

কেউ একটি বাড়ি কিনতে চাইলে তার ট্যাক্স ফাইল, রিয়েল এস্টেট, মর্টগেইজ, ইন্স্যুরেন্সসহ আইনী সব সহায়তা কিভাবে একই প্লাটফর্ম থেকে গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয় সেমিনারে। স্থানীয়রাও এতে অংশ নেন এবং আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দরকার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। ক্লজ কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
842 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
WE ACCEPT EBT
ria
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave.
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd Fl., Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
077 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave.
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave.
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6546
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave.
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Eid al-Adha
EID MUBARAK
EID Sale
WE ACCEPT EBT & OTC
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 07 - 13, 2024) | Promo Code : PSP76
SALE $3.99/LB Minimum purchase of 10 lb PRECUT ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 89¢/LB Minimum purchase of 10 lb NO CLEAN NO CUT CHICKEN QUATER LEG
SALE $17.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $14.99/EA 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 3 KG KATLA
SALE $2.99/LB 1 KG PANGASH
SALE $2.49/LB 1 KG PUTI
SALE $3.49/LB TILAPIA FILLET
SALE $6.99/EA SIZE 200-300 SAMPAN BRAND POA IQF
SALE 3/$5.00 250 GM SAMPAN BRAND KESKI
SALE 2/$14.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00 200 G SHAHI KACHUR LATI
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 10 LB ROYAL CHEF'S SECRET BASMATI RICE
SALE $25.99/EA 2500 GM RED COW MILK POWDER
SALE 2/$12.99 11.02 LBS JUBILEE WHEAT FLOUR
SALE $16.99/EA 20 LB GOLDEN TEMPLE ATTA
SALE $31.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER CORN OIL
SALE 2/$12.99 200 GM NESCAFE COFFEE
SALE $11.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
SALE $4.99/EA 1 KG MAGGI HOT & SWEET SAUCE
SALE 2/$14.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
PREMIUM SUPERMARKET
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372........................ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS
"MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED &PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

EID Sale
Eid al-Adha
EID MUBARAK
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 07 - 13, 2024) | Promo Code : PSP34
WE ACCEPT EBT & OTC
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
SALE $2.99/LB PRECUT ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 79¢/LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $12.99/EA 3 KG ROHU
SALE $19.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE 3/$5.00 250 GM KESKI SAMPAN BRAND
SALE $10.99/EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $3.99/EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 5 Ltr FUTURA CANOLA OIL
SALE $8.99/EA 3 Ltr FUTURA CANOLA OIL
SALE 2/$13.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 2/$13.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
SALE $22.99/EA 2500 GM RED COW MILK POWDER
SALE 3/$5.00 VINUT JUICE'S ASSORTED VINUT COCONUT WATER
SALE 3/$5.00 439 GM GOYA CHECK PEAS
SALE 3/$5.00 439 GM GOYA RED KIDNEY BEANS
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/$6.99 4 LB KALA CHANA & CHANA DAL
SALE 2/$5.99 400 GM ALI MIA'S LACHCHA SHEMAI
SALE $16.99/EA BAGHABARI SPECIAL PURE GAWA GHEE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

AL HARAMAIN PERFUMES *story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.*

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)

Chairman and Managing Director of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman

Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

সানম্যান এক্সপ্রেস
গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
sunman express
global money transfer
DOWNLOAD
MOBILE APP
BANGLADESH
INDIA
PAKISTAN
NEPAL
সানম্যান
হ্যাপি ঈদ
ক্যাম্পেইন
টাকা পাঠালেই
নিশ্চিত ৫ ডলার ছাড়!
Phone:
$5
CASHBACK
Code: SUNMANEID5
sunman
express
সানম্যান ঈদ ক্যাম্পেইনঃ বিস্তারিত*
সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানিট্রান্সফার -এর যেকোনো ব্রাঞ্চ অথবা এজেন্ট লোকেশনে পত্রিকার কুপন জমা দিলেই ১ হাজার ডলারের উপরে ব্যাংকে ডিপোজিট, ক্যাশ পিকআপ অথবা মোবাইল ওয়ালেটে (বিকাশ, নগদ) টাকা পাঠালেই পাচ্ছেন নিশ্চিত ৫ ডলার ছাড়! ১-১২ জুনের ভিতর জমা দানকারী ও অনলাইনে ১ হাজার ডলারের উপরে ট্রাঞ্জেকশন সম্পন্নকারীদের সকলের মধ্যে লাকি ড্র এর সৌভাগ্যবান গ্রাহকরা পাবেন সোনার নেকলেস, আইফোন, আইপ্যাড, লেপটপ, গিফট কার্ডসহ আকর্ষনীয় সব পুরস্কার।
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্প.
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP.
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
718-505-2224
718-565-5052
DHAKA BANK
UCB
Trust Bank

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
Bhatta Law & Associates
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave. NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

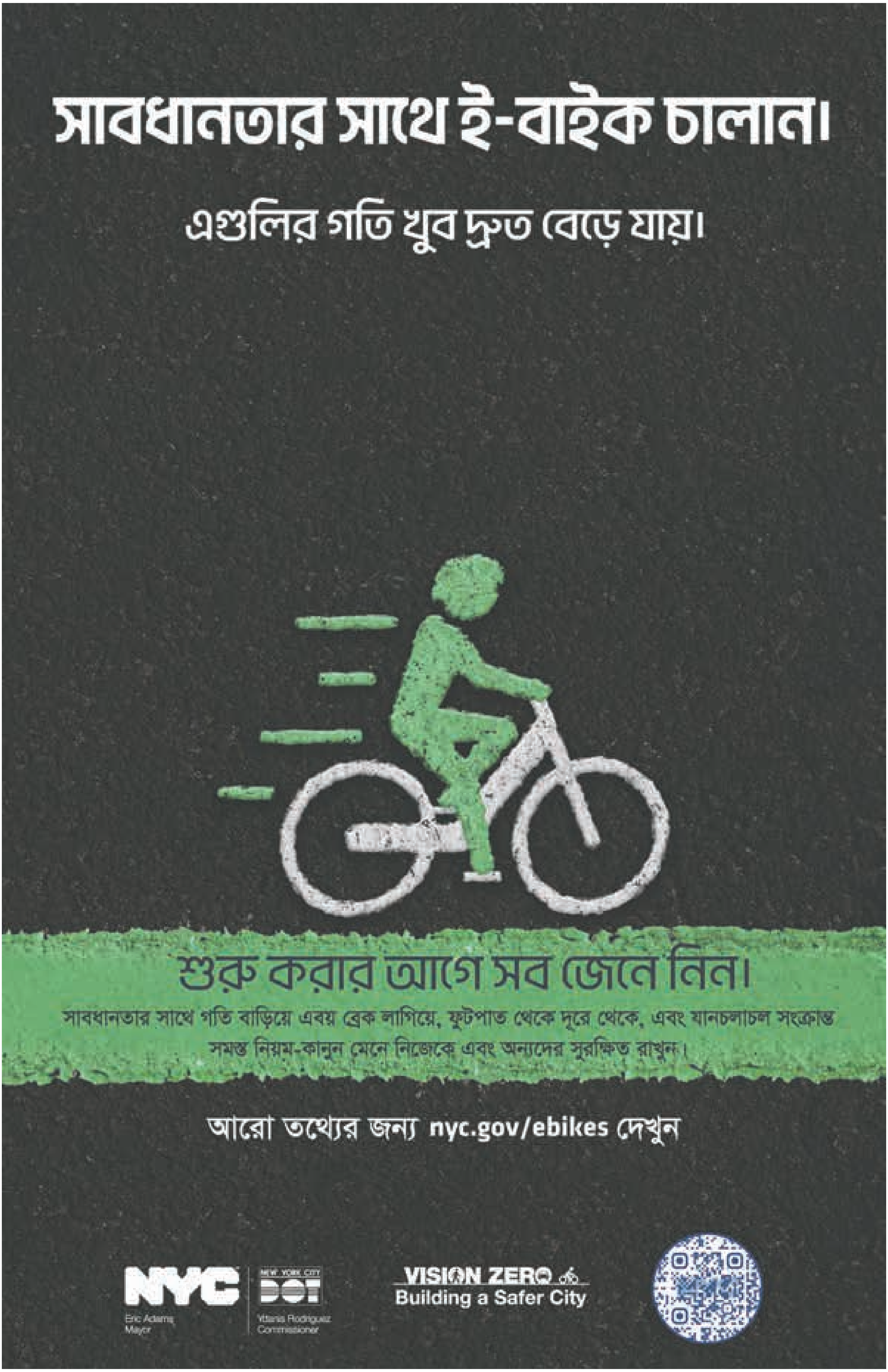
সাবধানতার সাথে ই-বাইক চালান।
এগুলির গতি খুব দ্রুত বেড়ে যায়।
শুরু করার আগে সব জেনে নিন।
সাবধানতার সাথে গতি বাড়িয়ে এবং ব্রেক লাগিয়ে, ফুটপাত থেকে দূরে থেকে, এবং যানচলাচল সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখুন।
আরো তথ্যের জন্য nyc.gov/ebikes দেখুন
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সংবাদ পরিবেশন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মোহাম্মদ আজিজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার' নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার এবং কমিউনিটির পরিচিত মুখ মোহাম্মদ আজিজ।

৪ জুন মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটইসে করা এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একটি পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করে তার ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ এনেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, " নিউইয়র্কের সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। আমি কখনো চিন্তা করিনি এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। কিন্তু আমি ব্যবসায়ীক কারণে সংবাদ সম্মেলনে করতে বাধ্য হয়েছি।"

তিনি বলেন, গত ২৪ মে ২০২৪ তারিখে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম উল্লেখ করে বলেন তাদের' ইউর ড্রিম হোম কেয়ার'কে কারণ দর্শাও নোটিশ শিরোনামে করা সংবাদটি সঠিক নয়। এটিকে তিনি মিথ্যা, বানায়োট, মানহানিকর ও বিভ্রান্তিমূলক বলে উল্লেখ করেছেন।

মোহাম্মদ আজিজ বলেছেন, " এই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদটি আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্মানহানি হয়েছে। তিনি বলেছেন, পরের সপ্তাহে তাঁর নামে আরেকটি মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সেই রিপোর্টে প্রবাসের মাদার সংগঠন হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটিকেও হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আজিজ বলেন, "প্রথম সংবাদের বিষয়বস্তু নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। ঐ সংবাদে মিসবাহ আবদীন ও ফরিদা ইয়াসমীনের করা আমার ও আমার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে এক মামলার বিকৃত বয়ান উপস্থাপন করা হয়েছে। মিসবাহ আবদীন এবং ফরিদা ইয়াসমীন মাননীয় আদালতে যে নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন, তার শুনানীতে মাননীয় আদালত আমাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের দাবি (মিসবাহ- ফরিদা) নাকচ করে দেয়। সেই ডকুমেন্ট আমার কাছে রয়েছে। যা আপনারা চাইলে আমি দিবো। মাননীয় আদালতে সত্যের পক্ষে যে রায় দিয়েছে, তার প্রতি আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধাশীল।" ইতিমধ্যে আইনজীবীর মাধ্যমে নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং মানহানির মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, মিসবাহ আবদীনের কাছ থেকে 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার' ২০২২ সালের ৪ আগস্ট আইনজীবীর মাধ্যমে আমি ক্রয় করি। সেই সময় মিসবাহ আবেদীন আমার কাছে গোপন করে যে, আইআরএস'র কাছে এই প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। পরবর্তীতে আমি তা পরিশোধ করেছি।

গভর্নর হকুলের কনজেশন প্রাইসিং স্থগিত ঘোষণা

রাজুব ভৌমিক

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল ৫জুন বুধবারে শহরের বিতর্কিত কনজেশন প্রাইসিং পরিকল্পনা অনিদির্ষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে যাতে আরও বিশদে বিতর্কিত এ পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করা যায়।

কনজেশন প্রাইসিং পরিকল্পনার অধীনে ম্যানহাটনের ৬০তম স্ট্রিট থেকে শুরু করে ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্টের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এলাকায় প্রবেশকারী গাড়ি চালকদের একটি নির্ধারিত টোল প্রদান করতে হত।

সহজভাবে বললে, ম্যানহাটনের মিডটাউন বা এর নিচে প্রবেশকারী বেশিরভাগ ড্রাইভারকে টোল দিতে হত। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ট্রাফিক জ্যাম কমানো এবং শহরের পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা। কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় গভর্নর হতুল এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়।

পলিটিকোর তথ্য অনুযায়ী, হকুলের এই বিবেচনাটি রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত। নিউইর্য়ক শহরের ডেমোক্র্যাটিক নেতারা কনজেশন প্রাইসিং এর ভবিষ্যত প্রভাব এবং তাদের উদ্বেগ নিয়ে হকুলের সাথে সম্প্রতি আলোচনা করেছেন। তারা হকুলও জানায় যে কনজেশন প্রাইসিং স্থগিত না করলে যুক্তরাষ্ট্রের হাউসের নিকটবর্তী নির্বাচনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

একটি ভিডিও বার্তায় গভর্নর হকুল বলেন, "আমরা জনগণের উদ্বেগকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি এবং তাদের মতামত গ্রহণ করছি। আমরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং কার্যকর পরিকল্পনা তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছি—যাতে সকলের সুবিধা হয়।" রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই স্থগিতাদেশের ফলে কনজেশন প্রাইসিং পরিকল্পনা পুনরায় মূল্যায়নের জন্য নতুন একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি শহরের বাসিন্দাদের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনাটি আরও উন্নত করবে বলে জানা যায়।

ডালাসে ব্যান্টের বৈশাখী মেলায় দর্শক মাতালেন সোলস

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস মাতিয়ে গেলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সোলস ব্যান্ড। ৩০ মে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (ব্যান্ট) এর আয়োজনে ডালাসের প্লানো এম্পিথিয়েটারে বিশাল আয়োজনে বৈশাখী মেলায় সোলস ব্যান্ড তাদের জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে দর্শকশ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন।

স্থানীয় প্রায় ৬৫ জনের অধিক শিল্পী উক্ত মেলায় গান, নৃত্য, কবিতা, ফ্যাশন শোতে অংশ নেন। বিকেলে শুরু হয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় চলে রাত ১১ পর্যন্ত। প্রথম দিকে স্থানীয় ডালাসের শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছিল এবং রাত সাড়ে রাত নটার পর থেকে সোলস তাদের অনুষ্ঠান শুরু করেন। এবারে সোলস ব্যান্ডের ৭ সদস্যদের নেতৃত্ব দেন পার্থ বড়ুয়া। মেলায় তাদের জনপ্রিয় গান মন শুধু মন ছুঁয়েছে, এমন পরিচয়, দেখা হবে বন্ধু কারণে আর অকারণে এমন সবকাল জয়ী গান গেয়ে দর্শকদের উপহার দেন। দর্শকরাও তাদের সাথে নেচে গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন। আগের দিন সন্ধায় স্হানীয় স্পাইস অফ রিচার্ডসন রেস্টুরেন্টে মিট এন্ড গ্রীটে অংশ নিয়ে স্হানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্পন্সর ও ব্যান্ট কার্যকরী কমিটির সম্মাননা গ্রহন করেন।

স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠানে প্রথমে তাসকীর আলী খানের নেতৃত্বে বৈশাখী আনন্দ শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয়। এবার মেলায় রেকর্ড সংখ্যক ৩০ এর অধিক ভেন্ডর, ৬টি রেস্টুরেন্ট এবং স্পন্সর ব্যান্টের প্রতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে একটি ভিন্ন মাত্রায় উপনিত করেন।

এই প্লানো এম পি থিয়েটারে বিগত বেশ কয়েক বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে এবার ২২০০ র অধিক স্থানীয় অধিবাসী মেলা, শিল্পী ও এবং সোলস্ এর ব্যান্ড সংগীত উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য ব্যান্ট এর ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি সাগর শামসুদ্দোহার নেতৃত্বে বিগত পাঁচ মাস যাবত কমিউনিটির দেশীয় কালচার, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন সেবা মূলককার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। কমিটি তাদের 'ব্যান্ট বাংলাদেশ সেন্টার' ও 'ব্যান্ট বাংলা স্কুল' করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। রাতে লেজার শো, এলইডি স্ক্রিনের ডিসপ্লে এবং রেস্টুরেন্ট এর সকল মজাদার খাবার উপস্থিত দর্শকরা মন ভরে আনন্দে উপভোগ করেছেন। একই জায়গায় বসে খাওয়া আর উন্মুক্ত খোলা একই জায়গায় বসে দর্শদের অনুষ্ঠান দেখার আনন্দই ছিল আলাদা।

ডালাসের স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালচারাল সেক্রেটারী ফারহানাজ রেজা এবং সম্পূর্ণ বৈশাখী মেলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সভাপতি সাগর শামসুদ্দোহা, সহ-সভাপতি ফাহিম খান ও সাধারণ সম্পাদক শেখ রশিদ লীমন। ব্যান্টের সভাপতি আগামী বছর বৈশাখী মেলা ১৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষনা দিয়ে কমিউনিটির সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বোস্টনে জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন

ইমা এলিস

সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাই নন তিনি ছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক। তাঁর ঘটনাবহুল কর্মময় জীবনের কারণেই মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর দেশপ্রেম, পরিশ্রমপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তাসহ প্রভৃতি গুণাবলী এদেশের গণমানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০মে বৃহস্পতিবার (৩০ মে) ক্যামব্রিজের দারুল কাবাব রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নিউ ইংল্যান্ড (বোস্টন) বিএনপির নেতারা এসব কথা বলেন। দিবসটি উপলক্ষে দোয়া-মোনাজাতে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সিনিয়র সহসভাপতি সোহরাব এইচ খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক আলী হায়দার মনসুর ও সাংগঠনিক সম্পাদক রাজ্জাক হোসেনের যৌথ সঞ্চালনায় উক্ত দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়ার প্রবর্তিত কালজয়ী দর্শন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও তাঁর অবিনাশী আদর্শে এ দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান আন্দোলন সফল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বেলাল আহমেদ।

প্রধান অতিথি আব্দুল মালেক বলেন, শহীদ জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং তার পরবর্তী দেশ পরিচালনায় দক্ষতা ও সফলতায় কিভাবে জনগণের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন যেকারণে উনার মৃত্যু শোক আজও জাতি কাটিয়ে উঠতে পারে নাই বলে উল্লেখ করেন। তারেক জিয়ার ত্যাগ ও নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

বিএনপির কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট উল্লেখ করে বলেন, বোস্টন প্রবাসী সোহরাব এইচ খান নিউইংল্যান্ড বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিরলস ভাবে জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রত্যেকেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবাসে সংগঠন ও দলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে

এ কমিটিকে নিজেই উক্ত কমিটির অনুমোদন দিয়েছিলেন।

সভায় বিশেষ অতিথি সাবেক এমপি হাসনা জসীম উদ্দিন মওদুদ বলেন, বিএনপিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দল উল্লেখ করে আন্দোলন সংগ্রাম করেই বিএনপি আবারো দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনবে সেই লক্ষে তারেক জিয়ার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে শরিক হওয়ার আহবান জানান।

উপদেষ্টা শাহাদাত সোরওর্দী বলেন, এই বাকশালী শ্বাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কোন বিকল্প নাই তাই অধিক শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পরতে হবে।উপদেষ্টা মোজাম্মেল হোসাইনী তার বক্তব্যে বলেন, শহীদ জিয়ার কর্মময় জীবনের ইতিহাস তুলে ধরেন।

বেলাল আহমেদ বলেন, সময় লাগলেও তারেক জিয়ার নেতৃত্বেই হাসিনার দুঃশাসন থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। সাধারন সম্পদক আলী হায়দার মনসুর নিজেদের ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তার বক্তব্যে।

সহসভাপতি আবুল বশর তারেক জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক রাজ্জাক হোসেন তারেক জিয়ার যেকোন নির্দেশের অপেক্ষায় দল উল্লেখ করে বলেন শত নির্যাতন মামলা হামলার মধ্যেও বিএনপি ছিলো আছে থাকবে এবং গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করবে।

যুগ্ম সম্পাদক চৌধুরী নিশো খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে আন্দোলন ও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে সোহরাব এইচ খান সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন, গত ২৮শে এপ্রিল ইউএসএ'র ১৮টি কমিটির শীর্ষ ৫ সদস্যদের মিটিং এ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন ঘোষণা করেন, ১৮টি কমিটির মধ্যে ২টি কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে যার একটি নিউ ইংল্যান্ড বিএনপি। তিনি নতুনদের যুক্ত করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুন কমিটি গঠনের মত ব্যক্ত করেন। যাতে করে সত্যিকার অর্থেই একটি শক্তিশালী নিউইংল্যান্ড বিএনপি প্রতিষ্ঠা পায় এবং বাংলাদেশে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে কিছুটা মন্থর আন্দোলন পরিস্থিতিকে আরো জোরালো আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের এমন সিদ্ধান্তের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সভায় উপস্থিত উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে ছিলেন রবিউল চৌধুরী ফরহাদ, তারেক আহমেদরুবেন, মাহমুদুর রহমান, পারভেজ চৌধুরী, মাহবুবুল হক ডিউক, মাহাবুবুর রহমান অপু, মুনির রহমান, প্রফেসর আব্দুস সালাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আব্দুল মালেক, প্রধান বক্তা ও বিশেষ অতিথি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, বিশেষ অতিথি ডঃ কায়ছার খান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু জুম ও ফোনে আলোচনায় অংশ নেন।

এছাড়াও আফতাব আহমেদ, আকাতুল্লাহ ইসলাম, মাহবুবে খোদা খোকা, মোঃ সালাউদ্দিন খান ইমন, সৈয়দ সালাম শীলু, মোঃ গোলাম মোস্তফা, সালাউদ্দিন চৌধুরী, মেজর (অব.) রাকিবুল রহমান প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মিশিগানে আগামী ৮ ও ৯ জুন ভ্রাম্যমাণ কনসুলার সার্ভিস

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে আগামী ৮ ও ৯ জুন শনি ও রোববার ভ্রাম্যমাণ কনসুলার সার্ভিস প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ এম্বেসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী, পাসপোর্ট ও ভিসা উইং, মোহাম্মদ আব্দুল হাই মিলটন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, আগামী ৮ ও ৯ জুন শনি ও রোববার তাদের একটি প্রতিনিধি দল মিশিগানের ওয়ারেন সিটিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদেরে কনসুলার সেবা প্রদান করবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ওয়ারেন সিটির ২৩২১১, রায়ান রোডে এ সেবা প্রদান করা হবে।

যেসব বিষয়ে সেবা প্রদান করা হবে সেগুলো হচ্ছে, ১. নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সীল, ২. মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) পুনঃইস্যুর জন্য আবেদন গ্রহণ, ও ৩. দ্বৈত জাতীয়তা প্রশংসাপত্র (ডিএনসি) আবেদন পত্র গ্রহণ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, আশপাশের শহর ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আবেদনকারীরাও এ পরিসেবাগুলো পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

নতুন ওয়েব ফিল্ম 'স্বয়ংবর'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নতুন সংযোজন 'স্বয়ংবর' ওয়েবফিল্মের শুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন পরিচালক তানিম আহমেদ।

'স্বয়ংবর' একটি রোমান্টিক একশন ফিল্ম এবং চলচ্চিত্রটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নায়ক রাজুব ভৌমিক রাজ এবং নায়িকা শিরীন শিলা। এছাড়াও অভিনয় করেন, কচি খন্দকার, শীমান্ত খান, রোজী সিদ্দিকী, ডন, তমাল, পারভেজ সুমন, নওরীন সহ আরো অনেকে।

পরিচালক তানিম আহমেদ বলেন, 'স্বয়ংবর' ছবির কাজ সম্পন্ন করতে পুরো টিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। এই ছবিতে প্রেম, বন্ধুত্ব, এবং একশনের এক সুন্দর কম্বিনেশন দেখতে পাবেন দর্শকরা।

চিত্রনায়িকা শিরীন শিলা বলেন, এক অসাধারণ ওয়েবফিল্মের শুটিং শেষ করেছি। ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একটি স্বয়ংবরের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আমার বিশ্বাস এ ছবির গল্প, সঙ্গীত এবং দৃশ্যায়ন সবই দর্শকদের এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা দিতে প্রস্তুত। আশা করি দর্শকরা আমার কাজকে উপভোগ করবেন এবং চরিত্রটিকে হৃদয়ে স্থান দেবেন।

নায়ক রাজুব ভৌমিক রাজ বলেন, একজন অভিনেতা হিসেবে শুটিং শেষ করার পর আমার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। প্রতিটি দৃশ্যে কাজ করার সময় আমি চরিত্রের গভীরে ডুবে থাকার চেষ্টা করেছি। সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে সমন্বয়টাও ছিল অসাধারণ। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল চ্যালেঞ্জিং কিন্তু একই সঙ্গে আনন্দদায়ক।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটোরিয়েলসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেস্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন patrichai@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

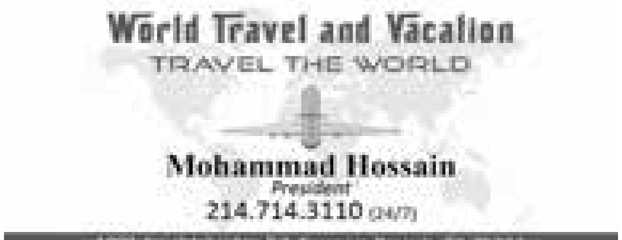

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX
INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR
THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181
MD Tofazzal Hossain 1347-605-0593

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বাড়ি বিক্রয় !

অগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
917-442-8648

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/ স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিষ্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর ! সুখবর !!

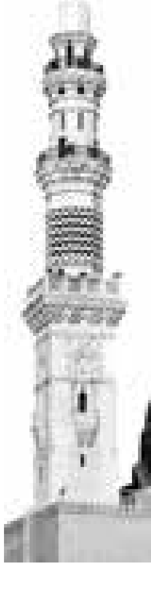

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

নিউজার্সি'তে বাংলা স্কুলের এক অভূতপূর্ব সন্ধ্যা উদযাপন

সোহানা নাজনীন

বেশ কয়েক বছর যাবত নিউজার্সির বাংলা স্কুল (BS) একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস ও পহেলা বৈশাখের মতো অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছে। তবে এবছরে পালিত পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান ছিল দুর্দান্ত একটি আনন্দপূর্ণ অধ্যায়। ১২ মে রোববার সন্ধ্যায় নিউজার্সি'র WICC বাংলা স্কুল (BS) কর্তৃক পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়ে গেল। নাদিরা ফারুক ২০০৮ সালে বাংলা স্কুল(BS) চালু করেন। বাংলা পড়া ও লেখার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও শেখানো হয়। বাংলা স্কুলের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা চর্চার ইতিহাসে এক বিরল প্রতিফলন ঘটান তিনি।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় নাদিরা ফারুকের সূচনা বক্তব্য দিয়ে এবং এতে যোগ দেন বাংলা স্কুলের শিক্ষক- শারমিন সুলতানা শেমু, শারতাজ আশরাফ ঈশিতা, অরিন মুস্তাফিজ এবং ডাঃ শারমিন কাশেম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী সকল সম্প্রদায়ের শিশুরা। সন্ধ্যায় এমসি ছিলেন ঈশিতা ফেরদৌসী এশা ও বিজয় দাস। উদ্বোধনী গান পরিবেশন করেন বাংলা স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক ঈশিতা ফেরদৌসি। এরপর শিক্ষার্থীরা গাইতে থাকে 'এশো হে বৈশাখ'। একুশের কবিতা আবৃত্তি করেছিল বাংলা স্কুলের ৩টি গ্রুপ--এ, বি এবং সি। তাদের বাংলায় কথা বলা এবং গান গাওয়ার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। শুমকুমার রায়ের "গন্ধ বিচর" অবলম্বনে একটি ছোট নাটক উপস্থাপন করা হয়। অভিনীতদের জমকালো পোষাক ছিল সবার নজর কাড়ার মতো চিত্তাকর্ষক। তাদের বাংলা সংলাপ বলার প্রচেষ্টা এবং অভিনয় দর্শকদের থেকে প্রশংসিত হয়েছিল। রাতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা ও কোরিওগ্রাফি করেছেন নন্দিতা দাস। এটি ছিল নৃত্যনাট্যের একটি স্মরণীয়, শ্বাসরুদ্ধকর উপস্থাপনা। শ্রোতারা মুগ্ধ হন এবং তারা দাঁড়িয়ে স্লোগান দেন। সমস্ত নৃত্যনাট্যের ভূমিকা- অর্জুন, কুরুপা, শুরুপা, ম্যাডন এবং শখীদের অভিনয় অসামান্য ছিল। অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিচালনার জন্যে বিশেষ ধন্যবাদের দাবী রাখেন নাদিরা ফারুক, পুরো দল এবং অভিভাবকরা। এছাড়াও মঞ্চ সাজানোর দায়িত্বে ছিলেন শাহানা শামী। দক্ষতার সাথে সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনা করেছিলেন আফজালুর রহমান এবং স্প্রিংভিল সঙ্গীত শিক্ষকরা। অনুষ্ঠানটির সর্বশেষ চমক ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত শাড়ির সাথে "শাড়ি ওয়াক"। নন্দিতা দাসের পরিচালনায় শাড়ি পরিহিত নারীরা পারফর্ম করেন, স্থানেল রঙের সমাহারের শাড়ি একটি নতুনত্ব এনে দিয়েছিল অনুষ্ঠানে। বি,এ,ডি,ভি'র সভাপতি আফরোজ চৌধুরী পাপিয়া সেদিন সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উনার দেয়া বক্তব্য সবার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। মা দিবস উপলক্ষে একটি শাড়ি র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বিজয়ী ৩ জন মা সুন্দর শাড়ি পেয়েছেন।

পরিশেষে কোনরূপ ক্যাটারিং ছাড়াই একটি দুর্দান্ত নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছিল। সব শিক্ষক এবং অভিভাবকরা নিজ হাতে রান্না করে নিয়ে আসেন। সকল স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, অভিভাবক, কোরিওগ্রাফার, মঞ্চ সহকারী এবং সকল অতিথিদের সম্মিলিত অবদানে একটি সফল অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন পত্রিকা 'সাপ্তাহিক খবর'

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন পত্রিকা সাপ্তাহিক খবর। পত্রিকাটির প্রকাশ বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী বেলায়েত হোসেন বেলাল এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ঠ সাংবাদিক ফরিদ আলম। সিটি এডিটর হিসেবে রয়েছেন এসএম সোলায়মান।

৩১মে শুক্রবার কুইন্সের গুলশান ট্যারেসেতে আয়োজিত প্রকাশনা উৎসবে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশক বেলায়েত হোসেন ও সম্পাদক ফরিদ আলম পত্রিকাটিকে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। বেলায়েত হোসেন বেলাল বলেন, দীর্ঘদিনের স্বপ্নের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে সাপ্তাহিক খবর জোড়ালো ভূমিকা পালন করবে। সম্পাদক ফরিদ আলম বলেন, অসত্যের সাথে এই পত্রিকা আপোষ করবে না। দল নিরপেক্ষতায় আমরা কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নতুন এই পত্রিকার প্রকাশনায় কমিউনিটির বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও কর্মরত সাংবাদিকরা ফুল দিয়ে বেলায়েত হোসেন, ফরিদ আলম ও এসএম সোলায়মানকে অভিনন্দিত করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, ঠিকানার সম্পাদক এমএম শাহিন, এমসি টিভি'র সিইও কাজি শামসুল হক, টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, নিউইয়র্ক কাগজের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর মনোয়ারুল ইসলাম, এডিটর আফরোজা ইসলাম, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাইয়িদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান,নবযুগ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন সাগর, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক নিম্মি নাহার, জন্মভুমি সম্পাদক রতন তালুকদার, হক কথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দীন আহমেদ,বাংলাদেশ প্রতিদিনের আবুল কাশেম, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, এএফএম জামান,রিমন ইসলাম, মোস্তফা অনিক রাজ,নাসরাত চৌধুরী, সৌরভ ইমাম, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, মাওলানা রশীদ আহমেদ, তুষার পিক ও জহিরুল ইসলাম।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, নাসির আলী খান পল, আকাশ রহমান, ফাহাদ সোলায়মান, বেবি নাজনীন, খলিলুর রহমান, রকি আলিয়ান,জসিম ভূইইয়া,আমিনুল ইসলাম, কাজি নয়ন, কাজি আজম, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, জে মোল্লা সানি, লায়ন এম জিলানী ও বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

নিউইয়র্কে মসজিদ আল কোবার জন্য চলছে ফান্ড রাইজিং

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় সাউথ জ্যামাইকা ইসলামিক সেন্টার তথা মসজিদ আল কোবা প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ফান্ড সংগ্রহ চলছে। সুদমুক্তভাবে এককালীন নগদে মূল্য পরিশোধের জন্য প্রয়োজন ১.২ মিলিয়ন ডলার। যার তহবিল সংগ্রহের জন্য ২জুন শনিবার জ্যামাইকার হোটেল লিভার্টি ব্যাঙ্কুয়েট হলে ফান্ড রাইজিং ডিনার ইভেন্টের আয়োজন করে মসজিদ আল কোবা পরিচালনা কমিটি।

ডিনার ইভেন্টে মসজিদ আল কোবা পরিচালনা কমিটির সভাপতি কাজী এম আর খান সেলিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকের হোসাইন সুমনের পরিচালনায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এটর্নী মঈন চৌধুরি, ডা. সাদি আলম, ডা. আতাউল গনি, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলি, মিজানুর রহমান, জাহিদ মিন্টু।

জানা গেছে, মুসলিম অধ্যুষিত সাউথ জ্যামাইকার মুসলমানদের চাহিদা ও প্রত্যামা পূরণের লক্ষে মসজিদ আল কোবার জন্য ৫ হাজার বর্গফুট জমির উপর ৩ তলা ভবনটি ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পাদন করেছে মসজিদ পরিচালনা কমিটি।

চুক্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদে বাড়িটির মূল্য পরিশোধ করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মসজিদ কমিটি।

মসজিদ ফান্ড রাইজিং তহবিলে দান করতে পারেন। Email: masjidalkoaba2009@gmail.com।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র আ:লীগের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ডঃ সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ এমপির সাথে ম্যানহাটনে মিলিনিয়াম হোটেলে এক সৌজন্যে সাক্ষাতে মিলিত হন। এর আগে ৩০ মে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.সিদ্দিকুর রহমানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্দেশিত শূন্যস্থান পূরণ পদে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন সে সকল নেতাকর্মীদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি।তারই ধারাবাহিকতায় ৩১মে শুক্রবার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাকর্মীরা।

এসময় ড. হাছান মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমানের ভুয়সী প্রশংসা করেন তিনি সুন্দর সুশৃংখল একটা সভা করার জন্য সকল নেতা কর্মীদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের জন্য কাজ করতে হবে এবং দলের পাশাপাশি মূলধারায় রাজনীতিতে আমাদের নেতা কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে হবে। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাক্তার মাসুদুল হাসান.সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু.সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া (রনেল)সাংগঠনিক সম্পাদক তারিকুল হায়দার চৌধুরী. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল হামিদ, প্রবাসী কল্যান সম্পাদক নাফিকুর রহমান (তুরান)।

কালজয়ী গানে দর্শক মাতাল সোলস

উত্তর আমেরিকা অফিস

জনপ্রিয় ব্যান্ড দল সোলসের গানের সুরে মেতে উঠেছেন মেরী লুইস একাডেমিতে থাকা হলভর্তি দর্শক। স্টেজে পারফর্ম করা সোলস ব্যান্ডের সদস্যরাও একের পর এক জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে মাতিয়ে তুলছেন দর্শকদের। বাংলাদেশের দর্শকনন্দিত ব্যান্ড সোলসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৭৬-২১ ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেস, জ্যামাইকা স্টেটে নিউইয়র্ক-১১৪৩২ মেরী লুইস একাডেমি হলে আয়োজিত কনসার্টে ২ জুন রোববার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ছিল এমনি চিত্র। কানায় কানায় পূর্ণ হলটিতে গানের সুরে–ছন্দে মেতে ওঠা দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিলো বাঁধভাঙ্গা। প্রবাসের মাটিতে নিজ দেশের প্রিয় ব্যান্ড দলের প্যারফর্মন্সে মুগ্ধ ছিলেন শ্রোতারা। ১৯৭৩ সালে সুরেলা নাম পরিবর্তন করে সোলস নামে শুরু হয় ব্যান্ড দলটির যাত্রা। ৫০ বছর ধরে চলমান এ যাত্রায় মুখরিত জীবনে চলার পথে, কেন এই নিঃসঙ্গতা, জকতোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে এমন একের পর এক কালজয়ী গানে যুগের পর যুগ ধরে দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে আসছে জনপ্রিয় এই ব্যান্ড দলটি। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশী মিউজিক ও গ্যালাক্সি মিডিয়া এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট এর আয়োজনে শ্রোতাদের সাথে আয়োজিত এই কনসার্ট টি ছিলো নিউয়র্কের ইতিহাসে সোলসের সবচেয়ে বড় কনসার্ট। শ্রোতাদের ভালোবাসায় মুগ্ধ ব্যান্ড দলটির সদস্যরা কৃতজ্ঞতা জানান দর্শকদের প্রতি। একই সাথে দর্শক ও স্পন্সদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক বদরুদ্দোজা সাগর।

গাজা ইস্যুতে আইসিসির বিরুদ্ধে বিল পাস

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ইস্যুতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা বিল পাস করেছে আমেরিকা। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি পাস হয়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, গাজা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আহ্বান জানিয়েছিলেন আইসিসির প্রসিকিউটর করিম খান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপ নিয়েছে ওয়াশিংটন।

নিষেধাজ্ঞা বিলটি ২৪৭/১৫৫ ভোটে পাস হয়েছে। রিপাবলিকানদের উত্থাপিত বিলটিকে ৪২ ডেমোক্র্যাট সমর্থন দিয়েছেন। কোনো রিপাবলিকানই 'না' ভোট দেননি।

বিলটি আইনে পরিণত করার কোনো পরিকল্পনা নেই ওয়াশিংটনের। এমনকি সিনেটে তোলা হবে না বলে জানা গেছে। তবে গাজা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলের সমালোচনার মধ্যেই এমন পদক্ষেপ ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার অব্যাহত সমর্থনের প্রমাণ।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিলে আমেরিকা এবং ইসরায়েলসহ আইসিসি সদস্য নয় এমন মার্কিন মিত্র দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যদি আইসিসিতে মামলা হয়, তবে সেসব মামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে আইসিসি কর্মকর্তারা আমেরিকায় প্রবেশে বাধার সম্মুখীন হবেন। এ ছাড়া দেশটিতে থাকা তাদের সম্পত্তির লেনদেন সীমিত করা করা হতে পারে।

সবাই এখন আ.লীগ করতে চায়: ড. হাছান মাহমুদ

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্র সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন সবাই এখন আওয়ামীলীগ করতে চায়। কিন্তু আমাদেরকে হিসাব করে নৌকায় যাত্রী উঠাতে হয়। কারণ বেশি যাত্রী উঠলে নৌকা ডুবে যেতে পারে এটাও স্মরণ রাখতে হবে। ৩০ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রবাসীদেরও সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, আজ ৩০ মে বিএনপি দেশ-বিদেশে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুদিবস পালন করছেন। জিয়ার মৃত্যুতে তার পরিবারই বেশি লাভবান হয়েছেন। তা না হলে সোয়া দুই বছর ক্ষমতায় থেকেও তারা জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার করলেন না কেন। নিশ্চয় 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। জিয়া হত্যাকাণ্ডে তার কাছের ও পরিবারের কারো হাত ছিল কি না সে প্রশ্নও তুলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রথম প্রতিবাদ আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাই জানিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, জিয়া হত্যায় তার পরিবার যেভাবে লাভবান হয়েছিল তা নজিরবিহীন। বেগম জিয়া পেয়েছিলেন ৭ একর জমির ওপর বাড়ি ও বিপুল ব্যাংক সুবিধা আর জাতিকে দেখানো জিয়াউর রহমানের ছেঁড়া গেঞ্জি আর ভাঙা সুটকেস থেকে পরে বেরিয়ে এসেছিল বহু জাহাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। তিনি আরও বলেন, গত নির্বাচনের পর বিশ্ব সম্প্রদায় নতুন সরকারকে কী বলে বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে ছিল। এ পর্যন্ত ৮০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এটা দেখে বিএনপি আর কোন কথা বলেন না।

চবি এলামনাই-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন আমেরিকা ইনক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি গত মে ৩০ সন্ধ্যা ৬টায় সম্মানিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই ডঃ হাসান মাহমুদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

নিউ ইর্য়কের ম্যানহাটনের মিলেনিয়াম হোটেলে এই বিশেষ সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, প্রাক্তন সভাপতি ও উপদেষ্টা আবদুল আজিজ নঈমী, উপদেষ্টা কামাল হোসেন মিঠু, সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত, সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল, অর্থ সম্পাদক মাকসুদা খানম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনুপ দাশ, সহ সাধারণ সম্পাদক ফারহানা আক্তার এবং রুদ্রনীল দাশ রুপাই।

আলোচনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই আমেরিকার পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে ড. হাসান মাহমুদকে অবহিত করেন। তারা এসোসিয়েশনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, সদস্যদের কল্যাণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাসী এলামনাইদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং তাদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ড. হাসান মাহমুদ এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন যে, এলামনাইদের এমন সংগঠন সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। এই সাক্ষাতের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন আমেরিকা ইনক তাদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে পারবে এবং প্রবাসী এলামনাইদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। নবনির্বাচিত কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করতে উদ্দীপ্ত এবং ভবিষ্যতে এলামনাইদের কল্যাণে আরও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

১৩ ও ১৪ জুলাই নিউজার্সিতে দক্ষিণ এশীয় থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয় নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছড়িয়ে দিতে হবে। নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ধারণ করেই বহুজাতির আমেরিকায় দক্ষিণ এশীয় যুব প্রজন্ম পূর্বসূরিদের কর্মপ্রয়াসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবে। এ কারণেই সময় এসেছে সর্বক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে বেশি করে সম্পৃক্ত করার।

নিউজার্সিতে অনুষ্ঠেয় সাউথ এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ২ জুন রোববার নিউ ব্রান্সউইক ডাউন টাউনে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে উৎসবে যোগ দেয়া দলগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চ নাটকের পরিচালকরা কথা বলেছেন তাদের নাটকের গল্প ও নির্মাণ নিয়ে।

নিউজার্সিতে সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং এপিক এক্টরস' এর প্রেসিডেন্ট দীপন রয় সংবাদ সম্মেলনে সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি নিউজার্সিতে সাউথ এশীয় নাট্য উৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং বলেন এখন সময় এসেছে মেধাবী নতুন প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব গ্রহণের। প্রায় তিন দশকের ঐতিহ্য ধারণ করে নতুনরা এ কাজে সংযুক্ত হলেই আমেরিকায় দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি তুলে ধারার কাজ ক্রমাগত চলমান থাকবে।

মায়ামী কনসুলেটের দুই দিনের সেবা সম্পন্ন

জুয়েল সাদত

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, মায়ামী গত সপ্তাহান্তে ১-২ জুন (শনিবার-রোববার) ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডো শহরে মোবাইল কনস্যুলার ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা প্রদান করে। এ কনস্যুলার ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় আড়াই শতাধিক সেবাপ্রার্থী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করতে পেরেছেন। এবারের কনস্যুলার ক্যাম্পে প্রথমবারের মত ই-পাসপোর্টের মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হয় এবং ৭৩ জন আবেদনকারী ই-পাসপোর্টের জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান করেন।

ওরলান্ডোর বিভিন্ন শহরের প্রবাসীরা কনসুলেটের সেবা নিতে এসেছিলেন, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে কনসুলেটের সেবা দেয়া হয়। ওরলান্ডোর বোম্বে গ্রীলের বিশাল ভেন্যুতে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত শনিবার ও রোববার সকাল ১০ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত কনসুলেটের সেবা দেয়া হয়। দুতাবাসের ৪ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কনসুলেট জেনারেল ইকবাল আহমদ ও দুতাবাসের সিনিয়র কর্মকর্তা সামাউল খালিদ ছিলেন প্রবাসীদের সহযোগীতায়।

দুতাবাসের ২ দিনের এই ভ্রাম্যমাণ সেবায় ভলান্টিয়ার্স হিসাবে সহযোগীতা করেন রাসেল মিয়া, সগির মিয়া, আনোয়ার হোসেন সেন্টু, নাজিমউল্লা লিটন, ইউনুস হোসেন ও জুয়েল সাদত। ই পাসপোর্ট এর ঘোষনা না থাকলেও সীমিত আকারে ৭৩ জনের বায়োমেট্রিক তথ্য নেয়া হয়। ডুয়েল সিটিজেনের প্রতি প্রবাসীদের আগ্রহ বাড়ছে উল্লেখ করে কনসুলেট জেনারেল ইকবাল আহমদ জানান, মায়ামী দুতাবাস বছরে ২ বার ওরলান্ডোতে, বছরে ২ বার আটলান্টায় অস্থায়ী দুতাবাস পরিচালনা করবে নিয়মিত। এছাড়াও মায়ামী দুতাবাসে যে কোন প্রবাসী আসলে খুব কম সময়ে আমরা সেবা দিয়ে থাকি। তবে দুতাবাসে আসার আগে মায়ামী দুতাবাসের ওয়েব সাইটের সহযোগীতা নিলে কাজ সহজ হয়। Florida.mofa.gov.bd এটাই মায়ামি দুতাবাসের ওয়েব সাইট। সব তথ্য বাংলা ও ইংরেজীতে দেয়া আছে।

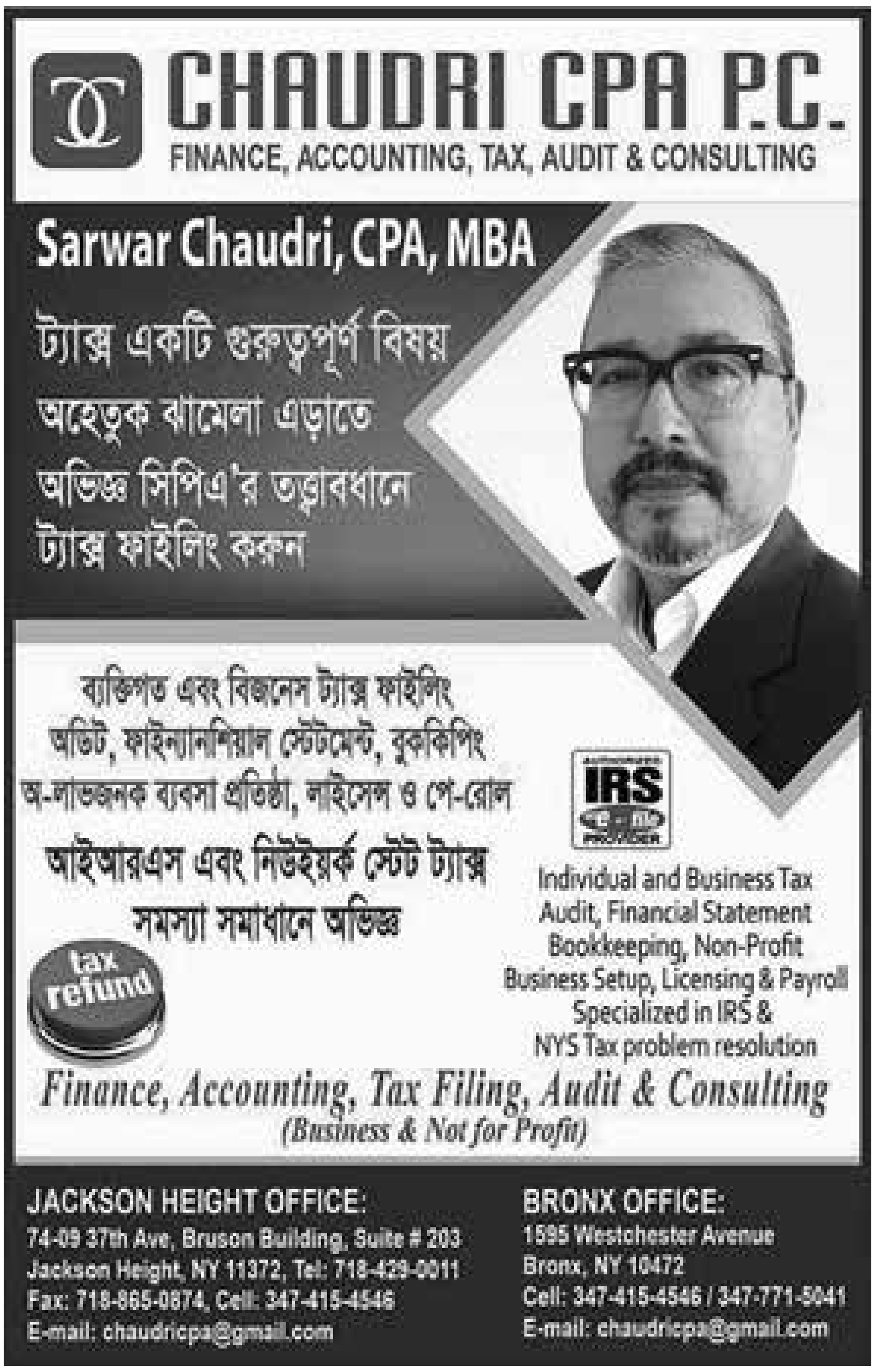

নিউইয়র্কে ‘খবর’-এর ২৫ বছরপূর্তি

উত্তর আমেরিকা অফিস

সত্যের সন্ধানে অবিচল এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ বছর যাবত কমিউনিটির তথা সারা বিশ্বের সবার খবর ছড়িয়ে দিচ্ছে ‘খবর’। গত ২৮ মে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে হয়ে গেল ‘খবর’-এর ২৫ বর্ষপূর্তি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘খবর’ এর প্রকাশক ও সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার। অনুষ্ঠনটি পরিচালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই খবরের প্রতিষ্ঠাতা শিবলী আহমেদ তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ১৯৯৯ সালে প্রথম খবর নিউজ মিডিয়াটি শুরু করি যখন আমি ছাত্র হিসেবে আমার ইউএসএর জীবন শুরু করি। তখন এখনকার মত নিউজ মিডিয়া করা এত সহজ ছিল না। আমি খবর.কম ডোমেইনটি প্রথম নথিভুক্ত করি।

তিনি আরো বলেন, ভেরিসাইন যখন মাল্টিইয়ার ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করে তখন ২০০৪ থেকে অদ্যবদী খবর কমিউনিটির সেবা করে যাচ্ছে।

সম্পাদক মশিউর রহমান বলেন, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ খবর ২৫ বছরে পদার্পণ করলো। এতে নিউইয়র্ক তথা সারা বিশ্বের বহু সাংবাদিকদের সহযোগিতায় আজ খবর এত দূর পথ পাড়ী দিতে পেরেছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা যখন খবর চালু করি তখন অনলাইন নিউজ করা অনেক কঠিন ছিল। এখনের মত এত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হতো না। এক একটি নিউজ অনলাইনে দিতে আধাঘন্টা সময় লেগে যেতো। তবুও আমরা থেমে থাকিনি। আজ ‘খবর’ নিউইয়র্ক নয় সারা বিশ্বে একটি পরিচিত নিউজ পোর্টাল।

সাংবাদিক লাভলু আনসার বলেন, খবরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো সত্য নিউজ সবার কাছে তুলে ধরা। গত ২৫টি বছর আমরা তাই করে এসেছি।

কোন্দলই তাড়া

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতি ইঙ্গিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সরকারে বিরুদ্ধে অপপ্রচার রোধে কাজ করতে হবে সংগঠনের নেতা কর্মীদের। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান, নিজাম চৌধুরীসহ আরো অনেকেই। সমাবেশে বস্টন থেকে নিউইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফ, ওয়াশিংটন ডিসি আওয়ামী লীগের নেতা মাহমুদুন্নবী বাকি, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হুমায়ূন চৌধুরীসহ বিভিন্ন স্টেট ও সিটির নেতৃবৃন্দও অংশ নেন।

বার্বিকিউ, পিকনিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে ৮ জুন। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে সাকিব-শান্তরা। এর আগে অনুশীলন ও বিশ্রামের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন টাইগার ক্রিকেটাররা। তবে এর ফাঁকেই রোববার যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সাকিব-রিয়াদ। মূলত সেখানে একটি মসজিদের নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন তারা। এ সময় সাকিব-মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে ছিলেন তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।

এটি ছিল মূলত ডালাসের টেক্সাসে অবস্থিত অ্যালেন মসজিদের নির্মাণ কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি অনুষ্ঠান। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করে ইসলামি অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যালেন। ধর্মীয় কাজে ক্রিকেটারদের পেয়ে খুশি ছিল আয়োজকরা। এই অনুষ্ঠানের টিকিটের মূল্য ছিল ২০ ডলার। সবমিলিয়ে শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। এখান থেকে সংগৃহীত অর্থ দেয়া হয়েছে মসজিদ নির্মাণের জন্য গঠিত তহবিলে।

এর আগে শনিবার নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছিল শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে। রাতে দেশ সেরা এই অলরাউন্ডারের আমন্ত্রণে তার বাসায় যান ক্রিকেটাররা। সেখানেই টাইগারদের আপ্যায়ন করেন সাকিব-শিশির। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে সেই মুহূর্তের কয়েকটি ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে শুধু ক্রিকেটাররা নয়, দলের কোচরাও গিয়েছিলেন সাকিবের বাসায় নৈশভোজে।

গেল পরশু শুক্রবার প্রকাশিত হওয়া বিসিবির ধারাবাহিক আয়োজন ‘দ্য গ্রিন রেড স্টোরির’ পর্বে ছিলেন সাকিব আল হাসান। সেখানে এক প্রশ্ন ছিল ‘অনেকেই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র সাকিবের ‘সেকেন্ড হোম’ (দ্বিতীয় বাড়ি)। হোম অ্যাডভান্টেজ (ঘরের সুবিধা) কি পাবে দল?’ জবাবে সাকিবও মেনে নিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র তার দ্বিতীয় বাড়ি। কেননা দেশটিতে বেশ কয়েক বছর আগেই ঘাঁটি গেড়েছেন সাকিব পুরো পরিবারসহ। যদিও সাকিব ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বেশির ভাগ সময়ই অবস্থান করেন বাংলাদেশে। তবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের বসবাস যুক্তরাষ্ট্রেই। এছাড়া ছুটি পেলে সাকিবও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রেই।

এদিকে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার নিয়ে দল সাজিয়েছে টাইগাররা। যদিও গেল এক বছর ধরে এরাই এই ফরম্যাটে নিয়মিত মুখ। আর ফলাফলও আসছিল ভালো। তবে সম্প্রতি দলের পারফরম্যান্স খানিকটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং লাইন আপ। বিশ্বকাপের জন্য দেশ ছাড়ার আগে ঘরের মাটিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে জয় পায় বাংলাদেশ।

তবে ব্যাটারদের পারফরম্যান্স ছিল হতশ্রী। বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয় গেল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ দিয়ে। স্বাগতিক দেশটির বিপক্ষে কোনো রকম প্রতিরোধই গড়তে পারেনি প্রথম দুই ম্যাচে তাতেই ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ জিতে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। যদিও শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পেয়েছিল ১০ উইকেটের ব্যবধানে। তাতে খানিকটা আশা দেখালেও ব্যাটাররা আলো ছড়াতে না পারলে শূন্য হাতেই ফিরতে হবে টাইগারদের।

আইসিসির ইতিহাসে এবারই প্রথম ২০ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছে। আসরটি গড়াবে দুটি দেশের। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের ৪টি ম্যাচ খেলবে দুটি দেশে। প্রথম দুটি ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস ও নিউ ইয়র্কে। যেখানে টাইগারদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দুই দল শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এছাড়া গ্রুপ পর্বের শেষ দুটি ম্যাচ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্ট ভিনসেন্ট ও ফ্লোরিডায় মাঠে নামবে শান্তরা।

এই দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে নেদারল্যান্ডসও নেপালকে। তুলনামূলক কম শক্তির দল হলেও একেবারেই খাটো করে দেখার সুযোগ নাই এদের। কেননা গেল বছর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। এছাড়া বর্তমান নেপালেরও সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশকে ভয় ধরানোর। তার সঙ্গে তো রয়েছেই ভ্রমণ ক্লান্তিও। বলতে গেলে এই টুর্নামেন্টের পরের পর্বে যেতে হলে টাইগারদের বেশ চ্যালেঞ্জ পাড়ি দিয়েই যেতে হবে। আর যদি তা করতে পারে শান্তরা। তাহলে এবারের আসরই হবে টাইগারদের সেরা অর্জনের আসর।

সবসময় ইতিবাচক অনুভূতি বহন

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমে যাবে। নিজের ইচ্ছা, আত্মবিশ্বাস এবং সুন্দর চিন্তা-ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা দরকার। জীবন চলার পথে নানা ঘটনায় আমরা হোঁচট খাই, ব্যাথিত হই, কিন্তু আবারো সোজা হয়ে দাড়াবার চেষ্টা করি। এই ঘুরে দাড়াবার শক্তি নিজেকেই যোগাড় করতে হবে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান মানুষটি যদি হতাশায় জর্জরিত থাকেন, হতাশাকে জয় করতে না পারেন তাহলে অন্যকে সাহায্য সম্ভব নয়। যে কাজ আমাকে মানসিক ভাবে শান্তি দেবে, উজ্জীবিত করবে, সেগুলো আমাদের নিয়মিত করা উচিত। কাজগুলো হতে পারে বই পড়া, মুভি দেখা, ভালো বন্ধুর সাথে গল্প করা, বাগান করা, গান শোনা, বিকালে হাটতে বের হওয়া ইত্যাদি।“

মানসিক সুস্থতায় আমাদের আবেগ সম্পর্কে সচেতন থেকে আবেগীয় অনুভূতিগুলিকে স্বাস্থ্যকর এবং বয়স-উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিচালনা ও প্রকাশ করার ক্ষমতা সম্পর্কে নিজ মতামত জানান শায়লা আজীম।

গত ৩০মে বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। শায়লা আজীম ১৯৮৯ সাল থেকে প্রবাসী। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকার পাঁচ শতাধিক বাসার ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কাজ করেছেন। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্যাশন ডিজাইনের কাজ করেন। ২০১১ তে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা জামাইকাতে 'বিয়োন বিউটি' নামে একটি পার্টারশিপ পার্লার শুরু করেন তিনি। ‘হৃদয় রংধনু’ নামে একটি বুটিক শপ ছিল তাঁর। মূলত ১৯৮৬ সালেই তিনি বাংলাদেশে বৈরী পরিবেশ উপেক্ষা করে বিউটি পারলারের ব্যবসা শুরু করেন। কলেজে পড়া অবস্থায় ঢাকার বেইলি রোডে প্রিয়দর্শিনী নামে বিউটি পারলার ছিল শায়লা আজীমের। কলেজে পড়াশোনার সময় থেকেই উপস্থাপনা, খবর পড়াসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন শায়লা আজীম। জীবনের নানা পথ মাড়িয়ে সদা কর্ম উদ্যোগী এ নারী বর্তমানে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ও অটিস্টিক শিশুদের ছয়টা স্কুলের চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। অসহায়,কর্মহীন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি "নাহিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন।" রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ও সমাজকর্মে অবদানের জন্য ২০২০-বছরের সেরা নারী উদ্যোক্তার সম্মাননা পেয়েছেন শায়লা আজীম। অনুষ্ঠানে এসব নিয়েই কথা বলেছেন তিনি।

মে মাস-মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার মাস। আমেরিকানদের জীবনে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে 'মেন্টাল হেলথ আমেরিকা' দ্বারা এটি ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাসটির লক্ষ্য হলো, জনসাধারণকে মানসিক স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা সম্পর্কে শিক্ষিত করা, মানসিক অসুস্থতার সাথে যুক্ত কুসংস্কার কমিয়ে মানসিক অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার এর কাজটি উদযাপন করা।

“আমেরিকানরা মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন সম্পর্কে যতটা সচেতন, আমরা বাঙালিরাও কি ততটাই সচেতন? “ এই প্রশ্নের উত্তরে শায়লা আজীম বলেন, “বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনায় গেলে আমাকে পিছনের কথা বলতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে আমাদের ছোটবেলায় জানতাম না যে মানসিক রোগ বলে কিছু আছে। তখনকার সময়ে ছোট বাচ্চা কিংবা তরুণ বয়সীরা নানান মানসিক অসুস্থতায় ভুগতো। যেমন ছোট বাচ্চা যখন রেগে যেয়ে জেদ ধরতো তখন মা-বাবা বলতেন বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। এগুলো যে মানসিক অস্থিরতার জন্যে হচ্ছে কিংবা এরজন্যে সমাধান দরকার সেই সচেতনতা আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু আমেরিকায় বাবা-মা তাদের সন্তানদের জন্যে বেশ সচেতন। ছোটবেলা থেকেই তারা বাচ্চাদের সব বিষয় নিয়ে সচেতন থাকে। বয়সের সাথে এগুলো ঠিক হয় না, বরং ভবিষ্যতে প্রকট আকার ধারন করে। আমেরিকার সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা জানতে পারছে এই ব্যাপারে।“ তিনি আরো বলেন, “আমাদের মধ্যে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার এখনো রয়ে গেছে। যে সমস্ত বাচ্চারা মনোযোগ বেশী চায় তাদেরকে আমারা সাধারণত কোন আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে যেতে বিব্রত বোধ করি। বিশেষ কোন চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাকে অনেকটা গৃহবন্দী করে পালন করা হত, তাদের কোন সামাজিকতা ছিল না। পরিবার বা সমাজ তাদেরকে সহজে মেনে নিতে কিংবা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করতো। অবশ্যই তাদের জন্যে সহমর্মিতার প্রয়োজন আছে। কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সমালোচনা না করে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেবার মাধ্যমে তাদের সাহস বাড়াতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদেরকে সামাজিক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে পরিবারে এমন চাহিদা সম্পন্ন সদস্য আছে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে, কথার মাধ্যমে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করে আমরা তাদেরকে জরুরী তথ্যগুলো জানাতে পারি।“

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখা নিয়ে এইচ বি রিতা বলেন, “মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা যারা পত্রিকায় লিখি, আমার মনে হয় সেই লেখাগুলো সঠিক ধাপ অনুসারে লেখা হয় না। ধারাবাহিক আকারে না লিখলে জনসাধারনের বুঝতে অসুবিধা হয়। আমরা যদি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একেকটা ক্যাটাগরি হিসাবে ভাগ করে অধ্যায় অনুযায়ী প্রকাশ করি তবে সেটা বাঙালিদের জন্যে বোঝার সুযোগ হবে।“ শায়লা আজীম এ ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করে বলেন, “স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে যেগুলো জানার মূল বিষয়, সেগুলো খন্ড অনুসারে সহজ ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে। আমাদের নিত্য জীবনে একটা সংবাদপত্রের ভুমিকা বিশাল। এই ধরনের পরিবারের কথা, অভিজ্ঞতা, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে লেখালিখির মাধ্যমে প্রচার হতে পারে। বেশ কয়েকটি পত্রিকা ইতোমধ্যে এই বিশেষ শিশুদের পরিবার নিয়ে লেখা শুরু করেছে, এটা খুবই আশার বিষয়। এতে করে আমরা একে অপরকে জানতে পারবো, খোলাখুলি আলাপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবো। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের বিশেষ কোন ধরন নেই, তারা একেকজন একেক ধরনের হয়ে থাকে। আমরা সবাই যদি একে ওপরের সাথে খোলাখুলি আলাপ করতে পারি তাহলে বিশেষ উপকার হবে।”

নাহিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নিয়ে শায়লা আজীম বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, “অনেকদিন ধরে কাজ করলেও সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়নি। ২০১৯ সালের শেষের দিকে আমি নাহিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কাজ অফিশিয়ালি শুরু করি। আমরা প্রত্যেকেই ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে পারি। বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অভাব নেই। একটা সময় বাংলাদেশে রিমোট এলাকায় গর্ভবতী নারী, বিধবা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এদের জন্যে খুব বেশী বড় কোন ফাউন্ডেশন বা প্রতিষ্ঠান ছিলোনা। সেইসব রিমোট এলাকাতে যেসব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু রয়েছে তাদের কোন বিশেষ ধরনের চিকিৎসা ব্যাবস্থা নেই। আমি নিজেও একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানের মা, তাকে ঘিরে আমার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিতে চাই। আর সে জন্যেই নাহিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি।“

একজন নারী উদ্দোক্তা হিসাবে শায়লা আজীমকে প্রশ্ন রাখা, “শুধু নারীর সহযোগীতা-উন্নয়নেই কেন আমরা বেশির ভাগ মানুষ কাজ করে থাকি?” তিনি বলেন, “একজন বেকার পুরুষ কোন না কোন ভাবে উপার্জনের রাস্তা বের করে ফেলে কারণ তাদের মাথায় থাকে পুরো সংসার চালানোর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকে একজন পুরুষ সফল হবার জন্যে ব্যাপক সুযোগ পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নারীরা সংখ্যায় কম, বিশাল সংখ্যায় নারীরা কাজ করছে এমন দেখা যায় না। তবে যুগের সাথে সাথে বর্তমান সচেতনতা বদলে গেছে। লেখাপড়া বা আইডিয়া’র কারনে মেয়েরা আজকাল ঘরে বন্দী হয়ে থাকে না।

তাছাড়া অনেকসময় নারীদের জন্যে পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা থাকে না। অনেক নারীর স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকজন অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। সেই নারী যখন সবার বাঁধা অন্তরায় উপেক্ষা করে তাদের সাহায্য ছাড়াই রাস্তায় নামে তখন সেই নারিকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। একজন উদ্যোগী নারী যখন স্বাবলম্বী হবেন তখন পুরো পরিবারই লাভজনক হবে। অন্য নারীরা তাকে অনুকরণ করে নিজে সফল হতে চাইবে। আমি এইসব নারীদেরকে নিয়েই আশাবাদী। নারী হয়ে নারীদেরকে সমর্থন করা, তাদের সাথে একাত্ম হয়য়ে কাজ করাটাই আমার একমাত্র চিন্তা ভাবনা।“

একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর যত্নে বাবা মা হিসাবে সর্বপ্রথম গ্রহনের বিষয়টা আসে। শিশুটির যত্নে কি কি করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে শায়লা আজীম জানান, “এরকম একটা শিশু যে পরিবারে থাকে সেই পরিবারের সদস্য অনেকটাই উদ্বিগ্ন থাকেন। তবে সময়ের সাথে সাথে আমরা মন মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যমে অনেক সাহসীও হয়েছি। আমার বড় সন্তান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। প্রথম দিকে আমি নিজেও মা হয়ে ব্যাপারটার সাথে নিজেকে মানাতে পারি নাই। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বাবা-মা’দের অনেক চিন্তা-ভাবনা, ত্যাগ, কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শিশুটির যত্নের ব্যাপারে অন্য সবার চাইতে বাবা-মা কে বেশী মনোযোগী হয়ে হয়। এতে করে শিশুটির মধ্যে ভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। আদেরকে আলাদা না করে অন্য সব বাচ্চার মতো সমভাবে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটিকে লালন পালন করা উচিত।“

প্রচলিত ভাবে গৃহিণীদের ভাবা হয় ‘বেকার’ অর্থাৎ অর্থ উপার্জন ছাড়া যেন তাদের কোনো মূল্য নেই সমাজে। সবাই চাকরি যেতে পারেন না নানা কারণে। তারমধ্যে একটি হলো পরিবার, সন্তান, স্বামীর যত্ন। এই যে নিজের জীবনের শখ স্বপ্ন সনদ সব আলমারিতে তালাবদ্ধ রেখে অনেক নারীই পরিবারের সার্বিক যত্ন করছেন, সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে মানুস হিসাবে গড়ে উঠার সমস্ত উপকরণ যোগান দিচ্ছেন। গৃহিণীদেরকে এই ছোট করে দেখা সম্পর্কে শায়লা আজীম বলেন, “গৃহিণীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তাদের জীবনের লম্বা মুল্যবান সময় ব্যায় করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করে তারা সংসারের পিছনে শ্রম ব্যায় করেন। তাদের এই ত্যাগকে ছোট করে না দেখে বিশেষ সম্মান জানানো উচিত।

ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই জনপ্রিয় সম্প্রচার প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

এই গ্রীষ্মে অতিরিক্ত লাইফগার্ড

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবহাওয়া যাই হোক না কেন, আমরা শহরে একটি আনন্দময়, নিরাপদ গ্রীষ্মের নিশ্চয়তা দিতে চাই। এই কারণে, আমরা নিউ ইয়র্কবাসীকে তীব্র তাপ এবং অন্যান্য সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য লাইফগার্ড স্টাফিং সহ সম্প্রসারিত পরিকল্পনার সুসংবাদ নিয়ে মাঠে নামছি। শহরে লাইফগার্ডের জাতীয় ঘাটতি রয়েছে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে সেরা শহরটির একটি সমস্যায় সীমাবদ্ধ নয়, লাইফগার্ডের অভাব মানে সাঁতার কাটার জায়গা কম। আরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসীকে নিয়োগ করতে এবং আমাদের সমুদ্র সৈকতকে আরও বেশি দিন খোলা রাখার জন্য, আমরা শহরের লাইফগার্ডদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নের সাথে চুক্তির কিছু বিধান সংশোধন করার চেষ্টা করছি।আমরা এই সপ্তাহে সংবেদনশীল কিছু আপডেট ঘোষণা করেছি যা আমাদের লাইফগার্ডের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে আপ টু ডেট করবে এবং সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় প্রবিধান এবং শিল্পের মানগুলির সাথে সারিবদ্ধ করবে। এটি আমাদের সমুদ্র সৈকত এবং সাঁতারের জায়গাগুলিকে খোলা রাখতে, আরও সম্পূর্ণ যোগ্য লাইফগার্ড নিয়োগ করতে এবং বিশেষ করে আমাদের বাচ্চাদের এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য সাঁতারুদের নিরাপত্তা বাড়াতে সক্ষম করবে।'

একজন লাইফগার্ড যখন ডিউটিতে থাকে তখনই স্নান এবং সাঁতার কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, লাইফগার্ডরা সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকবে। অ্যাডামস্ বলেন, 'তারা আপনার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবে, কিন্তু আপনাদেরও নিজ দায়িত্বটুকু রক্ষা করা দরকার। সার্ফ অবস্থার জন্য নজর রাখুন, বিশেষ করে রিপ্টাইড সতর্কতা, যেগুলোর ক্ষমতা আছে পাকা সাঁতারুদেরও তাৎক্ষণিকভাবে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার। যদিও সমুদ্র সৈকতে গ্রীষ্মের সেরা জিনিসগুলির মধ্যে একটি, তবে চরম তাপ বিপজ্জনক এবং এমনকি মারাত্মক হতে পারে। আজকের গ্রীষ্মকাল অতীতের মতো নয়। একটি তাপ তরঙ্গ শুধু অস্বস্তিকর চেয়ে বেশি কিছু, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এটি বিপজ্জনক বা এমনকি জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। এই কারণেই নিউ ইয়র্ক সিটি আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে — এবং আমরা চাই সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীও প্রস্তুত থাকুক।'

বাড়িতে তাপের জরুরি অবস্থা রোধ করার সেরা উপায়গুলির মধ্যে একটি হল একটি কার্যকরী এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান থাকা। অ্যাডামস্ বলেন, 'আপনার যদি এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যানের জন্য অর্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে আপনি হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম থেকে সহায়তা পেতে পারেন। এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ এবং যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা জানতে ৩১১ নম্বরে কল করুন বা nyc.gov/311-এ যান। এই বছর, আমাদের শহরে আরও কুলিং সেন্টার যোগ করা হয়েছে, এবং এই সপ্তাহ থেকে, আমাদের একেবারে নতুন "কুল অপশন" ম্যাপটি চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। এই ম্যাপটি আমাদের শহরে উপলব্ধ বিভিন্ন শীতল কেন্দ্র বিকল্পগুলি দেখাবে। এর মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির অফিসিয়াল কুলিং সুবিধার পাশাপাশি অসংখ্য পাবলিক লাইব্রেরি, জাদুঘর এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কেন্দ্র।'

একটি উচ্চ তাপ ইভেন্টের জন্য পরিকল্পনা করা দ্রুত সম্ভব নয়। এটির প্রয়োজনের আগেই সন্ধান করতে হয়, ঠিক যেমন আপনি একটি বিমানে জরুরি প্রস্থান করতে চান। নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য প্রিয়জনেরও শীতল পরিকল্পনা রয়েছে। এটি বিশেষত এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা তীব্র গরমে বেশি সংবেদনশীল, যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, ছোট শিশুদের সঙ্গে পরিবার এবং যাদের অবশ্যই পোষা প্রাণী সঙ্গে বহন করতে হবে। যদিও সমস্ত কেন্দ্রে পরিষেবা পশুদের স্বাগত জানানো হয়, সেখানে প্রতিটি বরোতে পোষ্য-বান্ধব শীতলকরণ কেন্দ্রও রয়েছে, তাই সবাই নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

তারা সকলেই ভণ্ড

দিনা ফেরদৌস

কিছুদিন আগে একটি ভিডিওতে দেখলাম সত্তুর দশকের অভিনেত্রী আনোয়ারা কি সুন্দর করে কেঁদে কেঁদে বলছেন, আল্লাহকে অনেক ভালোবাসি। তিনি আবারও হজ্জে যেতে চান। অপূর্ব এই দৃশ্য। সুবাহানাল্লাহ। আল্লাহকে সকলেই ভালোবাসেন। এই কথাটা যদি ভিডিওতে এসে সাধারণ কেউ বলেন, তো মানুষ পাত্তা না। আনোয়ারা তিনি'ত আর সাধারণ কেউ নন। তিনি একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী। এই কথাটা বলায় আবার ঈমানদারগ মাইন্ড করতে পারেন। কারণ, অভিনেত্রী আনোয়ারা এখন'ত আর অভিনয় করেন না। এখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, আল্লার ঘরে গিয়ে মাফ চেয়েছেন। জীবনে যতই পাপ করা হয়ে থাকে না কেন, সঠিক রাস্তায় এসে একবার মাফ চাইলেই, সব পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় সহজেই।

তো কি বুঝা গেল, যখন যৌবন থাকবে তখন যৌবনের ধর্ম পালন করতে হয়। নাচ, গান, অভিনয় সব করা যায় পুলকিত চিত্তে। এইসব করে খ্যাতি, টাকা সব কামানো যাবে, যৌবন উপভোগ করা যাবে। যখন যৌবন শেষ হবে, তখন হজ্জে গেলেই সারাজীবনের সব পাপ হালাল হয়ে যাবে। আর এইসব দেখে ভণ্ডরাও যখন সমান তালে, সুবাহানাল্লাহ বলে বলে মুখে ফেনা তুলেন, তখন নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরও সব মাফ করে দেন। আসমান থেকে ওহী পড়তে থাকে ঝুড়িঝুড়িয়ে, সব মাফ হয়ে গেছে, সব মাফ হয়ে গেছে বলে। প্রশ্ন থেকেই যায়। নাচ, গান, অভিনয় করা কি পাপ? পাপ করার জন্যে বুঝি যৌবন দান করা হয়েছে। আর পবিত্র স্থান রাখা হয়েছে, সুবিধামতো পাপ টাপ করে, শেষ সময়ে গিয়ে মাফ চাওয়ার জন্যে? তো এতো সুব্যবস্থা করে যদি রাখাই থাকে, তাহলে পাপ/ পাপীদের নিয়ে এতো কথা কেন?

আগামীতে আমাদের নায়িকারা, অপু বিশ্বাস, মাহী, পরীমণিরাও যখন যৌবন শেষ হবে যাবে, মানে কেউ যখন আর তাকাবে না, তারাও তখন হজ্জ্ব যাবেন। ভিডিওতে এসে কান্নাকাটি করে মাফ চেয়ে মানুষদের বুঝাবেন, সরি আল্লাহকে বুঝাবেন যে, তারা ভুল করেছিলেন। তারাও লাফায়ে লাফায়ে বেহেস্তে যা্বেন। তাহলে তাদের পোশাকাদি নিয়ে বা শালীনতা নিয়ে এতো কথা হয় কেন? শরীর-সৌন্দর্য ছাড়া নায়িকা হওয়া যায় নাকি? রাস্তায় যেই মহিলা পাথর ভাঙেন থলথলে, রোদে পোড়া, ঝুলে যাওয়া শরীরের চামড়া নিয়ে, ওইদিকে তো কেউ ফিরে তাকায় না। তাহলে কি বুঝা গেল? শরীর থাকলেই মানুষ- অমানুষ সককেই তাকাবে। শরীর আছে বলেই অপু, পরীরা নায়িকা। সেই শরীর ঢেকে ফেললে আর নায়িকা থাকা যায় নাকি?

ফলে আমাদের নায়িকারা এখন আরও কৌশলী হয়েছেন। শরীর দেখানোর পাশাপাশি ধর্মও দেখান। কথায় কথায়, আলহামদুলিল্লাহ, ইনসায়াল্লাহ, মাশাল্লা বলে ভণ্ড ঈমানদারদের তারাও টেক্কা দেন। এর অর্থ এই নয় তারা ধর্ম প্রমোট করতে আসছেন। তারা আসছেন শরীর দেখাতেই। নিয়ম করে শরীরের যত্ন নেন। নায়িকাদের শালীন হতে হবে বলে আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা কি বুঝাতে চান, বুঝি না । আজ বলবেন, শালীন পোশাক পরতে। কাল বলবেন, হিজাব লাগাতে, পরশু বলবেন পরপুরুষের সাথে গা ঘেঁসে সিনেমা না করতে, তারপর বলবেন, বস্তার ভেতর হান্দায়ে ঘরে বসে থাকতে। টাকা মনে হয় তখন উপরওয়ালা উপর থেকে ফেলবেন কাজকাম না করলেও...

আগেকার নায়িকাদের থেকে এখনকারদের পার্থক্য হলো, আগেকাররা কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ, মাশাল্লা বলতেন না। তখন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কম ছিল। এখন সময় পাল্টেছে। নায়িকারাও বুঝেন, অধার্মিক হওয়া যতোটা না সহজ, এই সমাজে নিজেদের অধার্মিক হিসেবে প্রকাশ করা ততোটাই কঠিন। ফলে এখনকার সব নায়ক / নায়িকা, গায়ক/ গায়িকা কঠোর ধার্মিক। সেদিন গায়ক আলী হাসান এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'যত যাই হোক গান বাজনার টাকা হারাম। যেটা হারাম হারামই, যেটা হালাল হালালই। আমার অটোর বিজনেসের টাকা হালাল। আমি ওই টাকায় আমার বাজার সদাই করি। আর গান বাজনার টাকা দিয়ে তিনতলা বাড়ি বানাচ্ছি'। কথাটা শুনে ঈমানদার'রা খুশি। সত্যিই'ত সে হালাল, হারামের পার্থক্য বুঝে। তাই হারাম রুজি করা হালাল। হারাম রুজি দিয়ে যতোই জনপ্রিয়তা কামাক, যতোই বিলাসিতা করুক না কেন, সে খায় না সেই রুজির টাকা, সুবাহানাল্লাহ।

আজকাল সেক্স ওয়ার্কার'রাও হিজাব পরেন। সম্প্রতি পাকিস্তানি পর্ণ তারকা নাদিয়া আলি একটা টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন,'জেনা করা পাপ, তবে পর্ণ সিনেমায় অভিনয় করাকে আমি পেশার অংশ হিসেবে দেখি'। চোর, বদমাশই, ধর্ষকরাও সুন্নতি দাড়ি রাখেন, সুন্নতি পোশাক পরেন, ধর্ম নিয়ে চার আলিফ লম্বা লেকচার মারেন। মনতুষ্টি নিয়ে ন্যাংটো নাচ, গানের ভিডিও দেখেন। আর নিচে কমেন্টে বলেন, শান্তির ধর্মের দাওয়াত দিয়ে গেলাম। দাওয়াতের জন্যে বা হেদায়তের লেকচার দেয়ার জন্যে আগে ন্যাংটো নাচের ভিডিও দেখা সুন্নত।

যারা নিজেদের ধার্মিক বলে দাবী করবে, তারাই আবার ঈশ্বরকে সুন্দরী নায়িকাদের লোভ দেখান। গালি দিয়ে নায়িকাদের বলেন; মরলে টের পাবে, ধর্মের দিকে আসো। দুনিয়ার এতো এতো মানুষ ধর্ম পালন করে, ওতে ঈশ্বরের হয় না। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্যে শাহরুক খানের মেয়েকে দিয়ে, সাইফ আলী খানের মেয়েকে দিয়ে ধর্ম পালন করাতে হবে। যার দাদী(সাইফ আলী খানের মা শর্মীলা ঠাকুর) ৬০ এর দশকে বিকিনি পরে ফিল্মে শর্ট দিয়েছেন। তার নাতনী ২০২৪শে এসে হিজাব লাগিয়ে তসবিহ পাঠ করবে বলে যারা মনে করেন, তারাই আসল ভণ্ড। মরলে টের পাবে বলে ভয় দেখানো ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনলে মনে হবে এরা সকলে দেখে আসছে মরার পরে কি হয়। হুজুররাও আজকাল আর ওয়াজে মরার পর আপেল, আঙ্গুর খাওয়ার লোভ দেখান না। আজকাল প্রায় সব জায়গার বাজারেই সুলভ মূল্যে আঙ্গুর, আপেল পাওয়া যায়। এখন হুজুররা ওয়াজ দেন কোন পজিশনে স্ত্রী সহবত করা হালাল, কিভাবে কুমারী মেয়ে চেনা যায়, কুমারী মেয়ে পেতে হলে কিভাবে নারী জাতিদের টাইট দিইয়ে রাখতে হয় বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে। নারীদের ইনটেক শরীর নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। এদের দর্শক সব পুরুষ। তাদের তশ আর সয় না। সারারাত জেগে হিন্দি গানের সুরে জিকির, সাথে পাগলা ডেন্স আর পর্ণ সিনেমার আরাম নিয়ে ওয়াজ শুনার যদি ব্যবস্থা থাকে, তো আর কি লাগে।

এইসব ভণ্ডামি করার ফলে কি হয় জানেন? ধর্মকে একটা খেলায় পরিণত করা হয়। যারা মনে করেন, উলঙ্গ নৃত্যের সাথে সুবাহানাল্লাহ বললেই নায়িকা ভালো, ৫ফিট দাড়ির সাথে ৬ফিট লম্বা হিন্দি গানের সুরে জিকির শুনেই (এইদিকে বলা হয়, গান বাজনা হারাম। কিন্তু একটা গান ভালো করে কয়েকবার না শুনে কিভাবে হুজুররা সুর এতো নিপুণভাবে আয়ত্ত করেন, বোধগম্য হয় না) আমিন আমিন করলে সব হালাল হয়ে যায়, এরা সকলেই সমান ভণ্ড। লেখাটার উদ্দেশ্য নয় মানুষের পাপ-পূর্ণকে বিচার করা কিংবা হারাম হালাল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা।লেখাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ,মানুষের ভণ্ডামিকে তোলে ধরা। যেখানে সকলেই ভণ্ড, সেখানে কেউ কাউকে বাছবিচারের সুযোগ নেই।

প্রতিযোগিতা: সুস্থ না অসুস্থ

আবদুল্লাহ জোয়ারদার

বাংলাদেশে দুই দশক হলো মানুষের মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা চিন্তিত। কিন্তু যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তাঁরা এটাকে স্বাভাবিক মনে করছেন। এ ধরনের কিছু প্রবণতা নিয়ে এই লেখা।

১. একজন সাধারণ মানুষ ৫ লাখ টাকা ঋণ নিতে গেলে অনেক ধরনের কাগজপত্র চায় ব্যাংক। একজন চাষি ৫ হাজার টাকা ঋণ নিতে চাইলে তাঁকেও অনেক ঝক্কিঝামেলায় পড়তে হয়। এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু কেনার পর কোনো কারণে দু-এক কিস্তি দিতে না পারলে গরু বা ঘরের চালার টিন খুলে নিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রায়ই সংবাদ ছাপা হয়। কিছু লোক শত শত কোটি টাকা ঋণ নিলেও তাঁদের কিছু হয় না। সমাজে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পান। সবাই তাঁকে মান্য করেন। পাজেরো গাড়ি হাঁকান। যেমন সিলেটে এক উপজেলা চেয়ারম্যানের পাঁচ বছর আগে কোনো ঋণ না থাকলেও এখন তিনি ১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা ঋণী।

কীভাবে একজন পাঁচ বছরে এত টাকা ঋণ পেলেন? কার চেয়ে কে বেশি ঋণ নিতে পারেন, তারও প্রতিযোগিতা চলছে যেন। ফেনীর মফস্বল এলাকার এক স্বর্ণকার ব্যাংক থেকে ৮২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে অনেকের কোনো ঋণের দরকার নেই, তবু তাঁদের ডেকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ব্যাংকের পরিচিত লোকজন। কেউ কেউ নিলেও অনেকে নেননি তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে।

পাঁচ বছরে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর সম্পদ বৃদ্ধির হার ৪,২০০ শতাংশ। আবার ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের নজরুল ইসলামের সম্পদের যে বিবরণ আজকের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তা এলাকার মানুষকে বিস্মিত করেছে। তিনি ছিলেন অফিস সহকারী।

পরে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক হন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে হন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাঁর সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। তৃতীয় শ্রেণির একজন কর্মচারী কীভাবে এত সম্পদের মালিক হলেন! পৌর শহরে তাঁর ১৫ শতাংশ জমির ওপর বিলাসবহুল বাড়ি। শুধু ওই বাড়ির মূল্য দেড় কোটি টাকা। কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর পাঁচ বছরে সম্পদ বেড়েছে ১০,৯০০ শতাংশ। স্বাস্থ্য বিভাগের মালেক ড্রাইভারের সম্পদের কথা তো আমাদের জানা। এ রকম উদাহরণ ভূরি ভূরি।

২. রাজধানীবাসীর সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়; বিশেষ করে সন্তানদের মায়েদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা বেশি। সন্তানকে ভিকারুননিসা নূন বা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি করানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। কারণ, এসব স্কুলে ভর্তি করানো না গেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেন মা-বাবা! সব গেল গেল বলে জিগির তোলেন। তাঁদের কথা, সন্তানদের এই দুই স্কুলে অবশ্যই ভর্তি করাতে হবে। তা না হলে সমাজে 'স্ট্যাটাস' থাকে না। প্রতিবেশী ভাবির কাছে মুখরক্ষা হয় না। তাই অনেকে সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য ওই সব স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাছে দৌড়ঝাঁপ করেন।

> স্বাধীনতার ৫২ বছর পর যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন আমাদের অর্জন যেমন আছে, তেমনি ব্যর্থতাও কম নয়। সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা—আমরা এখন নীতিনৈতিকতার ধার ধারছি না। সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সবখানে চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা।

ওই সব স্কুলের শিক্ষকেরা যেসব জায়গায় কোচিং সেন্টার খুলেছেন, সেখানে কোচিং করান। থাকেন মিরপুরে, কিন্তু সন্তানকে পড়ান বেইলি রোডের ভিকারুননিসা নূন স্কুলে। এবার বুঝুন, মিরপুর থেকে আসা-যাওয়ার জন্য কত অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু আমি এমন শিক্ষার্থীও দেখেছি, যাঁরা 'ভালো স্কুলে' না পড়েও বুয়েটসহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। আবার এসব স্কুলে ভর্তির জন্য সন্তানের বয়স কম দেখানো হয়। মহল্লার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে তারপর নতুন জন্মসনদ দিয়ে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। ভিকারুননিসা নূনে নকল জন্মসনদে ভর্তি নিয়ে বর্তমানে একটি মামলা উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

৩. আমাদের মধ্যে এখন টাকায় বড়লোক হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যেভাবেই হোক ধনী হতে হবে। লোকলজ্জা, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র—কোনো কিছুই তারা পরোয়া করছে না। আমার বাসায় মেঝেতে একদিন কিছুটা খেজুরের গুড় পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর দেখি, হাজার হাজার পিঁপড়া তা খাওয়ার জন্য হাজির হয়েছে। পিঁপড়াগুলো প্রতিযোগিতা করছে, কার আগে কে কতটুকু খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে।সমাজের একশ্রেণির লোকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেন দেশের সব সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই যে যতটুকু পারে লুটে নিচ্ছে। নীতিনৈতিকতার কোনো বালাই নেই তাদের। আবার রাষ্ট্রযন্ত্রও যেন তাদের পক্ষে।

৪. সিএনজিচালিত এক অটোরিকশাচালকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম তাঁর আয় কেমন। তিনি বললেন, 'ভাই, আর বইলেন না। এক মহাফাঁপরে আছি।' বললাম, ভাই, কী হয়েছে? তিনি যা বললেন, তা শুনে বিস্মিত। বললেন, 'আগে এক সাহেবের প্রাইভেট কারের ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করতাম। বেশ ভালো ছিলাম। করোনার সময় সাহেব তাঁর গাড়িটি বিক্রি করে দেন। এরপর বেকার হয়ে গেলাম। তখন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুক্তিতে নিয়ে চালাতাম। কিন্তু তার লাইসেন্স ছিল না রাজধানীতে চলার।

রাস্তায় বের হলেই পুলিশ-সার্জেন্ট ধরত। পরে ওই এলাকার এক সার্জেন্টের সঙ্গে চুক্তি হয় এভাবে যে, মাসে ৫ হাজার টাকা দিলে ঢাকার রাস্তায় চলতে পারব। কয়েক মাস এভাবে চলল। মাঝেমধ্যে অন্য এলাকার সার্জেন্টরাও ধরত। একপর্যায়ে অটোরিকশাটি তার মালিককে দিয়ে দিই। পরে গ্রামে গিয়ে ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে একটি অটোরিকশা কিনি। কিন্তু ওই এলাকার কর্তব্যরত সার্জেন্টকে এক মাস কোনো টাকা দিইনি। পরে একদিন আমাকে ধরে বললেন, "কিরে, তুই গত মাসে টাকা দিলি না কেন?"

আমি বললাম। স্যার, এটা আমার নিজের গাড়ি। আমার গাড়ির সব কাগজপত্র ঠিক আছে। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বললেন, "বৈধ-অবৈধ বুঝি না, প্রতি মাসে আমাকে ৫ হাজার টাকা দিবি, নইলে সিএনজি চালাতে পারবি ন।" এবার বলেন ভাই, কীভাবে ঢাকায় সিএনজি চালিয়ে সংসার চালাব, আর ঋণ পরিশোধ করব?'

৫. সারা দেশে ভবনের উচ্চতা ক্রমেই বাড়ছে। আগে রাজধানীর যেসব এলাকায় পাঁচতলার বেশি করা যেত না, সেখানে এখন ১৫ তলা করা যাচ্ছে। আগে কেন করা যেত না বা এখন কেন করা যায়, তার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। বারিধারায় পাঁচতলা যেসব নতুন ভবন দেখেছি, এখন সেসব ভবন ভেঙে নতুন ডিজাইনে ঝকঝকা বহুতল ভবন করা হচ্ছে। এক ভবনের মালিক অন্য ভবনের মালিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরি করছেন। জোয়ার সাহারায় আগে বিমান উড্ডয়ন এলাকা হিসেবে রাজউক এখানের অনেক ভবনের ছাদ ভেঙে দিত। এখন তা আর করা হচ্ছে না। এ ছাড়া সারা দেশে এখন কৃষিজমিতে নতুন নতুন বহুতল ভবন হচ্ছে।

স্বাধীনতার ৫২ বছর পর যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন আমাদের অর্জন যেমন আছে, তেমনি ব্যর্থতাও কম নয়। সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা—আমরা এখন নীতিনৈতিকতার ধার ধারছি না। সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সবখানে চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। যেভাবেই হোক, আমাকে টাকায় বড়লোক হতে হবে। ক্রমেই বাড়ছে আয়বৈষম্য।

গরিব আরও গরিব হচ্ছে, ধনীরা আরও ধনী। যে কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার জন্য ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বর্তমান সমাজবাস্তবতায় ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। এ থেকে উত্তরণের পথ কী?

একটি মৃত্যু, অনেক প্রশ্ন

চিররঞ্জন সরকার

সম্প্রতি ভারতের কলকাতায় একটি ফ্ল্যাটে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন বাংলাদেশের ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। এই মৃত্যু নিয়ে দেশজুড়ে নানা আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। একজন সংসদ সদস্যের দেশের বাইরে ‘চিকিৎসা’ করাতে গিয়ে নির্মমভাবে খুন হওয়ার ঘটনাটি বেদনার শুধু নয়, অত্যন্ত ভয়াবহও বটে। আর তাঁকে শুধু হত্যা করাই হয়নি, তাঁর শরীর থেকে মাংস ছাড়িয়ে টুকরা টুকরা করে হলুদ মেখে তা প্রথমে ফ্রিজে রাখা হয়েছে। এরপর স্যুটকেসে ভরে খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর শরীরের অংশবিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। বলা হচ্ছে, অত্যন্ত শান্ত মাথায়, পরিকল্পনা করে হত্যা করে তাঁর অস্তিত্ব গায়েব করে ফেলা হয়েছে। এমন ঘটনা একেবারেই বিরল।

এটাও বলা হচ্ছে, ভারতের মাটিতে বসে পৈশাচিক এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে বাংলাদেশেরই কয়েকজন মানুষ। দুই দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে এই খুনের ঘটনার পেছনে সীমান্তে চোরাচালান নিয়ে বিরোধের বিষয়কে তুলে ধরা হচ্ছে। কোনো কোনো গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্পর্কে কিছু বিষয়ে এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের ওপর ক্ষোভ ছিল তাঁর বন্ধু ও হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন আক্তারুজ্জামান শাহীনের। ২০০ কোটি টাকার ভাগাভাগি নিয়ে নাকি আনারকে খুন করা হয়। তাঁকে আগেও একাধিকবার খুনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির কথা মনে করিয়ে দেয়। সৌদি রাজতন্ত্রের এই সমালোচককে ২০১৮ সালের ৩ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে গিয়ে খুন করার পর শরীর টুকরা টুকরা করা হয়। হত্যার পর ওই ব্যক্তিরা তুরস্ক ছেড়ে চলে যায়। এমপি আনারকেও হত্যার পর টুকরা টুকরা করা হয়। ঘটনার মূল হোতারা বিমানে করে নিরাপদে কলকাতা ত্যাগ করে।

খাসোগি হত্যায় যুক্ত ছিল একটা বড় রাষ্ট্রশক্তি। আর এমপি আনার হত্যায় যুক্ত একটি আঞ্চলিক চোরাচালানি চক্র। খাসোগি হত্যার শিকার হয়েছেন প্রতিবাদী সত্তার কারণে। পক্ষান্তরে আনার খুন হয়েছেন অনৈতিক কোনো ব্যবসার কর্তৃত্ব অথবা অর্থ ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে!

আনার হত্যার ঘটনাটি ঠিক সিনেমার গল্পের মতো। কলকাতার নিউ টাউনে যে ফ্ল্যাটে আনারকে হত্যা করা হয়, সেটি এই আক্তারুজ্জামান শাহীনের ভাড়া করা। তিনি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র মো. সহিদুজ্জামানের ছোট ভাই। তাঁরা ছিলেন একে অপরের বন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার। তিনি যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এবং মার্কিন পাসপোর্টধারী।

পিতা আনোয়ারুল আজীম আনারের জন্য কাঁদছে কন্যা।

উভয়ের বিরুদ্ধেই সোনা চোরাচালান, হুন্ডিসহ আন্তর্দেশীয় বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া আনার ভারতে গিয়ে যে বন্ধুর বাসায় উঠেছিলেন, সেই গোপাল বিশ্বাসও নাকি সোনা চোরাচালানে জড়িত। ঘটনায় একটি নারী চরিত্রও আছে। ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামান শাহীন এমপি আনারকে হত্যার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁর বান্ধবী শিলাস্তি রহমানকে। কলকাতা নিউ টাউনের অ্যাপার্টমেন্টের সিসিটিভি ফুটেজে এমপি আনারকে শিলাস্তির সঙ্গে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। এই খুনের কুশীলবেরা নাকি সবাই পরস্পরের পরিচিত।

এই খুনের ঘটনায় খুলনা জেলার ‘সর্বহারা’ বা ‘চরমপন্থী’ কানেকশনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আনারকে খুনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সৈয়দ আমানুল্লাহ। তাঁর গ্রামের বাড়ি খুলনার ফুলতলার দামোদর ইউনিয়নে। তিনি একসময় চরমপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গণেশ নামে এক ব্যক্তিকে খুন করে যশোরের অভয়নগর থানার এক মামলায় আমানউল্লাহ সাত বছর (১৯৯১-৯৭) জেল খাটেন। ইমান আলী নামের আরেক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ২০০০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আবার জেল খাটেন তিনি।অবশ্য আমানউল্লাহর আসল নাম শিমুল ভূঁইয়া; যিনি খুলনায় চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ছিলেন। শিমুল ভূঁইয়াই পরে আমানউল্লাহ হিসেবে নিজেকে পরিচিত করান।

ভারতে গ্রেপ্তার হওয়া ‘কসাই’ জিহাদের বাড়িও খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়নে। গ্রামের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও একটি ছোট ছেলে রয়েছে। দেড় বছর ধরে জিহাদ ভারতে রয়েছেন। জিহাদ ডাকাতি ও শেখ আনসার আলী হত্যা মামলার আসামি। এমন একজন ব্যক্তি কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে ভারতে চলে গেলেন, কীভাবেই-বা সেখানে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে থাকলেন, সেই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

এই খুনের প্রধান পরিকল্পনাকারী আক্তারুজ্জামান শাহীন এখনো ধরা পড়েননি। হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজিয়ে দিয়ে তিনি নাকি ১০ মে ঢাকায় চলে আসেন। এমপি আনারের নিখোঁজের বিষয়টি দেশে আলোচিত হলে তিনি ১৮ মে আবারও ভারত হয়ে নেপালে চলে যান। ২১ মে নেপাল থেকে চলে যান দুবাই। ২২ মে দুবাই থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

আমাদের গোয়েন্দাদের কাছে কত ধরনের প্রতিবেদন থাকে, কত তথ্য থাকে। একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হুটহাট দেশে দেশে কীভাবে সোনা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করেন? তাঁর ব্যাপারে গোয়েন্দাদের হাতে কোনো তথ্য নেই কেন? তিনি দেশে এলেন, কলকাতায় গেলেন, বাড়ি ভাড়া করলেন, খুনি ভাড়া করলেন, আবার দেশে ফিরে এলেন, দেশ থেকে কাঠমান্ডু গেলেন—গোয়েন্দারা এর কিছুই জানতে বা করতে পারলেন না, তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সাধারণ নাগরিকেরা একটা পাসপোর্ট করতে গিয়ে সীমাহীন ভোগান্তি পোহান। জাতীয় পরিচয়পত্রের একটা বানান সংশোধন করতে গিয়ে বাপের নাম ভোলার দশায় পড়তে হয়। অথচ শিমুল ভূঁইয়ারা কী সহজেই আমানুল্লাহ হয়ে যান। তাঁদের পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এমন একজন দাগি আসামি ভারতের ভিসাও পেয়ে যান কত সহজে!

বিদেশের মাটিতে গিয়ে দেশের একজন সংসদ সদস্যের এভাবে খুন হওয়াটা অত্যন্ত গ্লানির। একজন সংসদ সদস্যের চরিত্র এমন হবে কেন? তিনি কেন প্রলোভনের শিকার হলেন? কে বা কারা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেল? কেন তিনি ‘চিকিৎসার’ কথা বলে কলকাতায় গিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিলেন? পরিবারের কোনো সদস্য কেন তাঁর সঙ্গে গেলেন না? তিনি কোথায় যান, কী করেন, কার সঙ্গে মেশেন, কীভাবে টাকা উপার্জন করেন, এ প্রশ্নগুলো কী পরিবারের সদস্যরা কখনো করেছেন? যাঁর বিরুদ্ধে এত এত অভিযোগ ও মামলা, পরিবারের সদস্যরা কি কখনো এসবের সত্যতা জানতে চেয়েছেন? আমরা কেন ভুলে যাই, যা রটে, তার কিছু না কিছু বটে।

একজন ব্যক্তি যদি পরিবারের জবাবদিহির বাইরে চলে যায়, তাহলে তার দুর্নীতি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন বশে আনা যাবে কীভাবে? আরেকটি কথা, আনোয়ারুল আজীমকে বারবার এমপি পদে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছিল কেন? যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, এত মামলা, তাঁকেই কেন এমপি বানিয়ে আনতে হবে? ওই এলাকায় কি পরিচ্ছন্ন ইমেজের ভালো মানুষ নেই? সংবাদমাধ্যমে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের অতীত বের হয়ে আসছে ক্রমেই। জানা যাচ্ছে, তিনি আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ওয়ারেন্টভুক্ত ছিলেন।

হুন্ডি কারবার, চোরাচালান ও পাচারের অভিযোগে ইন্টারপোল তাঁর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছিল। আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে, এমপি হয়ে তিনি সেই নোটিশ প্রত্যাহার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বিবর্তনটাও বিস্ময়কর। স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে তিনি ওই এলাকায় রাজনীতি শুরু করেছিলেন, বিকশিত হয়েছিলেন বিএনপির আমলে আর জনপ্রতিনিধি হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের আমলে। পেয়েছিলেন সব জায়গা থেকে ‘দায়মুক্তি’! কিন্তু এমন ব্যক্তিকে বছরের পর বছর দলের মনোনয়ন দেওয়ার দায় থেকে আওয়ামী লীগ কীভাবে মুক্ত হবে?

প্রশ্ন উঠেছে প্রতিবেশী দেশে একজন বাংলাদেশি এমপির নিরাপত্তা নিয়েও। ভারতের মাটিতে একজন এমপি হিসেবে কি তিনি যথাযথ নিরাপত্তা পেয়েছিলেন? এমপি হিসেবে তো বটেই, একজন নাগরিক হিসেবেও তো তাঁর অধিক নিরাপত্তা পাওয়ার কথা ছিল। যথাযথ নিয়ম মেনেই একজন বিদেশি ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, এমপি আনারের বেলাও তা-ই হয়েছে। তিনি ভারতের সব ধরনের নিয়ম মেনেই থেকেছেন এবং ওই দেশের সরকারকে ভ্যাট-ট্যাক্সও দিয়েছেন। তাহলে তিনি এভাবে প্রাণ হারালেন কেন? সচরাচর আমরা দেখি, বাংলাদেশে কোনো বিদেশি নাগরিক এলে সরকার তাঁকে সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়। গোয়েন্দা সংস্থারও নজরদারিও থাকে। তাহলে কেন একজন এমপিকে ভারত সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলো?

আনারের হত্যা-রহস্য উন্মোচিত হোক, রহস্যের পেছনের রহস্য, খুনের পরিকল্পনাকারী, তাদের গডফাদারদের চরিত্র প্রকাশিত হোক, দোষীরা শাস্তি পাক—এটাই সবার প্রত্যাশা। আনারের মৃতদেহের মতো এই খুনের প্রকৃত কারণ ও কুশীলবেরা যেন গায়েব হয়ে না যায়!

লেখক: গবেষক, কলামিস্ট

মধুমিতা ছয় মাসের গর্ভবতী

এম এ ওয়াজেদ

মধুমিতার কেশগুচ্ছে দোল খায় অভিমানী কষ্টগুলো
দোল খায় ধর্ষিত ঝুলন্ত স্তনবৃন্ত
সমাজের অন্ধকার আপোষনামা সে মানেনি
মানেনি রক্তচক্ষুর বিষমাখা নষ্টামির
আবাসিক চৌহদ্দির বিপথগামী পলাতকা চ্যাপ্টার
মধুমিতা হিসেব করে-
জীবনের প্রশ্নগুলোর অস্পর্শনীয় অত্যাচারিত সওগাত।

আনন্দিত অসভ্য নজরানা ঘিরে ধরে
মধুমিতার তিমির রাতের নৈঃশব্দিক চুম্বন স্পৃহা
বেদনার অঙ্কুরিত গর্ভাশয় স্ফীত হয়
স্ফীত হয় দৈহিক অস্থিরতার আনাড়ি ভবিষ্যত
প্রযুক্তির আল্ট্রাসনোগ্রাম প্রকাশ করে-
কুমারী মধুমিতা ছয় মাসের গর্ভবতী।

বিপর্যয়ের স্মরণাতীত নৈসর্গিক শোভায়
প্রদোষের স্থবিরতা ভর করে
লালায়িত কামনা পেশিশক্তির গুরুভারে
লৌহকঠিন বাজেয়াপ্তির উপকূলে আছড়ে পড়ে
মধুমিতা হয়তো আগেই জেনেছিল;
তার গর্ভাশয়ের পিতৃত্ব কিসমতের অপরাধী ট্রাইব্যুনাল।

সর্বনাশ

সুশান্ত হালদার

মনের অর্গল খুলে দিয়েছি ফারজানা
দেখ হু হু করে বাতাস ঢুকছে কৈবর্ত ভবনে
যে কয়টি ফুল ঝরেছিল আহত বিকেলে
তারা এখন সতেজ
পাপড়ি মেলে দিয়েছে ষোল কোটি বাহুমূলে

মাটিভেদী বৃক্ষ জানে
জীবনদায়িনী, জীবনানন্দ ওই নীলাকাশ
সাঁতার কাটা মৎস্য জানে
উজান গাঙে ভাটির অবকাশ
গীতাঞ্জলি জানে, গীতবিতানে
পাতায় পাতায় তার শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ

আমিতো জানি
রুক্ষ দিনে বৈরী বাতাস আমার-ই করবে সর্বনাশ!

প্রশ্ন

সুশান্ত সেন

বড় ঠাকুমার ছিল পবিত্রতায় বালাই
শুচিবাই বলতো সকলে,
সারাদিন ধরে জল ঘাটছেন
সরে যা সরে যা ছুসনি ছুসনি-করছেন
আমরা অবাধ্য ছুঁয়ে দিতাম।

এইভাবে বাড়তে বাড়তে ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে চলল
সভ্যতা।
জানা গেলো "ছুওনা ছুওনা ছি"-কেবল
বিভেদ বিভেদ বিভেদ
এবং অধিকার নিয়ে যুগ যুগ চলে আসা
অচ্ছুত প্রথা; দাবিয়ে রাখা মানুষদের হাহাকার।

বৌদ্ধ ধর্ম কে হাটিয়ে দিয়ে অধিকার নিয়ে
ছিনিমিনি করে চলেছি জীবনভর।
অসীম বেদনার আম্বেদকর
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কমরেড

রুদ্র সাহাদাৎ

(১)
কমরেড
সুন্দরবন পুইড়্যা ছাই,
বন আর বন নাই
হচ্ছে কী যা ইচ্ছে তাই
দেখছে কে শুনছে কে
পুড়ছে পুড়ছে আগুন আগুন

(২)
কমরেড
আমাগো মনুষ্যত্ববোধ জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি পাইছে লোপ
মানুষের ভীড়ে দ্যাখি আজও কোনো মানুষ নেই
মুখোশে হাসে জোড়া চোখ....

(৩)
কমরেড
আজও মনুষ্যত্ববোধহীন মানুষ
স্বার্থেহীন নয়
অবাক-পথচলা।

(৪)
কমরেড
নিত্যপণের হুঙ্কারে বেহুশ বাবা-মা, নিকটবর্তী স্বজন
বাজারে আগুন মনের গহীন জ্বলে আরও দ্বিগুণ
শান্তি নেই স্বস্তি নেই জীবনের মূল্য কতোটুকু নেই জানা
দিকহারা পথভ্রষ্ট মানুষ আকস্মিক মাঝপথেই দাঁড়িয়ে যাই
তবুও, উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন ছুটে যেতে চাই
কি চাই কি পাই জানা নেই..

(৫)
কমরেড
শতবর্ষী বৃক্ষরা কাঁদে কুরবানির শঙ্কায়
প্যারাবন কাঁদে স্বজন হারিয়ে সবুজ হারিয়ে
হাওয়া উল্টে যায় গরম হাওয়া
আবহাওয়া অফিস জানান দেয় সতর্ক সংকেত
কই আছি কোথাই আছি-জানে ঐ ওপরঅলা

(৬)
কমরেড
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ
আরও কতোকাল।

শুক্রবার রাতে

আহসানুল করিম

শুক্রবার রাতে অনেক কিছু করা যেতে পারে।

পানীয় আর প্রিয় কবিতার বই নিয়ে
ঢিলেঢালা উদাসিনতা আর লুঙ্গি পরে
বসা যেতে পারে বালিশে হেলান দিয়ে।

চিৎকার করে সুপর্ণাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে
শীতকাল আদৌ যাবে কিনা।
অথবা শেষ ইচ্ছের উইলের ড্রাফট লিখতে বসা যায়।

এই যেমন এই মুহূর্তে আমি লিখছি-
দাফনকালে যেন আমার সাথে মোবাইলটা
দিয়ে দেওয়া হয়
যাতে হারামি বন্ধুরা সব
যে কোনো রাতে

ফোন করে নিশ্চিত হতে পারে
একাকিত্বের এই জাহান্নাম আসলেই যে;
অপেক্ষা করে আছে।

হয়ত লিখো না

অনিন্দ্য পাল

হয়ত লিখো না কবিতায়
বরং শরীরে লেখ তেত্রিশ পংক্তি
হয়ত বড় রহস্যময়
ঢেকুর উঠে গেলে শান্তি

আকাশ লিখতে পারো গাঢ় লাল
রাতের গায়ে দিতে পারো সবুজ ফোঁটা
সমুদ্রকে বলতে পারো নিস্তব্ধ হতে
'হয়ত' ভেসে যাক, সময়ের সোঁতা

হজম হোক না হোক গলার নীল
তুমি হতেই পারো বিষের কুঠুরি
মৃত্যু জীবনের ডাল থেকে ঝরলে
হয়তরা সব হবে হলুদ পাতা

আনন্দের পংক্তিমালা নির্জলা
'হয়ত'- একাই মাসিক দাবানল
আর কত বছর বয়ে বেড়াবে
বস্তাপাগল
এবার কাটো শুকনো টুনদড়ি
কলস মুক্ত কর দেহগত আদরজল...

শৃঙ্খলার ফলাফল

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

বিকেলের চোখে গোধূলির ছায়া নেমে গেলে
আরও গভীরে আরও অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে
অনিশ্চিত জীবনের সুক্ষ্ম আয়ুরেখা।
অনেকেই মনে রাখে না অনেকেই ভুলে যায়
চোখের ভেতর অন্য পৃথিবীর ছবি ভেসে ওঠে;
জীবন্ত হয়ে ওঠে বিদায়ের শ্বাশত বার্তা।
মানুষ তবু চোখে দেখা পৃথিবীর কথা ভাবে
নিয়মে-অনিয়মে সঞ্চয়ের কথা ভাবে
অমরত্বের পিছু ছোটে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত হয়!

অথচ মৃত্যুই শ্বাশত—
মৃত্যুর মধ্যদিয়েই আমরা চিরস্থায়ী জগতে
অস্থায়ী পৃথিবীর ফলাফল ভোগ করি!

বেওয়ারিশ খাম

সারমিন চৌধুরী

সকালে পাঠানো একখানা চিঠি
সন্ধ্যাবেলায় আবার ফিরে আসে যদি,
সেই ঠিকানাবিহীন বাদামী বেওয়ারিশ খাম
চিনে শুধু প্রেরকের উপনিবেশ।

এখনও বুঝি অচেনা থেকে গেল-
আমার সোজাসাপ্টা কাঁচা হাতের লিখা
যাতে ছিল প্রণয়ভর্তি নিগূঢ় পরিশুদ্ধ আবেগ
কী করেইবা বুঝবে তুমি কোন আবেগে হৃদয়ে
রক্ত ঝরায়
হঠাৎ জ্বলে জ্বলে নিভে যাওয়া প্রদীপের মতো
পাক দিয়ে ওঠে মন-পোড়া ধোঁয়া
লেখা বেঁকে গেলে থরথর কাঁপে পাঁজর
অবশেষে ইতি টানি একশো এক পৃষ্ঠা নষ্ট করে
সেই চিঠিও যদি অর্থহীন ঠেকে, কষ্টের স্ফুরণ ঘটে

জানলে না প্রতিটি আঁকিবুকি জুড়ে হায়
কত অভিলাষ অলক্ষে রয়ে গেলো
সেই ফিরতি খামের অন্তরালে।

কালো মানুষ

আবদুল কাদের আরাফাত

ভাই উঠেনতো, সাড়ে আটটা বাজে, আর কত ঘুমাবেন?

-ছুটির দিন একটু ঘুমাতে দিবা না মিয়া? রোজইতো ভোরে অফিসে যেতে হয়। চোখ কচলাতে কচলাতে আফাজ ভাইয়ের এমন মেকি রাগ আমার চেনা।

-আরে চলেনতো, একসাথে নাস্তা করবো, চাকুরির প্রথম মাসের বেতন পেলাম।

এই শহরে আপন বলতে আফাজ ভাই, গ্রামেও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই, যেটুকু আছে হায় হ্যালোর মোড়কে আবৃত। ওরা এড়িয়ে চলতে চায় বুঝে উঠতে সময় লেগেছে, আমার সাথে নাকি ওদের ম্যাচ হয়না। এত কালো মানুষ আমাদের দেশে তেমন নেই বলে ওদের ধারণা। প্রথম প্রথম খারাপলাগতো, কয়েক বছর ধরেই এসব গায়ে মাখি না।

আফাজ ভাইয়ের হাতে মেন্যু কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই আপনি পছন্দ করে অর্ডার দেন। ভাই মুচকি হাসিতে আমার পিঠে আলতো থাপ্পড় দিয়ে বললো- এত অস্থির হইও না মিয়া, মাত্র শুরু।

এই হোটেলে আমি আর আফাজ ভাই খেতে এলে বিল তিনি দিবেন, এটাই যেন নিয়ম। মাঝেমাঝে আমি বিল দিতে চাইনা তা নয়, তবে বলার ধরন দেখে উনি ঠিকই বুঝে নেন আমার অবস্থ। এই প্রথম আমি উনাকে নাস্তা করাবো বলে নিয়ে এসেছি ভাবতেই চোখ ভিজে এলো।

বিকালে নিউমার্কেট থেকে মা ও ছোট বোনের জন্য কিছু কেনাকাটা করলাম, বড়ো আপাকে ফোন করে কি লাগবে জিজ্ঞেস করতেই দেখি চুপ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলাম নিঃশব্দে কাঁদছে, ক্ষণিক পরেই বললো, এখন কিছু লাগবে না, সামনের মাসে একটি নাকফুল কিনে দিস। আর শুন ভাই, সম্ভব হলে একটু বড় ফুলেরটা নিস, যেন স্পষ্ট দেখা যায় নাকফুল আছে নাকে।

সকালে অফিসে আসার কিছুক্ষণ পরেই এমডি স্যার ডাকলেন। নানান বিষয়ে খোঁজ নিলেন। এক মাসেই আমার কাজে সন্তুষ্ট জানালেন তিনি। এভাবে মনোযোগী থাকলে আমার জন্য আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে বলেও উৎসাহ দিলেন।

স্যারের রুম থেকে ফেরার পর দেখি সফিক সাহেব চিৎকার করছেন, টাকা হারিয়েছে বলে।

চিৎকার শুনে পাশের রুমের অনেকেই হাজির, এমডি স্যারও এসেছেন। সফিক সাহেব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন- দেখছেন স্যার আর কখনো কিছু গায়েব হতে, নতুন লোক আসতে না আসতেই এই ঝামেলা শুরু।

সফিক সাহেবের সাথে তাল মেলালেনআরও দুইজন। এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম ওরা আমাকেই ইঙ্গিত করছে। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কেন এমন করছে, ওদের কোন ক্ষতি তো করিনি। এমডি স্যার আমার কাজে খুশি এটাই কি ওদের হিংসার কারন? নাকি আমার মত কাউকে ওরা মেনে নিতে পারছে না? তীব্র অপমানে হাত পা কাঁপছে, বুঝা যাচ্ছে এমডি স্যারও বিব্রত।

সফিক সাহেব এলোমেলো কথা বলেই যাচ্ছেন। ক্ষাণিক পরেই এমডি স্যার আমাকে ডাকলেন। অনেকটা বিব্রত হয়েই বললেন, 'আপনাকে আমাদের খুব দরকার ছিল, আপনার মেধা আর শ্রমে আমাদের প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের ঘটনায় বুঝতে পারছি এখানে আপনার পথ মসৃণ হবে না, ওদের আচরণ দেখে মনে হলো আপনি থাকলে একটা না একটা ঝামেলা করতেই থাকবে। আমি যে কিছু বুঝিনা তা নয়, কিন্তু কি আর করবো বলুন! ওরা অনেকদিন ধরে এখানে, ওদের ডিঙিয়েও প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবো না। আপনি বরং চলে যান আজ, আর আসার দরকার নেই কাল থেকে। এই মাসের পুরা বেতন পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। আপনার প্রতি দোয়া রইলো, নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো কিছু হবে, ধৈর্য ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।'

স্যার একটানা কথাগুলো বলে থামলেন। আমার চোখে তখন প্লাবন। স্যারকে কোনমতে বললাম, 'দোয়ায় রাখবেন স্যার, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ইনশাআল্লাহ একটা না একটা ব্যবস্থা হবে। কয়েকটি নিয়োগ পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে শীঘ্রই।'

কলিগদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ও সফিক সাহেবের খোঁচা, 'কইছিলাম না এত উড়াউড়ির দরকার নাই, এক মাসেই এমডি স্যারের প্রিয় হয়ে যাবেন এত সোজা! যান গ্রামে গিয়ে হালচাষ করেন, আপনারে এটাই ভালো মানাবে।'

ভেজা চোখ মুছতে মুছতে শেষ বারের মত দেখে নিলাম বিতাড়িত হওয়া কর্মস্থলের গেট। আমার কানে বেজেই চলেছে বড় আপার সেই আবদার, 'সামনের মাসে একটি নাকফুল কিনে দিস, আর শুন ভাই, সম্ভব হলে একটু বড় ফুলেরটা নিস, যেন স্পষ্ট দেখা যায় নাকফুল আছে নাকে।'

ভালোবাসার দিন বদল

সিকদার মনজিলুর রহমান

হাশেম গ্রামের ছেলে। মফস্বল শহর বাগেরহাটের একটি কলেজে পড়ে। বাড়ি থেকে শহরটি বেশ দূর হওয়ায় কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে এবং শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে গ্রামের বাড়ি চলে আসে। গ্রামের পাশেই একটি হাট। সোম ও বৃহস্পতিবার সপ্তায় দুইদিন হাট বসে। সোমবার হাটের দিন বাবার সাথে হাটে গিয়েছে। হাটে মাছের বাজারের একটি স্থানে বেজায় ভিড়। কৌতুহলি মন নিয়ে ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখে মাছ ব্যবসায়ীরা বিশাল আকৃতির এক বোয়াল মাছ কেটেকুটে কেজি দরে বিক্রি করছে। হাশেম বাবার কাছে গিয়ে বলল বাবা, ঐখানে ব্যবসায়ীরা বিশাল আকৃতির একটি মাছ কেটে কেজি দরে বিক্রি করছে। চলেন, আমরাও কিছু নেই।

কী মাছ?

বোয়াল মাছ ।

না থাক, বলে বাবা অন্যদিকে মাছ খুঁজতে লাগলেন। অন্য এক জায়গা থেকে বোয়ালের চেয়ে চড়াদামে ভেটকি মাছ নিলেন।

হাট থেকে বাড়ি ফিরে হাশেম তার মেজো বোনকে বলল মেজো'পু, হাটে আজকে বিশাল একটা বোয়াল মাছ ব্যবসায়ীরা কেটে কেজি দরে বিক্রয় করছিলো বাবাকে সেখান থেকে এক কেজি কিনতে বললাম, কিন্তু তিনি কিনলেন না। বাবার কাছে যে টাকা ছিল না তা নয়। তিনি বোয়ালের চেয়ে চড়াদামে একটি ভেটকি মাছ নিলেন। বাবা তা করলেন কেন?

ভালোবাসা।

হাশেম কৌতুহলি হয়ে জিজ্ঞেস করে ভালোবাসা, বুঝলাম না কী ভালোবাসা ?

ওইতো ভালোবাসা !

ধুৎ, কী যে বলো না মেজো আপু। তোমার কথার আগা পাছা কিছুই বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে বলো ।

মা-বাবার ভালোবাসা।

আবারও প্যাঁচ লাগায়ে দিলে। বোয়াল মাছের সাথে মা-বাবার ভালোবাসার সম্পর্ক কী ?

এটা হলো পুরোনো দিনের ভালোবাসা। আজকালকার স্বামী-স্ত্রীরা সারা বছর ঝগড়া ঝাটিতে কাটিয়ে দেয় আর বছরের একটি দিনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে' না কি ভালোবাসা দিবসে একে অপরকে নানান গিফট দিয়ে ভালোবাসা দিবস পালন করে। আগেরকার দিনে এসব লোক দেখানো ভ্যালেন্টাইন্স ডে ছিল না। না। ভ্যালেন্টাইন্স ডে অন্তর্নিহিত বাপার একে ঢাক ডোল বাজিয়ে বুজানো যায় না।

তবে শোন, মা আর বাবার দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে বাবা ধানের কারবার করতেন। আমি তখন ছোট । দাদি বেঁচে আছেন। স্থানীয় বাজার, গ্রাম-গঞ্জ থেকে বাবা ধান কিনে শ্রীরামকাঠি নামক ধানের মোকামে নিয়ে বিক্রি করতেন। আমাদের একটা ঘাসি নৌকাও ছিল । সেই নৌকায়ই বাবা মোকামে যেতেন। আমাদের প্রতিবেশীও ক'জন বাবার সাথে একই ব্যবসায় করতেন।

হাশেম গভীর আগ্রহে বোনের মুখে বাবার প্রথম জীবনের ব্যবসায়িক কাহিনী শুনতে লাগলো । মুখেও উচ্চারণ করল, হু। বোনকে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

বাবা যখন শ্রীরামকাঠি থেকে বাড়ি ফিরতেন তখন ঘর-গেরস্থালির অনেক সওদা-পাতি সেখান থেকে কিনে আনতেন । যেমন ধর, পেঁয়াজ, রশুন, আদা, জিরা আরো কত মসল্লাপাতি ? প্রায় সব কিছুই। তাছাড়া ফলের মৌসুমে বিভিন্ন ফল ফলাদি। চোখের সামনে বড় কোন মাছ পড়লে তাও আনতেন।

একবার হলো কী জানিস ?

কী?

শ্রীরামকাঠি থেকে ফেরার পথে বাবা বড় একটি বোয়াল মাছ কিনে আনলেন।

আনতেই পারেন । তাতে অসুবিধা কোথায় ?

কথাই তো সেখানে ।

কী ?

মা যখন বোয়াল মাছ কাটতে গেলেন তখন ঘটল এক লঙ্কা কান্ড ।

কী কান্ড ?

বোয়ালের পেটে একটি মরা ইঁদুর পেলেন মা। ইঁদুর দেখে মা তো এক চিৎকারে বেহুস । চিৎকার শুনে দাদি রান্নাঘরে ছুটে এসে মার কান্ড দেখে তিনিও অস্থির । দাদির সেবায় মা সুস্থ হওয়ার পর বোয়ালের পেট থেকে ইঁদুরটা ফেলে দিয়ে মাছটা দাদিই কাটলেন । কথাটা মা আর দাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল । আর কেউ জানালো না।

আবারও বিপত্তি ঘটলো খাবার সময় ।

কী ?

সবাই যখন মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছে মার মুখে আর ভাত উঠছে না। আর কেউ খেয়াল না করলেও ব্যাপারটা দাদির নজরে পড়ল। তিনি ইশারার মাকে বললেন, খাও, কিছু হবে না। আর তুমি না খেলে সবার মনেও একটা সন্দেহ আসবে ঘটনা কী? বোয়াল মাছ বাবা তো সেদিন নতুন আনেন নি । আগে পিছেও এনেছেন।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মত মাও দাদির কথা রাখলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই যখন পান-সুপারি নিয়ে বসেছেন তখন টের পাওয়া গেল রান্নাঘরের পিছনে মা অক অক করে বমি করছেন। অভক্তিসহকারে বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খেলেও ঐ ইঁদুরের কথা মায়ের মন থেকে যায় নি । বমি, সেকি বমি ! একদম মরণ দশা । সে যাই হোক মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার পর থেকেই বাবা আর কখনও বোয়াল মাছ কিনেন না।

মা কী নিষেধ করেছিলেন ?

না, একদম না ।

এটাই হলো আগের দিনের ভালোবাসা। আজকালকার মত বছরের এক দিন , হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা আই লাভ ইয়্যু বলে একটা গ্রিটিং কার্ড দিয়ে ভালোবাসার শ্রাদ্ধ করত না। এটাই হলো স্বামী-স্ত্রীর আসল ভালোবাসা।

হাশেম এবার মাথা নেড়ে হু শব্দ করে বলল, এইবার বুঝলাম বাবা কেন বোয়াল মাছ কিনলেন না।

কলেজ পড়ুয়া সেই হাশেম এখন আমেরিকার অভিবাসী। পাক্কা তিন বছর পর প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরল । দেশে ফিরেই পরিবারের সম্মতিতে পাশের গ্রামের এক স্কুল শিক্ষিকার সাথে মালা বদল হয়ে গেল হাশেমের। প্রবাসে থাকা অবস্থাতেই পরিবারের পক্ষ থেকে বাগদান সম্পন্ন হওয়ায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে আর বেশী সময় নিতে হয়নি।

নতুন বউ নিয়ে শ্বশুর বাড়ি আর বাবার বাড়ি বেড়াতে বেড়াতেই তিন মাসের ছুটিতে আসা হাশেমের সময় যে কখন ফুরিয়ে গেল ঠাওরও করতে পারল না। আবারও উড়তে হলো আমেরিকার উদ্দেশ্যে ।

হাশেম আমেরিকায় ফিরেই বউকে আনার জন্য ইমিগ্রেশনে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাল । তার কাগজপত্র প্রসেসিং হতে কম করে হলেও তিন বছর সময় লাগবে । বউয়ের টানে বছর খানেক পরে আবারও দেশে ফিরল সে । সাধারণত এক বছরের মধ্যেই কেউ প্রবাস থেকে দেশে ফিরে না। কিন্তু সে ফিরল। নতুন বউ বলে কথা।

দেশে ফিরে দেখল তার বউ অন্য এক স্কুলে বদলি হয়ে গেছে। সেই স্কুলের পাশেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সেখানে কিছুদিন তার শ্বশুর ছিলেন। তিনিও বাড়িতে ফিরে এসেছেন। হাশেম সেখানে গিয়ে উঠলো। স্কুলের পাশেই একটি বাজার। হাশেম সে বাজার থেকে বাজার সওদা করে এবং স্বামী- স্ত্রী অঘোষিত হানিমুনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

একদিন বাজার সওদা করতে গিয়ে মাছের বাজারে দেখে এক মাছ ব্যবসায়ী কিছু বোয়াল মাছ নিয়ে বসে আছেন। পারিবারিক কারণে বোয়ালে অরুচি তাই ওদিকে না দেখে বাজার থেকে অন্য মাছ তরকারি নিয়ে বাসায় ফিরল।

বাসায় গিয়ে বউকে বলল, বাজারে কিছু বোয়াল মাছ দেখেছিলাম আমাদের পরিবারে তো বোয়াল মাছ সবাই খায় না । তাই কিনলাম না। ভাবলাম তুমিও খাও কিনা ?

না, না আমি খাই । বোয়াল আমার খুব প্রিয় মাছ । কাঁটাগুলো একটু বড় হয় তাই বাছতে ঝামেলা কম ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

হাশেম পরের দিন আবার বাজারে গেল । সে দিন বাজারে বোয়াল পেল না। পর পর আরো কয়েক দিন গেল বোয়ালের আর দেখা মিলল না। বোয়াল মাছ না পেয়ে মনে মনে বেশ কষ্ট পেলেও বউকে তা বুঝতে দিল না।

কিছুদিন পর হাশেম আবারও আমেরিকায় ফিরল ।

বউকে আমেরিকায় আনার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। হাশেম স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিরএকটি স্টোরে গেল বাজার সওদা করতে । স্টোরের ফ্রোজেন মাছের রেফ্রিজারেটরের ঢাকনা খুলেতেই চোখে পড়ল বোয়াল মাছ । মাছ গুলো ফ্রোজেন হলেও মনে হচ্ছিল চোখ তুলে তার দিকে ড্যাব ড্যাবিয়ে তাকিয়ে আছে। বোয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে হাশেম মনে মনে ভাবলো , হায়রে বোয়াল তুই এখানে ? দেশে তোকে পেলে কিনে বউকে খুশি করতে পারতাম । কিনতে গিয়ে আর কিনল না। বউ এলে কিনবে বলে অপেক্ষায় থাকল।

দিন মাস বছর গুনতে গুনতেই একদিন বউ আমেরিকায় চলে এলো । স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে বাজার ঘাট করলেও হাশেম সেদিন বোয়াল মাছ কিনবে বলেই বউকে বাজারে নিল না। দোকান থেকে বড় এক বোয়ালসহ অন্যান্য সওদা নিয়ে বাসায় ফিরল ।

ডোর বেল বাজাতেই, হাশেমের স্ত্রী রিমি দরজা খুলেই বলে উঠে, একি তুমি বাজার সওদা নিয়ে এসেছ? বাজারের ব্যাগের দিতে চোখ পড়তেই দেখতে পেলে একটি মাছের লেজ ব্যাগ থেকে ঝুলে আছে । তা দেখে রিমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওমা ওট কী?

বোয়াল মাছ।

এত বড় বোয়াল ! এখানেও কী বোয়াল পাওয়া যায় ?

আমেরিকায় বিশ্বের সব কিছুই পাওয়া যায় । বিশ্বের সব দেশের সাথেই এদের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য আছে । এ বোয়াল ভিয়েতনামি ।

তাই ?

এত বড় বোয়াল কেনার কী দরকার ছিল ? আমরা তো মানুষ মাত্র দুজন ।

শুধু তোমার জন্য । মনে পড়ে, আজ থেকে তিন বছর আগে বাংলাদেশে তোমার স্কুলের পাশের বাজারে বোয়াল মাছ দেখেছিলাম যখন তুমি কিনতে বলেছিলে কিনতে গিয়ে আর পাইনি । কিনতে না পেরে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম । সেই থেকেই মনে মনে ভেবেছিলাম তোমাকে বোয়াল মাছ না খাওয়াইয়ে আমি কোনদিনই বোয়াল মাছ খাব না।

ওমা, তুমি আজও সে কথা মনে রেখেছ বলেই হাসেমকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে রিমি বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হও। আমি এক কাপ কফি করে আনি ।

বছর ঘুরতেই রিমি মা হতে চললো । আমেরিকায় একটা সুবিধা আছে কোন ইমিগ্রান্ট মহিলা গর্ভবতী হলে তার পরিচর্যা এবং সন্তান প্রসবের পর নবজাতকের পরিচর্যার জন্য গর্ভবতীর মা বাবাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমেরিকায় আসার ভিসা দেয়া হয়। হাশেম তার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য ইমিগ্রেশনে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিল। শাশুড়ি অসুস্থ্য থাকায় কিছু দিনের মধ্যে শ্বশুর চলে এলেন । রিমি এক পুত্র সন্তানের মা হলেন । রিমি ইতিমধ্যে ড্রাইভিং শিখে নিজেই বাজার ঘাটে যেতে পারে । হাশেম তাকে একটি গাড়িও কিনে দিয়েছে। বাজার ঘাট এখন সে নিজেই করে।

রিমি সেদিন বাজারে গিয়ে মাছ মাংস তরিতরকারির সাথে এক ফালি মিষ্টি কুমড়াও কিনল। বাসায় ফিরে চিংড়ি মাছ দিয়ে কুমড়ার চচ্চড়ি রান্না করে ডাইনিং টেবিলের উপরে রেখেই বাথরুমে ঢুকলো।

ও দিকে হাশেমও কাজ থেকে ফিরেছে। ঘরে ঢুকে শ্বশুরকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা রিমি কই?

বাথরুমে। মনে হয় গোসল করছে ?

রিমি বাথরুমে ঢুকলে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি সময় নেয়। তার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো অবস্থা হাশেমের নেই । ক্ষুদায় তার পেটের ভিতর ইঁদুর দৌড়ানোর অবস্থা । ডাইনিং রুমে ঢুকেই টেবিলের উপর ভাত তরকারি পেয়ে নিজেই ভাত বেড়ে খেতে খেতে টের পেল কুমড়ার তরকারি । রিমি কী কুমড়া রেঁধেছে ? কুমড়ায় যে তার ভীষণ এলার্জী । রিমি কী আজও ভুল করেছে ? খাওয়া স্থগিত করেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল । এরই মধ্যেই হাশেমের বমি শুরু হয়ে গেছে । বমির তীব্রতা দেখে হাশেমের শ্বশুর বাথরুমের কাছে গিয়ে রিমিকে ডাক দিল , রিমি তাড়াতাড়ি বের হও জামাই হঠাৎ বমি করছে ।

হাশেমের ঘন ঘন বমি হচ্ছে। বমি করতে সে একবার রান্নাঘরের সিঙ্কে যায় আবার সোফায় এসে বসে। ক্লান্ত শরীরে আর সিঙ্কেও যেতে পারছে না। এখন সে সোফায় শুয়ে শুয়েই বমি করছে। রিমি সেখানে একটা বাকেট এনে দিল।

হাশেমের শ্বশুর রিমির দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এমন বমি হওয়ার কারণ কী?

ওর না মিষ্টি কুমড়ায় এলার্জি আছে। মিষ্টি কুমড়া খেতে পারে না।

এলার্জি আছে তো তুই মিষ্টি কুমড়া রান্না করলি কেন?

ও যে এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে আমি কী জানতাম? তা হলে তরকারিটা সরিয়ে রাখতাম।

দেখে শুনে খেতে পারে না ?

তুই তার স্ত্রী কী রান্না করেছিস তার তো দেখার বিষয় নয় । তার জন্যে যা ক্ষতিকর নিশ্চয় তুই তা রান্না করবি না। এটাই তার বিশ্বাস।

এ কাজ তুই ঠিক করিসনে। বাজারে কত তরি তরকারি আছে মিষ্টি কুমড়া না খেলে কী হয় ?

বারে সে খাবে না তাই বলে কী অন্য কেউও খাবে না?

না খাবি না। স্বামীর যে খাদ্যে ক্ষতি হয় সে খাদ্য স্ত্রীরও এড়িয়ে চলা উচিৎ । ছেলেটার যদি কিছু হয়?

না, কিচ্ছু হবে না। আরো দুইবার এমন হয়েছে।

একবার নয় তিন তিনবার একই ভুল । এটা কেমন কথা রিমি ? এটা কী স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা ? তোর মায়ের তেলাপিয়া মাছে এলার্জি ছিল আমি জানার পর একদিনও বাজার থেকে তেলাপিয়া কিনি নাই।

আপনাদের আগেরকার দিনের ভালোবাসা আর আজকালের ভালোবাসা এক নয় ।

তা কেন হবে? তোকে বোয়াল মাছ খাওয়াতে পারে নাই বলে তুই আমেরিকা না আসা অব্দি ছেলেটা বোয়াল মাছ খায় নাই তুইই তো আমাকে শোনালি। সে কী এ যুগের ছেলে নয় ?

রিমি কর্কশ কণ্ঠে আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠলো, বাবা আপনি আপনার রুমে যান। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আপনার এখানে নাক গলাতে হবে না।

মেয়ের ব্যবহারে তিনি কষ্ট পেলেন।

হাশেম এতক্ষণ বাপ বেটির কথোপকথন নিরবে শুনতেছিল। এবার মাথা তুলে শ্বশুরকে লক্ষ্য করে বলল, বাবা তাকে বুঝানো যাবে না সে আমেরিকায় এসে বদলে গেছে । আমার কথায় পাত্তাই দেয় না।

শ্বশুর বেচারা অগত্যা বুকের কষ্ট বুকে নিয়ে নিজের রুমের দিকে পা বাড়ালেন ।

রিমি সুযোগ পেলে এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি কুমড়া খায় ।

প্রবাসের মাটিতে একমুঠো আনন্দ

এম আর ফারজানা

সকালেবেলা ঘড়ির এলার্মে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি বাইরে চমৎকার আবহাওয়া। পুবের আকাশে সূর্য উঁকি দিয়েছে মাত্র। সদ্য গাছের ডালে বের হওয়া সবুজ পাতারা বাতাসে দোল খাচ্ছে। ভোরের হালকা কিরণে পাতাগুলো আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে আজ বাইরে ঘুরার দিন। আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে উঠো,দেখো, এই যান্ত্রিক জীবন থেকে যদি প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে চাও- উঠো। হটাৎ মনে পড়ল আজ তো বান্ধবী জাননাতুন নাঈম এর বাসায় যাওয়ার কথা। নিউ জার্সিতেই ওর বাসা, খুব তো দূরে নয়। আমার হ্যাজব্যান্ডকে বললাম চল ঘুরে আসি। ওকে বললাম, নিউ ইয়র্কে বইমেলায় যাওয়া হলো না তোমার চোখের সার্জারির কারণে। এখন চল যাই, আমি না হয় ড্রাইভ করবো। এমন চমৎকার দিনে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে।সে রাজি হল। মন আমার আনন্দে রিনঝিন করে বেজে উঠল। মেয়েকে ডাকলাম ,বললাম উঠো ,নাস্তা শেষ করে রেডি হও।

প্রবাসে আমরা সবাই কম বেশী ব্যস্ত থাকি । সুযোগ পেলেই যান্ত্রিক জীবনে নিয়মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেই। ছুটে যাই প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্য পেতে। রওনা হলাম, সকাল গড়িয়ে তখন প্রায় দুপুর, গাড়ী ছুটে চলেছে কড়া রোদ আর বাতাসের দোলা চলে।

পৌঁছে গেলাম বান্ধবী জাননাতুন নাঈম এর বাড়ীতে। সবুজে ঘেরা অপরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বাড়ী । বাড়ীতে ঢুকার পথেই চমৎকার আল্পনা চোখে পড়ল। দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম জান্নাতকে। ওয়েলকাম জানাল আমাদের।পরিচয় করিয়ে দিল ওর হাজব্যান্ড ইফতেখার আহমেদ, ও মিষ্টি দুটো মেয়ে ইলাহা আহমেদ,আজমী আহমেদের সাথে।

ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন আঙ্গিকে পারিবারিক ছবি, হরেকরকম ডিজাইন করা কারুকাজ দেয়ালে, বইয়ের সাজানো তাকে বিভিন্ন বই, প্রসাধনীর বাক্সরা তাদের জায়গায় আছে, সবকিছু অসাধারন, বাড়ীর ব্যাকয়ার্ডে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে দেখলাম সাজানো হয়েছে বাংলাদেশের আঙ্গিকে। খোলামেলা জায়গা গাছের ছায়া , ঝুলানো দোলনা বাতাসে দোল খাচ্ছে , চমৎকার করে সাজানো হয়েছে টেবিল চেয়ার।

কেউ বুঝতেই পারবে না এটা আমেরিকার নিউজার্সির শহরের মধ্যে এমন বাড়ী ।

আমার মনে হল আমি বুঝি আমার গ্রামের বাড়ীতে এলাম । দেখে প্রান জুড়িয়ে গেল। না কোন কাচের ঝকঝকে দামি আলিশান বাড়ী নয়, নয় কোন আধুনিক ডিজাইনের তাক লাগানো চোখ ধাঁধানো বাড়ী। কিন্তু তবু মনে ছুয়ে যায়, প্রান জেগে উঠে। একে একে দেখলাম মেহমান আসছে আর প্রানবন্ত হচ্ছে মুহূর্ত ।

আয়োজন হচ্ছে রান্নার , একপাশে আস্ত খাসি রান্না হচ্ছে সেফ তাদের পরিচিত আবদুল হাই ভাই।

অন্য পাশে ফুসকা হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন রকমের খাবার। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পরিচিত শিল্পীদের। তারা ও একে একে আসছে। জমে উঠেছে আড্ডা কখন যেন হারিয়ে গেলাম সবার মাঝে ভুলেই গিয়েছিলাম এটা নিউজার্সি । আড্ডা মুখর হয়ে উঠল । সবাই সবার মত করে এনজয় করছে। কেউ ছবি তুলছে, কেউ দোল খাচ্ছে দোলনায় । কেউ বা অতীতে ফিরে গিয়ে সোনালী দিনের কথা বলছে। এর মাঝে একে এম এম রশিদ এসে বলল তুমি ফারজানা না ? বললাম হা , কিন্তু আপনি? হা হা করে হেসে উঠল, বলল , তোমার সাথে অন লাইনে আমার কথা হয় চিনতে পারোনি। তখনি মনে পড়ল। আসলেই বর্তমানে অনেকের সাথে অন লাইনে কথা হয় কিন্তু বাস্তবে দেখা হয়না , কথা ও হয়না ।পরিচয় করিয়ে দিলাম আমার হাজব্যান্ডের এবং মেয়ের সাথে। ওর ছেলে মেয়ের সাথে আমরা পরিচিত হলাম। একে একে এভাবে অনেকের সাথে পরিচয় হল। জমে উঠল আড্ডা। ফাঁকে ফাঁকে জান্নাতের হ্যাজব্যান্ড ও জান্নাত এসে খবর নিচ্ছে সবকিছু ঠিক ভাবে চলছে কিনা।

স্টেজ সাজানো আছে , গান শুরু হল- ব্যান্ডের গান গাইল মিটুল, আধুনিক গাইল নাসির। আরো অনেকে গাইল। এত সুন্দর গান করে এরা আমার জানাই ছিল না। অবাক হয়ে শুনছিলাম । এর মধ্যে আবার রশিদ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে জোকস শোনাল। শুরু হল খেলা পর্ব। অনেকে জয়েন করল খেলায়। হাজব্যান্ডদের চোখ বেধে দেয়া হল, তারা তাদের স্ত্রীদের হাতে চোখ বাঁধা অবস্থায় চুড়ি পরাবে। যে বেশী পরাতে পারবে সে উইনার। মাইক্রোফোন হাতে তাহসিন ভাই অসাধারন ভাবে কথার ফুলঝুরি দিয়ে চালিয়ে নিল পুরো সময়। বেলুন খেলা হল। আরো কত কি। সবচেয়ে বড় কথা আনন্দমুখর ছিল পুরা সময়।

ভালোবেসে বিয়ে করেছিল জান্নাত ও ইফতেখার ভাই। তাদের ভালোবাসা এখনো সতেজ আছে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে। বাড়ীর প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে ভালোবাসার ছোঁয়া। বর্তমানে যেখানে সংসার ভাঙ্গার আওয়াজ শুনি চারপাশে সেখানে এমন দম্পতি আছে দেখে আনন্দ পাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা

অনেকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও সময়ের সাথে সাথে ফিকে হয়ে যায় তাদের ভালোবাসা। কিন্তু এক্ষেত্রে জান্নাতের দাম্পত্য জীবন ভিন্ন। এত বছর পরে ও দেখে মনে হল সেই আগের মত আছে তারা।

বিশেষ করে ঘরের প্রতিটি জিনিষ ভালোবাসার ছোঁয়ায় সাজানো দেখলেই বুঝা যায়।

তাদের ভালোবাসা অটুট থকুক এভাবেই , এই কামনা করি। এমন একটি আনন্দের দিন স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।।

সেপ্টেম্বরের জন্য প্রস্তুত হোন

আজই NYC পাবলিক স্কুলস্-এ এনরোল করুন!

on.nyc.gov/NewStudents

NYC Public Schools

Eric Adams
Mayor

David C. Banks
Chancellor

/nycschools 311

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC. NEW YORK
বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুতি
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
বাঙালিয়ানায়
বাংলা উৎসব
GRAND SPONSOR
POWERED BY
বছরের সর্ববৃহৎ পথমেলা
রবিবার, ৯ জুন ২০২৪, সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা
Venue: 165-65 84th Ave, Jamaica, NY 11432
(Front of Thomas Edison High School) F TRAIN 169 STREET
EVENT PARTNER
SHOWTIME MUSIC
DIAMOND SPONSOR
PLATINUM SPONSOR
Reliable Home Care
GOLD SPONSOR
আদাকালো
GOLD PLUS SPONSOR
rivertol
SILVER SPONSOR
MOHAMMED N. MUJUMDER
শাহ নেওয়াজ
মোঃ নাজমুল হুদা
আব্দুর রব মিয়া
এম এম শাহিন
নুরুল আজিম
পান্তা ইলিশ আপ্যায়ন
(১২টা-২টা)
মোহাম্মদ বিলাল চৌধুরী
আহ্বায়ক
718-749-4045
আলমগীর খান আলম
প্রধান সমন্বয়কারী
646-546-6038
রিজু মোহাম্মদ
সদস্য সচিব
718-581-6637
সঙ্গীত পরিবেশনায়ঃ
চিত্রনায়িকা মৌসুমি, মিলা, বিন্দু কনা সহ
প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
বিশেষ পরিবেশনায়ঃ
শ্রী চিন্ময় শিল্পীগোষ্ঠী ও নৃত্যাঞ্জলী
সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদঃ
সার্বিক তত্ত্বাবধায়নেঃ
মোঃ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
SPONSOR:
1st AIDE HOME CARE INC
KAZI HUSSAIN
347-475-9418
718-593-0932
ALL COUNTY HOME CARE
NUR
347-493-5452
SMART CHEF SUPPLY INC
CK FROZEN FOOD
NY BANGLA GROUP
এ এফ মিসবাহ উজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
347-592-9979
এ বি এম ওসমান গণি
প্রধান উপদেষ্টা
646-302-3220
জে মোল্লা সানি
সাধারণ সম্পাদক
646-269-1493
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
646-269-1493, 347-592-9979, 646-575-7053, 917-780-6988, 646-766-0521, 718-598-1425, 929-721-5267

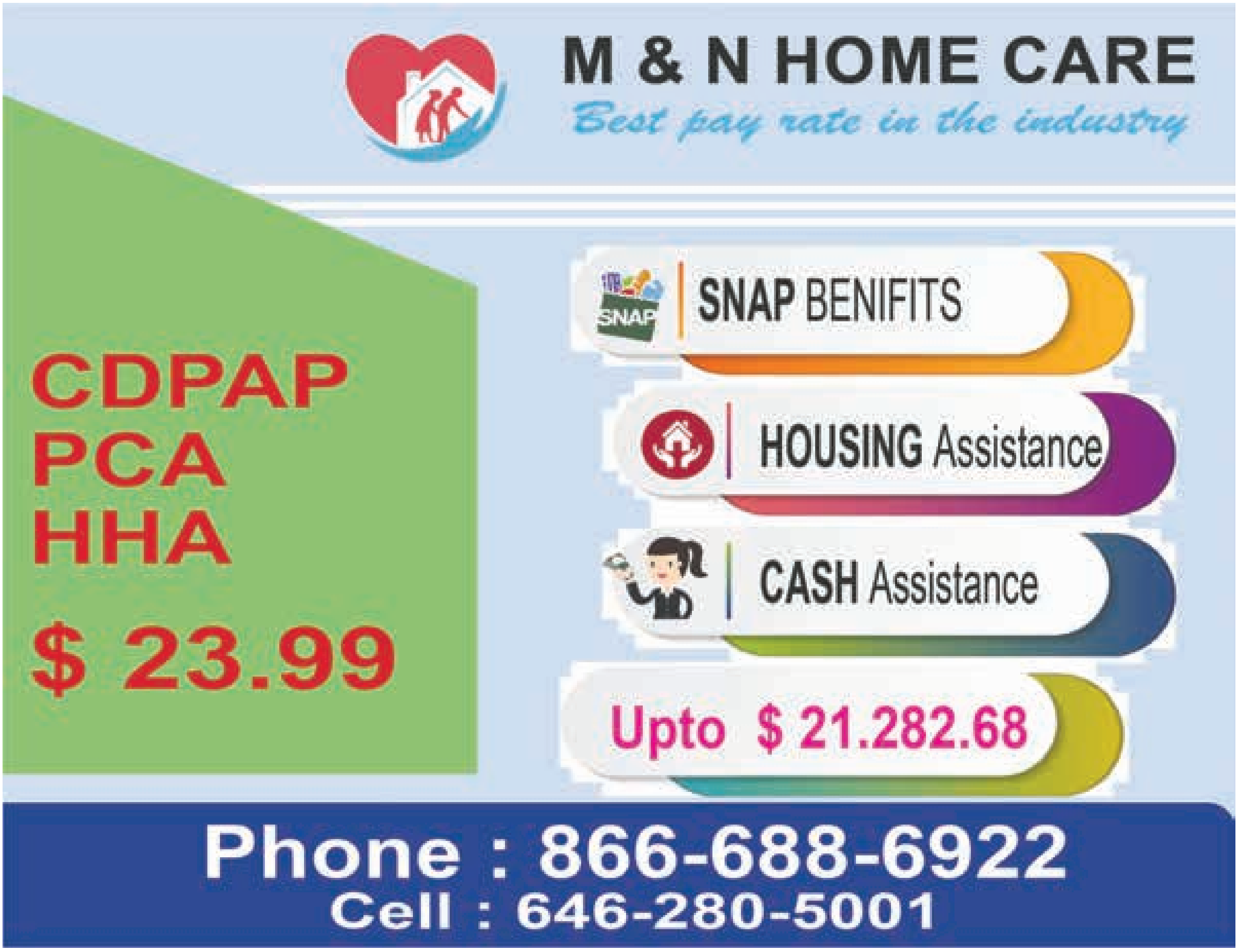
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি: থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি: থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মি: থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
6 June 2024, Thursday, Issue 377

৬ জুন ২০২৪, ২৩ জ্যেষ্ঠ ১৪৩১, ২৯ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

একটি অনুষ্ঠানে সাকিবসহ অন্যরা। ছবি: সংগৃহীত

টক অব দ্যা উইক

সবসময় ইতিবাচক অনুভূতি বহন করতে হবে: শায়লা আজীম

সোহানা নাজনীন

শায়লা আজীম

"আমরা যদি আবেগকে নিয়ন্ত্রন করতে না পারি তাহলে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। নিজের দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, আবেগ কারো সাথে শেয়ার করে, কিংবা চিকিৎসার মাধ্যমে কখনোই দূর করা যায় না। মানসিক ভারসাম্যের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। নিজের মন এবং চিন্তাকে নিজেই যদি নিয়ন্ত্রন করতে না পারি তাহলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে যাবে, আশা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

বিজয়

নাসা স্পেস চ্যালেঞ্জ জয়ী বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ডস'কে অভিবাদন

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র সফররত নাসা স্পেস চ্যালেঞ্জ বিজয়ী বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ডস' কে অভিবাদন জানিয়েছেন নিউজার্সি থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় তারুণ্য এখন বিশ্ব জয় করছে। বিশেষ করে নারী সদস্যদের অগ্রযাত্রা শুধু অনুপ্রেরণার নয়, আমাদের এগিয়ে যাওয়া গর্বের তিলক। এসব অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই সমর্থন ও সহযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে।

৩ জুন সোমবার নিউইয়র্কের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এ সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক এবং জন সংগঠক আনিসুল কবির জাসির।

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২ সালের বিজয়ী দলের দলনেতা তিষা খন্দকার তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, দেশের বাইরে বাংলাদেশি জনসমাজের এমন আগ্রহ এবং ভালোবাসা তাদের উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি নাসার এ কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে দলটির সফর ও কর্মতৎপরতার সমন্বয় করছেন মোহাম্মদ মাহদীউজ্জামান অপু। নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২-এ বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ডস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের জন্য ওয়াশিংটন ডিসির পথে তারা নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন।

৪২০টি দলের মধ্যে গ্লোবাল ফাইনালিস্টে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশের এ দলটি। টিম ডায়মন্ডস দলের দলনেতা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তিষা খন্দকার। অন্য সদস্যরা হলেন- একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনিম আহমেদ (ইউএক্স নকশাকার), ইনজামামুল হক সনেট (সিস্টেম আর্কিটেক্ট), আবু নিয়াজ (ডেভেলপার) এবং গবেষক নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জারিন চৌধুরী।

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২ এ বিশ্বের ১৬২টি দেশ থেকে দুই হাজার ৮১৪টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। সব যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষে আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ার জন্যে সে বছর গ্লোবাল নমিনেশন পেয়েছিল বিশ্বের ৪২০টি দল। আন্তর্জাতিকভাবে সব বিচার প্রক্রিয়া শেষে মাত্র ৩৫টি দল 'গ্লোবাল ফাইনালিস্ট' তালিকায় জায়গা করে নেয়।

৩৫টি দলের এ তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশি দল হিসেবে নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২-এর গ্লোবাল ফাইনালিস্টে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ডস'। সবাইকে হারিয়ে বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ড' নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২ এর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

কোন্দলই তাড়া করছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামীলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অনেকদিন থেকেই আর আভ্যন্তরীণ নেই। প্রকাশ্যেই কলহ, বিবাধ লেগেই আছে। এবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ এম পি'র সামনে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে।

গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের গুলশান টেরেস মিলনায়তনে আয়োজিত আওয়ামী লীগের এক মতবিনিময় সমাবেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী'র সামনেই 'নো মোর সিদ্দিক' স্লোগান দিয়েছেন একদল নেতা কর্মী। এদিন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন গুলশান টেরেসে আওয়ামীলীগ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ।এতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগের কর্মী সমর্থক ও নেতৃবৃন্দ। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখতে গেলে 'নো মোর সিদ্দিক' স্লোগান দিতে থাকে কর্মী সমর্থকরা।এতে বিব্রত হন স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। পরবর্তীতে সিদ্দিকুর রহমান দ্রুত বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ ত্যাগ করেন। এ সভায় বক্তব্য প্রদান কালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিয়ে বিভিন্নমুখী কোন্দলের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বার্বিকিউ, পিকনিক আর তহবিল সংগ্রহে ব্যস্ত সাকিবরা

নিউইয়র্ক

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হচ্ছে ৮ জুন। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে সাকিব-শান্তরা।

ইমা এলিস

নিউ ইয়র্কে বার্বিকিউ পার্টি, পিকনিক আর তহবিল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সাকিব-রা। অনুশীলন কিংবা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা নিয়ে কোন ভাবনাই যেন নেই তাদের। দেশ থেকে আসা টাইগারদের নিয়ে নিজ বাড়িতে বনভোজন আর নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি তথাকথিত কমিউনিটি নেতাদের মুরগির ঝলসানো মাংস (বার্বিকিউ) খাওয়াতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সাকিব আল হাসান ও শান্তর দল। কারণ ক'দিন পরেই প্রবাসীদের কাছ থেকে তিনি তার ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহ করবেন। তহবিল সংগ্রহের জন্য বেশ জোরেশোরেই চলছে প্রস্তুতি। খেলা নিয়ে তার কোন চিন্তাভাবনাই নেই।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে নিউ ইয়র্কে একটি তহবিল সংগ্রহের আয়োজন করেছেন সাকিব আল হাসান। দেশে তার ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। তাই আগেভাগেই ২জুন রোববার নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টির নিউ বাড়িতে প্রবাসী বাংলাদেশি তথাকথিত কমিউনিটি নেতাদের বারবাকিউ খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

কমিউনিটি অপ:এডে মেয়র

এই গ্রীষ্মে অতিরিক্ত লাইফগার্ড এবং নতুন কুলিং সেন্টার

এইচ বি রিতা

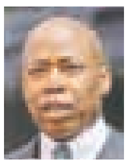

এরিক অ্যাডামস

মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ড শেষ হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে চলছে গ্রীষ্মের প্রস্তুতি। গ্রীষ্ম মানেই শহরবাসীর সমুদ্র বিলাস। তাই শহরের পাবলিক পুলগুলো ২৭ জুন খুলা হবে বলে জানান সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। সোমবার ৩ জুন কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'শহরবাসী কখনো ভুলে যায় যে নিউইয়র্ক সিটি একটি সমুদ্র সৈকতের শহর কারণ এখানে সাবওয়ে যাত্রার দূরত্বে দেশের সেরা দুটি সৈকত রয়েছে!

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com